

## জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| জীবনানন্দ দাশ            | বুদ্ধদেব বসু      |
| কোবিদ-কবি জীবনানন্দ      | সঞ্জয় ভট্টাচার্য |
| আমাদের কবি               | অশোক মিত্র        |
| যে দেখেছে মৃত্যুর ঋপার   | অমলেন্দু বসু      |
| জীবনানন্দ দাশের আন্তিকতা | অরুণকুমার সরকার   |
| জীবনানন্দ দাশের কবিতা    | নরেশ গুহ          |
| জীবনানন্দের জগৎ          | অশোকবিজয় রাহা    |
| পত্রাংশ                  | অমিয় চক্রবর্তী   |
| কবিতার কথা ( অংশ )       | জীবনানন্দ দাশ     |
| কবিতাগুচ্ছ               | জীবনানন্দ দাশ     |

কবির প্রতিকৃতি, পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি, জীবনী-পঞ্জী, গ্রন্থ-পঞ্জী, প্রকাশিত কবিতার তালিকা, অমৃত্যু তথা

আনন্দ বাগচী, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী-র কবিতা

সম্পাদক :

বুদ্ধদেব বসু



সহকারী সম্পাদক :

নরেশ গুহ

## আপনাকে ওয়াকিবখাল রাখার জন্য—

- (১) উইকলী ওয়েষ্টেকেনল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিদেশ  
সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ পত্রিকা।  
বার্ষিক ৬ টাকা, বাৎসরিক ৮ টাকা।
- (২) কথাবাতা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক  
ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক  
পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা, বাৎসরিক ১৪০ টাকা।
- (৩) সমুদ্ররূপ—গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক  
পত্র। বার্ষিক ২ টাকা।
- (৪) স্বাস্থ্যপ্রী—বাস্থ্য, বাস্থ্যবিধি, খেলাধুলা ও পুষ্টি-  
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।
- (৫) পশ্চিম বংগাল—সচিব নেপালী পাক্ষিক সংবাদ  
পত্রিকা। বার্ষিক ১৪০ টাকা।
- (৬) মগরেবী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত  
সচিব উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা,  
বাৎসরিক ১৪০ টাকা।

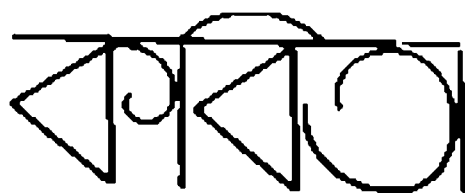
টি টি—(১) টাকা অগ্রিম দেয় ;

(২) সন্নিবিষ্টেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;

(৩) বিক্রয়ার ভারফের সর্বত্র একেটে চাই।

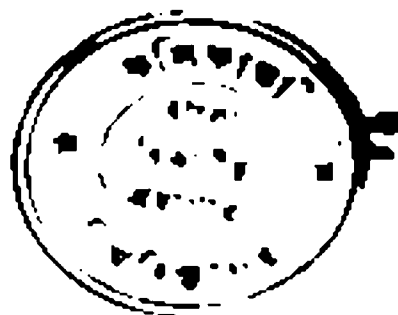
অনুগ্রহপূর্বক রাইটাস' বিল্ডিংস্, কলিকাতা ঠিকানায়

এটার অধিকর্তার মিকট লিখুন



উনবিংশ বর্ষ চিত্রা সংখ্যা  
চতুর্থ সংখ্যা ৮০ পৌষ ১৯৬১

জীবনামঙ্গল-স্মৃতি সংখ্যা



১০৭৬৮  
LIBRARY

১০৭৬৮



বিকল্প প্রকাশনী ৥ কলকাতা ৭০০০৭৩

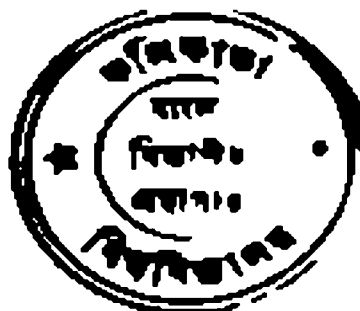
KAVITA JIVANANANDA SMRITI SANKHYA  
 (Facsimile Copy of the Original Issue)  
 Published by Vikalp  
 1 Bidhan Sarani (2nd floor)  
 Calcutta 700 073  
 Rs. 50/-

প্রথম প্রকাশ কবিরাজবন, মে ১৯৬১  
 প্রথম বিকল্প সংস্করণ ৩০ অক্টোবর ১৯৯৮  
 বৃন্দাবন বঙ্গ নর্দীপন প্রকাশন

বিশেষ সংগ্রাহক সংস্করণ : সীমিত মুদ্রণ  
 পঞ্চম টাকা

400152

প্রকাশক : ব্রজেন বসু সি।  
 বিকল্প প্রকাশন  
 ১ বিধান সরানি  
 কলিকতা ৭০০ ০৭৩



মুদ্রক :  
 টেক্সটাইল  
 ২ ব্রজেন বসু সের  
 কলিকতা ৭০০ ০০৪

19241



## প্রকাশকের নিবেদন

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাস এবং বুদ্ধদেব বসুর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রথম দর্শনে প্রথম পড়ার মতো, “কল্পালে” কোনো এক জীবনানন্দ দাসওঁর কবিতা পড়ামাত্রই সম্বোধিত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব, তারপরের কাহিনী ইতিহাস।

সম্পাদক-প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্বল্পস্থিতি ‘প্রগতি’ ও দীর্ঘস্থিতি ‘কবিতা’ পত্রিকার মাধ্যমে জীবনানন্দকে মিলেন এক স্থায়ী আসন, প্রতিষ্ঠা কবলেন কবিকে তাঁর প্রাণ্য সম্মানে। সংখ্যা গুনলে দেখা যায় জীবনানন্দেব জীবদ্দশায় মুদ্রিত ১৬৭টি কবিতার মধ্যে ১১১টিই ছেপেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কসল তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কবিতার প্রথম উপাসকেব হতে।

জীবনানন্দেব কবিতার সোচ্চার সমর্থনে নিজেব পত্রিকাব পাঠাই ওৎ করেবনি বুদ্ধদেব, অসীম ভালোবাসার ধারীর যত্নে ছাপিয়েছিলেন জীবনানন্দেব প্রথম কাব্যগ্রন্থ “বসুর পাণ্ডুলিপি”, ছেপেছিলেন “বনলতা সেন” তাঁর ‘এক পদ্যময় একটি’ গ্রন্থমলার। আন্তরিক প্রত্যক্ষ সে-ইতিহাসেব কতটুকু জানেন জানি না, কিন্তু যতোজোষ্ঠ কবির প্রতিষ্ঠার এক কনিষ্ঠ কবির এই পড়াই বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক রোমাঞ্চময় অধ্যায়।

জীবনানন্দেবর শতবর্ষ পূর্ণ হ’তে চলেছে, বুদ্ধদেবেবর আত্ম নক্ষই পূর্ণ হ’লো। শতকেব শ্রেব পাড়িয়ে বিন শতকেব এই পূর্বে মহান কবিকে প্রচা নিবেদনেব প্রাণ্য মুদূর্ত এটি। তাঁদের পূ’জন্মক একসঙ্গে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়ে আন্তরিক কবিতাপ্রেমীদের হাতে বুদ্ধদেব বসুর “কবিতা” পত্রিকা “জীবনানন্দ সংখ্যা”টি তুলে দেওয়া। পাঠক স্বতে সেই স্মরণেবর স্মরণ পদ্ধ থেকে বঞ্চিত না হন সেই জন্যে এই ঐতিহাসিক সংখ্যাটি কলকসিমিলি করে ছাপা হ’লো। ফুলের দ্বব পুনর্মুদ্রণ এই গ্রন্থ উৎসর্গিত হ’লো ভবিষ্যৎ প্রজন্মেবর জন্য।

৩০ নভেম্বর ১৯৯৮

দয়মতী বসু সিং

“বিকল্প প্রকাশনী”

**पुष्पायुध कृष्ण**

## रविनाथ

**0-30,50.**

## श्रीसिंहात्मकः

ବର୍ଗମତ ତହିଁ ମୁକ୍ତବାଚ ବସେଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଲବ୍ଧେ ଦୃଷ୍ଟିକଟାର ସୋମନାଥ ବହଦର  
ନିବନ୍ଧନର ମେଧେ ଦୁଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆମେକାଣୀ ଆନ୍ଧାର ଆହୁରିତ ଏକାକୀ  
ଏ ଉତ୍କଳାଧିବା ଜାନ୍ତବନ ।

কবি সুকুমার ঘাঘের ২৪নং অনঙ্গকবীর বৈশিষ্ট্য বিচিত্রকাল থেকে আমাদের টেনেছে। নৈমগের, বাংলা—এমন কি প্রথম যৌবনে যে সব কবি ও নাট্যিকদের লেখা আমার ভালো লাগত, তাঁদের অনেকেই মৃত্যু পক্ষের আগেকার সেই উৎসাহ হাবিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সুকুমার ঘাঘের লেখা—প্রধানত তাঁর কবিতা—বিশেষ করে তাঁর ‘আখোল-ভাখোল’ বইটি সবসময় আমার এক আশা কবি প্রায় সকলেই আগ্রহ এখনও প্রচুর। বইখানি বিশেষ কোনো সময়ে দুই-তিনেও সময়েস্তৌর্য বিশেষভাবে প্রদীপ্ত।

আমাদের এই পৃথিবীর চিত্রকেই আমরা অনেক পৃথিবী বলেছে যেন ;  
 দাখান চোখ দিয়ে স্বভাবত তা বুঝে পাওয়া যায় এমন নয় ; যাকে তা নষ্ট-  
 পড়াইন হানিলের ভিতর : এ'খাই আমাদের দেখান । সেই নয় পৃথিবীর ভিতর  
 কোনোটা যেন এই ভগ্নভেগই তীর খন্ড দুইয়ের মত, কোনোটা কিছু  
 দু'খানার মত অথবা বিছাদিত, এই'কম একে আমরা অনেক বকম । কিন্তু  
 দু'খানার মতের পৃথিবী—'আবোল-আবোলে' যা সত্য । যেরূপে উঠেছে তা  
 ঘোটেই আমাদের চেলাভানা পৃথিবী জিনিস তাই সত্যিই বহু  
 হলেও যেহিঁ পৃথিবী ও যেহিঁ সত্য । এইখানেই কবির দায়িত্ব তাই  
 এ'ক অবস্থায় পড়ি : আমি কোনো মতেই বা বিবেচনা সাহিত্যিকের  
 লেখায় ঠিক এই ধরনের প্রতিকার পাইনি । দু'খানার মতের এই  
 বহুভাবের কথা বহুই ভাষা বাহু ভেদেই বিনয়ের ও আনন্দের ভাষা হয়ে থাকতে  
 হয় ।

আপনার আত্মজীবনী যখন এখানে এসেছে তখন আমি ঘরিশালে  
 ছিলাম না। এখানে এসে কাল আপনারা ৬টি বৈশাখ। এখন আর  
 দ্বন্দ্বের সুযোগে না, আরও অল্প কবির স্মৃতিসত্য উপস্থিত থাকতে না পারায়  
 আমি এক যেনি প্রার্থিত যে কবির আত্মীয় কল্যাণি উপলক্ষে স্মৃতিসত্য  
 আদ্যে থাকতে কুশলেন না আপনারা কাছে এই আদ্য একান্ত অঙ্গব্যব।  
 শ্রীতি নবদ্য। ইতি।

**वीरगन्धर्व दाय**

## নিজনেই হোক সবীন্দ্র



ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସୁବିଧାଗତ

ଗୋଟିଏ

**ଆମ୍ବଲା**

ହେୟାର ଅୟେଲ



କେମି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ କେମି ଚର୍ଚ୍ଚା  
କେମି ଉପକରଣ ବର୍ତ୍ତେ, ମୋକ୍ଷ  
ଏ ଉପେକ୍ଷା ଚର୍ଚ୍ଚାବୀର୍ଯ୍ୟ ।

କାହିଁ ଏହି ଉପକରଣ  
କେମି । କେମି ମୋକ୍ଷ  
କେମି ଉପେକ୍ଷା ବୀର୍ଯ୍ୟ ।

**ବେଥେଲ ବୋଧିକ୍ୟାଲ**  
କଳିକାତା . ବୋଧାୟ . କାଳଧୁର

ফকীরী সাহিত্যের অন্তর্গত ঐক্য  
বস্তুকে এক ষাট

( 1954 A SEASON IN HELL-47 45414 )

[illegible]

## বুদ্ধদেব বহুর যেট কবিতা

[illegible]

প্রেমের ক্ষেত্রে  
ব্রহ্ম কবি।

ଏକକ, ସହାୟ, କେଶାବୀ କୋଶ—ଏହି ତିନୋଟି କାହାଣୀ  
 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୈଦିକାତ୍ମକ କବିତାମଞ୍ଚ ଏହି ସଂକଳନରେ ସଂଗୃହୀତ  
 ହୋଇଛି । କୋଶୀ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ସାଧନ ଏହି କବିତାଟି  
 ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କବିତାରେ ଅନୁବାଦ ଏହି  
 ସଂକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହି ଟିକା

## জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

କଳା ମାଳକ, ବୃକ୍ଷ ମାଳେଲିଲି, ବଜ୍ରହା ମେଘ, ସହସ୍ରବିଧୀ ଓ  
ନାବଟି ସ୍ଥାପନ ଶିଳ୍ପର କବୀଅବତରଣ। ବିମଳ କବିତାମୟ  
ଏବଂ ଅନେକକଳି ଅଳଙ୍କାରମୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  
ମଂଜୁଷ୍ଠି ସାହେବେ । ମାତ୍ର ଡାକା ।

ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ବୁଦ୍ଧଦେବ ବନ୍ଧୁର ସର୍ବାଧୁନିକ କାବ୍ୟାଗ୍ର  
 ନୀତେର ପ୍ରାର୍ଥନା : ବସନ୍ତେର ଉନ୍ମତ୍ତ  
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ପଞ୍ଚାବଳୀର ପଞ୍ଚମତୀ ଶ୍ରବ  
 ବିଷ୍ଣୁ ଦେ-ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା

[illegible]

। नाकाना विधि, उपायन विधिदेखे। अथानो विधान ।  
४१ गणेशचतुः स्थापितिडे, कलकाटा १३



આરામ અને  
જન્ય

ડાનલપ





ছোটো ছেলেমেয়েদের অনিন্দনীয়ক সরল সরস কবিতাবলী।

অনেকগুলি কবিতা এই প্রথম গ্রন্থে সংকলিত হল।

। পৃষ্ঠা ৭৩ ।

চিহ্ন

উষা  
আছাধের পাকা  
মোড়িবিলা  
হাট  
ছোটো নদী  
কোঁকো বাত  
শব্দ  
কিত  
আগমনী  
শৌখ দেলা  
উৎসব  
হুল  
সাব  
নতুন বেশ  
কামিন  
অপত্তা

বি চিহ্ন

চোখের-মোচন  
বনন  
উটো ভাড়া  
এক ছিল বাঘ  
বিষম বিপত্তি  
অস্বাভাব  
কুপু  
উন্টোরাঝাঃ বেশ  
বাগচাড়া  
চবি-ঈকিহে  
চিহ্নকুট  
চলক কলিকাতা  
হুচুহুচু  
হুম্বর-বনেও বাঘ  
চলচ্চিত্র  
পিছারি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু'র আঁকা বহুবর্ণ মলাট। কাগজের মলাট মূল্য ১৫০

শ্রীনন্দলাল বসু'র অঙ্কিত বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট ছাড়া ওয়াই আঁকা  
আরো একখানি রঙিন ও এগারো খানি ছাফ্ টোন্ চিত্রে  
কুহিত, কবির অতিকৃতি-মূর্ত্ত, বাঁকাট, মোচন সংকল্পণ ও

**বিশ্বভারতী**

প্রতিভা বসু-সম্পাদিত ছোটোগল্প-গ্রন্থমালা

নিম্নলিখিত সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| সামান্য জাতির কথা       | ভাষ্যলেখক বসু             |
| হাস্য নদী               | অনুবাদক রায়              |
| বেল-সাইন                | কাব্যকৌশল্য চট্টোপাধ্যায় |
| অলঙ্কার                 | প্রতিভা বসু               |
| অভাবের কথা । মেঘ-মুক্তি | পূর্ণনন্দ দেবী            |
| বেদান্তী বসু            | বিদ্য বসু                 |
| মুদ্রিকা                |                           |

একটি কি দুটি পাখি

বুদ্ধদেব বসু

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ।

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ১-১, অন্যান্য প্রতিটি ১/২

মাত্রা বহু

বুদ্ধদেব বসু-র কাব্যগ্রন্থ

দ্বয়সত্ত্ব ও অন্যান্য কবিতা

মামিনী দাস অঙ্কিত চিত্র প্রচ্ছদ । মামিনী দাস । ২৫০

কবিতাভবন প্রকাশিত

বাংলা

বৈশাখী

২৫, ৩৫, ৪৫ ও ৫৫ পৃষ্ঠার অল্প কিছু কপি অবশিষ্ট

আছে । মূল, কবিতা, প্রচ্ছদ ও চিত্র

সংকলন । মূল্য বাক্যে ২০, ২৫, ২০, ও ১০-

মাত্রা বহু

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী ঐতিমিউ, কলকাতা ২০



কবিতাসভ্যম মাট্যপরিষদ-এর

চতুর্থ অধুষ্ঠান

মালিয়া

দ্বীপ্তমাখের কোটোমত অবলম্বনে

রচনা প্রতিভা বসু ও বৃন্দসেব বসু

মনিষাও, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭. সভ্যা হু-টা  
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হল, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা

কেন্দ্রীয় সভাপতিত্বের অধীনে

সভ্য সভ্যব নিম্নোক্ত কবিতাসভ্যে জ্যেষ্ঠ।

'কবিতা'র গ্রাঃ কবির অগ্র তথ্যসমূহ

বিশেষ ব্যবস্থা আছে

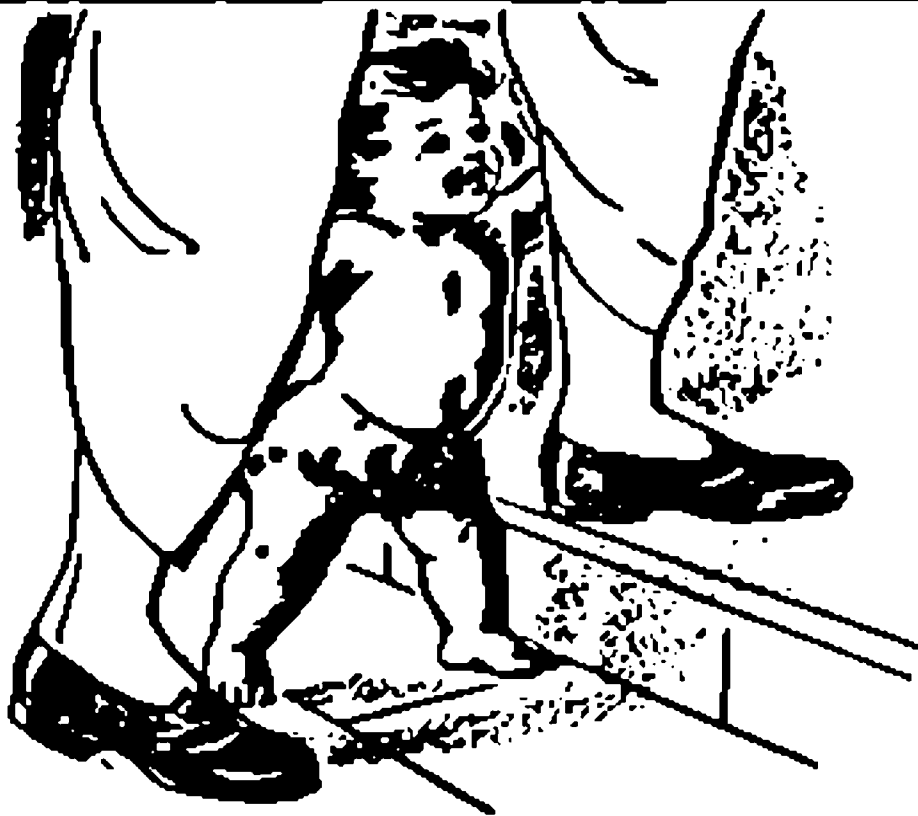
— প্রবোধনা —

প্রতিভা বসু

কবিতাসভ্যম

১০২ বাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ১৯



## ভবিষ্যতের ভূমিকা

স্বাভ-উন্নয়ন সংস্থা নামানিক খেয়েই পানীয় পুষ্টিগুণিত জীবন  
 বাতায় আত্মল পরিবর্তন হচ্ছে। স্বাক্ষর স্বাক্ষর বিধা পতিও  
 কতি আকর্ষণে উপযোগী করে তোলা হয়েছে। পানীয় পুষ্টি  
 বাতায় উন্নতি, লাতাকটে মিষ্টান্ন, বিস্তৃত পানীয় জল পানীয়  
 এবং পুষ্টি-কলেক, হাসপাতাল প্রকৃতি স্থানীয় কাক উত্ত  
 পতিগুণ এখানে এসেছে। পানীয়-কলেক আত জাতীয়-জীবনের  
 আত পলেই পুষ্টিগুণ লাভ করেছে। প্রতি আটটি জাতীয় মনো  
 অতন্ত একটির পানীয় উন্নতি সাধন করে তাকে জাতীয়  
 পুষ্টিগুণ ভবিষ্যৎ পটভূমিকা স্বাক্ষর উপযোগী  
 করে তোলা হচ্ছে।

**চ**

কব-কলসতার মনো-কেন্দ্রেই প্রমো-  
 জমীর, কেন্দ্রে প্রমো-কেন্দ্রে মনো-  
 সন্তক ও সন্তক করে পুষ্টিগুণ এই  
 পানীয়গুণ. প্রতি. অতন্ত



इन्द्रावत राम

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা

## কবিতা

সৌম ১৩৩১

উদ্বিগ্ন বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

অধিক সংখ্যা ৮০

## জীবনানন্দ দাশ

বুড়ুঘরের বন্দু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে তপাত্তবিশিষ্ট হ'লো। ত'হোপোকার খোলস খ'বে গেলো, বেরিয়ে এলো কলকালীন প্রজাপতি। কিন্তু তুম্বান্ন কণিক খ'লেই কোনো কিছু উপেক্ষণীয় নয়, কাচো হাতো অল্প সময়েরেই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ত'রে বিবেই সে বিচার নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে দীপ্তিমত্তা বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র মজলুম ইসলাম, আর অচিন্ত্যসুধার—ধীরে 'বেবে', 'টুটা-কুটা' সরেযায় বেরিয়েছে—উৎকণ্ঠ বলা যায় সস্ত-সমাপ্ত। এই দু-জন ছাড়া অল্প সতর্কতাই ছিলেন আদর, অত্যাসর, উপক্ৰমণিক; বুড়ুঘর পাঠকলম্বাঘের সঙ্গে তাঁদের অপরিচ্ছদের ব্যবধান শুধুনো ক্ষেত্রে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্প্রায়ক দু-জকে বাহু দিয়ে—ধীরে গঠনা দখলেরে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিকু বে।

বিকু বে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'জামল কিয়' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ হস্তের কোনো কবিতা। তাকপর বনামে ও বেনামে, গল্প ও গল্পে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জল করেছিলো। তাঁর দাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমস্তম্ভ অব্যাহত, সোকে তাঁর বনামকেই বেনাম খ'লে কুল করছে, অনেকেরই বিশ্বাস করছে না 'বিকু বে'-এর মতো সংকীর্ণ, জুজীয়া নাম খাতর কোনো দাহুঘের পক্ষে সম্ভব।

## কবিতা শেখ ১৯৯১

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আখ্যায়িকা লেখা হয়েছিল। কবিতাটিতে এমন একটি ছন্দ ছিলো যা শুধু লেখকের নাম কুলেতে পারিনি। 'এগতি' ছন্দ বেয়েলো, আখ্যায়িকা আখ্যায়িকার সঙ্গে এই লেখকের আখ্যায়িকা জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উক, অল্পমাত্র প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আখ্যায়িকার, তার কবিতা ছন্দ একটির পর একটি পৌছতে লাগলো, যেন অল্প এক জগতে এসেছে কবিতা—এক সাতা, দুই, আলো-ছায়া অল্পমাত্র স্পষ্টতর হস্তময়, স্পষ্টময়, অতি-স্বল্প-ইতিহাসেই অল্প—যেখানে নতুন নিয়মগতনের পথইহুত সোনা বা, বাছের পাখনার কীকতম স্পষ্টতর কবিতার পথের অল্প আখ্যায়িকা হ'য়ে আসে। এই চিত্রিত্যের নতুন কবিতা অতিনন্দ আখ্যায়িকা বহু হস্যম আখ্যায়িকা।

'এগতি'র প্রথম বছরের ধোঁয়াসে সেটী আখ্যায়িকা অনির্ভরযোগ্য জাতীয় কবে অনেক আগেই অল্পমাত্র হয়েছিল, অল্প কোথাও তা স্পষ্টতর কবিতা পারলাম না। নতুন পূর্ণমাত্র থেকেই জীবনানন্দ লেখা সেখানে বেয়েলো এই কবিতা একটি বাহ্যিক আছে আখ্যায়িকা, কিন্তু প্রথম বছরে কোম-কোম লেখা বেয়েলো সেটা স্পষ্টতর যেন আনতে পারছি না। পূর্ণমাত্র তার মধ্যে ছিলো '১৯৯০', 'নিগামিত গান' আর 'অনেক আখ্যায়িকা'। সৌভাগ্য, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আখ্যায়িকা হাতেই আছে, আর তাতে—এখন পাঠ্য উল্লেখিত প্রায় অল্প হ'য়ে গেছে—প্রথম লেখা বেয়েলো 'সহজ', 'পরম্পরা', 'ভীনে', 'অল্পমাত্র হাতে', 'পূর্ণমাত্র' (পরম্পরা নাম 'নির্জন ব্যক্তি'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অল্পমাত্র গান'। 'দুই পাঠ্যসিপি'র স্পষ্টতর কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'ক্যালেন্দার', 'পরিচয়', 'দুই পাঠ্যসিপি' 'কবিতার আর কোনো-কোনোটি 'দুই পাঠ্যসিপি' বেয়েলো, কিন্তু অল্পমাত্রই প্রথম প্রকাশ 'এগতি'তে, তাই এ প্রকৃতির আখ্যায়িকা নিজেই জীবনের একটি অল্প হ'লে যেন হ'য়ে আখ্যায়িকা। প্রথমত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক কবিতাগুলি দীর্ঘ কবিতাটি 'দুই পাঠ্যসিপি'তে নেই, পরম্পরা অল্প কোনো প্রকৃতির প্রকৃতির হয়নি।

## কবিতা

খণ্ড ১২, সংখ্যা ২

'প্রগতি'তে, তুমি প্রকাশ করা নব, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকে লক্ষ্য ছিলো আমার। তার সঙ্গে মনে যথোই তানিধ ছিলো, বাইরে থেকে উদ্ভেদনারও অভাব ছিলো না। বেশির মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো স্বেচ্ছা, প্রতিজ্ঞা, অপরিমিত, অনবরত বিক্ষোভ। ধারা দুঃস্বাদনা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যে। মহাজনি কাঁদবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো বরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লওনে-পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা করানি করান আর এক লাইন প্রাণিরান জানেন। তুলনার আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সংবাদ্য উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু কেহু সঙ্গারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, কেহু কিছুকম লক্ষ্য কথাকে খীটেই আর পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পাক্তি করার মতো অসম্মত হবে, তাই আমরা ধরে যাইনি, কেহে যাইনি, স'রে যাইনি, ঠাকিয়ে ছিলার পরস্বর্ণের সাহায়ে, কিছু-কিছু প্রত্যাশারও বিয়েছিলাম। সেই ধু-বহর বা পাড়াই বহর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি . বাহাদুরবাবু লিখে হয়েছিলাম, তুমিও সন্দর্ভভাবে নিয়ে কথটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষে কথার দিকেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রমণের কথা বিবাক হ'য়ে উঠেছে, আর ইতঃ রসিকতার অস্ত্রাদে বেধা যাচ্ছে শান-বাঙা লাগ-লাগ ঠাক, কালচে মোটা ঠোঁট, ঐশ্বরী বস্ত্রধারণের সমাঃ হুঃশাসনের ঘূণিত, লোদূপ, দার্বিকাম ধুট্ট। এই বকম আক্রমণের অস্ত্রতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, যাতে আমার যেমন উদ্ভেদনা হ'তো নিজের বিবরে মত্তবা প'ড়েও ভেদন হ'তো না; কেহু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর কেহু তিনি ক্ষিপ্র ছিলেন সব অর্থে বহুর, কবিতা ছাড়া সব ক্ষেত্রে নিশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিবরে বিক্ষোভের প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দের প্রসঙ্গ, সম-সাময়িক অস্ত্র লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়। তাঁর অনেকটা কখনই যে প্রতিবাদ দে-কথা তাবতে আম আমার বাতাপ

## কবিতা

শৌৰ ১৩৬১

লাগে। অসমত আমি অচিহ্নেই দুৰ্ভেদিত্যৰ বে প্ৰতিভাৰ দানেই শক্তিৰ  
অপব্যয়, আৰু পৰৱৰ্তী দীৰ্ঘকাল ধৰৈ সেই অপব্যয় মৰ্ত্ত্বপ্ৰণে এড়িয়ে গৈছিলি,  
কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসম্বন্ধে এই প্ৰশ্নক উত্থাপন কৰিতে হ'লো, আন-হ'লে  
সেই দৰৱ্যকাৰ সম্পূৰ্ণ হুণিষ্ট পাওৱা ধাৰে না। আৰু নতুন ক'ৰে অৱশ্য কৰা  
প্ৰয়োজন যে জীৱনানন্দ, তাঁৰ কবিতাজীৱনৰ প্ৰসূপাত্তে, অসুস্থতাৰ নিশ্বাস  
যাৰা এখনতাবে নিশ্বাসিত হুণেছিলেন যে তাৰেই ভিত্তি কোনো-এক  
দৰৱ্যে তাঁৰ জীৱিকাৰ কেত্ৰেও বিস্তাৰ হুণেছিলো। এ-কথাটা এখন আৰু  
অপ্ৰকৃত নহে যে 'পৰিচয়' প্ৰকাশনৰ পৰে 'ক্যালেন্ডাৰ' কবিতাজীৱন সৰ্ব্বত্বে  
'অজীৱতা'ৰ নিৰোধ এক হুণেৰা অতিৰিক্ত এখনতাবে হাটু হুণেছিলো  
যে কলকাতাৰ কোনো-এক কলেজৰ চুচিৰাধুৱত অধ্যাপক ঠাৱে অধ্যাপনা  
কেত্ৰে অৱসাদিত ক'ৰে যেন। অসমত প্ৰতিভাৰ পত্তি কোনো বৈৱিচিত্য  
যাৰাই কৰা হ'তে পাৰে না, এখং পৃথিৱীৰ কোনো জন কীটন অথবা  
জীৱনানন্দ কখনো নিশ্বাস ধাৰে দুৰ্ভা যান না—তু নিশ্বাসেই চিহ্নিত হ'লে  
যাকে দুৰ্ভাৰ, দুৰ্ভাৰ উদাহৰণস্বৰূপ। যাকিন সেৱক হেনৱি মিল্য  
একখানা ধৰি লিখেছেন, যাৰ নাম 'Remember to Remember'। এই  
নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাৰেৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক দাবিৰেৰ  
বহু একটা অংশ হ'লো যেন হাৰা। জীৱনে বেখানে-বেখানে দুৰ্ভাৰেৰ  
পৰ্ণ পেৰেছি নেটে। যেমন অৱশ্যোগ্য, তেমনি বেখানে দুৰ্ভাৰেৰ পৰাৱৰ্তী  
বেখনাৰ নেটাকে বেৰ দুৰ্ভাৰেৰ হুণেৰা দাৰ্জীৱীৰ ধ'লে যেন না কৰি। যেন যেন  
যাৰি, যেন যাবতে কুলে না যাৰি।

২

'প্ৰতিভা'ৰ পাতাৰ জীৱনানন্দৰ কবিতা বিক্ৰে কেসৰ আলোচনা বেৰিৱেছিলো  
তাৰ কিছু-কিছু অংশ এখানে কুলে বেৰাৰ লোভ হুণে। আমি খীকাৰ কৰিতে  
যাৰা যে এই উদ্ভৃতিগুলিৰ সেৱক আৰু বৰ্তমান প্ৰবন্ধকাৰ ইতিহাসিক অৰ্থে  
একই ব্যক্তি, এৰ বচনাতকি, আৰু সেৱাৰ হুণে ইংৰেজি নহেৰা অৱিল  
হুণেৰাৰ বেৰে আৰু আমাৰ কৰ্মকুল আবৃত হুণে। তু, নব মোৰ দৰৱ্য,

## কবিতা খণ্ড ১৯, সংখ্যা ৫

অনেকদিন অল্প কামনে খাবার্য্য হইতে পারে : প্রথমত, এতে যোজ্য থাকে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দের কবিতা। কী-রকম ভাবে সাক্ষাৎ হইলেন। দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা যোজ্য নকশেও এগুলো কিকিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাহু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অভ্যুত্থান বাবা আবিষ্কার করেছেন বলে' আশঙ্ক্য মনে হয়। তিনি এ-পৰ্য্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর মৃত্যুর প্রতি অনেকেই বোঝে হয় বিমূৰ্হ :—অভিভাব্যবাহু মত তাঁর প্রতি মতো অনন্য। imitator কোটে নি। তাঁর কাব্য বোঝে হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের মতো উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ :... তাঁর কবিতা একটু বীরে-বীরে পড়তে হয়, এবং আন্তে-আন্তে দুতরে হয়।

জীবনানন্দ বাবুর কবিতায় যে-দুটি আগাগোড়া বেজেছে, তাঁকে ইংরেজ মহালোচকের ভাষায় 'rebirth of wonder' বলা যায়।... তাঁর হৃদয় ও মনোভাবনা, উপলব্ধি ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অক্লান্ত" বলা যায়।... তাঁর প্রবাস বিশেষত্ব আশঙ্ক্য এই লক্ষ্য করি যে সাধুত্ব মত বস্তুদৃষ্টি সত্য এড়িয়ে চলে' তবু দেশের মত ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব মত হয়ে পড়েছে—তাঁর অল্পকথন কথাকথন বলে মনে হয় না।... [তিনি] এমন সব কথা বলাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় বেগেতে আশা করে নি—বদ্য, "কৈকেয়ী," "নটকান," "নেমিক", "খুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ণ বাতর্য্য একেছে সে-কথা আগেই বলেছি। তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের ভক্ত তিনি একটি আগাছা ভাষা তৈরী করে' নিতে চেয়েছেন, এ ভক্ত তিনি গৌরবের অধিকারী। • • •

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পারেন সব থেকে বাবার মত পৰ্য্যন্ত আগাগোড়া রোমাঞ্চিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমের বিরোধে antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমের বাবু বাতর্য্য অগভীর সকল ভক্ত। ও কুস্মিতা সবচে' সম্পূর্ণ লভ্য, বাতর্য্য জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।... জীবনানন্দবাহু এই লক্ষ্যের অতিশয় আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আশাভের হাত ধরে' এক অপূর্ণ হৃদয়গোকে নিয়ে যান :—সে বাতর্য্যই হয়-তো আশঙ্ক্য কোনোদিন



## কবিতা নৌৰ ১৩৬)

বাহে বেবে থাকবো।...[ সেইকভেই ] আদি বলেছিলান বে তাঁর কবিতার "reassurances of comfort" ঘটেছে। • • •

[ তাঁর ] হৃদয় অসম্ভব হ'লেও "বলাকা"ও হৃদয়ের সঙ্গে এর পার্থক্য জানেই বলা গড়ে ;—"বলাকা"র চকলতা, উদার জনযোক্তের মত তোক এর নেই,—এ বেন উপসাহত ময়র যোতখিনী—যেবে-বেমে, অজস্র জ্ঞানও কথার বাবে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস প্রতিভা ব'য়ে চলেছে। এর জুহু উপসাহতের ডাক। নেই, আছে একটি যুহু অবশেষের জাতি। এই হৃদ বেন বতহুৰ বেবে আশাসের কানে ভেসে আসছে। • • •

তীব্রমানবধাৰু...বহু কবিতার...পরমবিশেষকর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সেই কবিতাগুলো সব বৃহৎ বড়ো আকা, তাঁর কবিতার ৫০০ আগাগোড়া subdued।...দুটোতরতপ এই ক'টি লাইন বেবা থাক—

আমার এ গান  
তোমোখিন তমিবে না কুখি এসে,—  
আমি জানে আমার আহ্বান  
ভেসে যাবে পথের হাতাসে,—  
তহুও যববে গান আসে।  
জাতিবার কান  
তহুও কুখি না আদি,—  
তহুও কানোযান  
যেমে থাকে জাতি।  
পৃথিবীর কানে  
বতহুওর কানে  
তহুও বই গান।  
তোমোখিন তমিবে না কুখি কান,—আদি আদি—  
আমি জানে আমার আহ্বান  
ভেসে যাবে পথের হাতাসে  
তহুও যববে গান আসে।

এখানে বেন কথা শেষ হ'বেও শেষ হয় নি;—সব কথা কুরিয়ে সেলেও তাঁর বিদ্যার হুগটি পাঠকের মনকে কেন ভাসে করবে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার...কলে গোটা কবিতাটি বেন চুই করে বেমে যায় না, অজস্র পাখার মত জলন করে ভেসে যায়।

( 'এসতি'—আখিন, ১৩৩২, সম্পাদকীয় মন্তব্য )

## କବିତା

ବର୍ଷ ୧୦, ନାମ୍ବ୍ୟା ୧

- ଅନିଲ । • • • ଆଜକାଳକାର ଏକଟି କବିର ଲେଖା ପଢ଼େ' ଆସାର  
ଆସା ହେଉ, ଆସ ଯେନି ସେନି ଯେନି, ହାତଟା ବଢ଼େ ଆମରେ ।
- ହରେନ । କେ ତୁମି ?
- ଅନିଲ । ଜୀବନାବଳ ସାମ ।
- ହରେନ । ଜୀବନାବଳ ସାମ ? କବିରୋ ନାମ ତୁମି ନି ଜୋ !
- ଅନିଲ । ଜୀବନାବଳ ବଡ଼, ଜୀବନାବଳ । ନାମଟା ଆନେକକେହି କୁଳ ଉଚ୍ଚାରଣ  
କରନ୍ତେ ତୁମି । ଶ୍ରୀର ନାମ ନା ମୋନେହାରି କବା ! କିନ୍ତୁ ତୁମି  
ସେ ଏକଜନ ଶାନ୍ତି କବି ତା'ର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳ ଆସି ଡୋରାଡ଼େ  
ଶ୍ରୀର ଏକଟି ଲାଟିନ ବଳଦ୍ଵି—'ଆକାଶ ହଜାରେ ଆଲୋ ନୀଳ ହେ  
ଆକାଶେ-ଆକାଶେ ।'...ଆକାଶେର ଅନ୍ତର୍ହିତ ନୀଳିହାର ସିମ୍ବ-  
ସିଦ୍ଧିତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳ ହସିତେ ଏକଟି ସାଫ ଲାଟିନ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି—  
ଏକେହି ବଳେ magic like । ଆକାଶ କବାଟୀର ପୁରସ୍କାନ୍ତି  
କବିରୋ କବିରୋ ହସିତେ ଏକକାରେ ଲାଟି, ନୀଳିହାର ହେଉଛି ;  
ନୀଳିହାର ହୁଳା-ବୋହେର ଏବଂ ପରିଚର ହୁଏ କବି ବାଢ଼ାଣୀ କବିରୋ  
ସିରେହେନ ।
- ହରେନ । ( ଅନିଲଙ୍କୁ ଦେଖି ) ଲାଟିନଟି ତାଲୋ ବଡ଼େ ।
- ଅନିଲ । ଏହି କବି...ଓଡ଼ିଆର ଶାଢ଼ୀ ଅବଳବଳ କରେ ଆମାରେର ବଡ଼ବାବଜାଜନ  
ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜକାଳକାର କବିରେର ହେଉ ଶ୍ରୀର ଶାଢ଼ୀ ନା ଡେର  
ବାବାବିକ । ନୀଳ, ନିରାଳକାର, ସେବାଜା ଶାଢ଼ୀର ଏକଟା ଓଡ଼ିଆ  
ଓଡ଼ିଆବଳ ତୁମେ ? ତୁମି ବାରି ଅହମତି କରନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ଦେଖେ  
ଜୀବନାବଳ ଏକଟି କବିତାର ବାରିକଟା ପଢ଼େ' ମୋନାହି ।
- ହରେନ । ତୁମି ?
- ଅନିଲ । ( ମଝିଲ ) ।

ହୁମି ଏହି ଶ୍ରୋତା ବାଢ଼ାଣ,  
ବାଢ଼ାଣେର ମିଛୁ—ଓଡ଼ିଆ,  
ଡୋରାଣ ବଡ଼ନ କେଡ଼ି  
ବାଢ଼ି ଆସ ।  
ଅନ୍ତକାର—ସିମ୍ବାକାର  
ବାଢ଼ିବାରେ  
ହୁମି ଆସେ ଆସେ  
ନୀଳିହାର ବାଢ଼ାଣ,  
କବିରେ ସିମ୍ବାକାର  
ସେବାଜା ବାଢ଼ାଣ,  
ଓଡ଼ିଆ ବାଢ଼ାଣ—ବାରିକ ଅହମତି ବାଢ଼ାଣ,  
ବାଢ଼ିକାର ବାଢ଼ାଣ ବଡ଼ନ,

## কবিতা শৌখ ১৩৬১

হাতের ব্যতান কুঁচি—হাতাশের দিহু—চেঁটে,  
তোমার মতন চেঁটে  
মাই আর।

এই paragraphটিও একমাত্র weak point হচ্ছে কবির কথাটা।  
তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। একে melody না বাক, music আছে—  
একটা ছাত্র উদাস প্রবাহের meandering। বেয়ে-বেয়ে পড়তে হয়—  
তবে দুইটি কানে বরা পড়বে। যেমন—‘হাতের, হাতাশে কুঁচি।  
হাতাশের, দিহু, চেঁটে। তোমার, মতন চেঁটে। মাই আর।’

সুবেশ। তা তো বৃত্তপাশ, কিন্তু ‘হেঁচা বেহ’।

অনিলা। ঠিকট—বেহ কথাটা এখানে সবুজ হয়নি।...পর্যায় কথাটাকে  
তো ত্রিভিট [ কীর্তনানন্দ ] জায়ে কুণে’ দিয়েছেন। তবে  
তের কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুবেশ। তের লম্বা আগতি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু হেঁচা !

অনিলা।...হিহ না বললে মানে যোকো না নাকি ?

সুবেশ।...হেঁচা তুলেই হাসি পায়।

অনিলা। অনভ্যাস। ‘সহে’ গেলেই এম সৌন্দর্য বরা পড়বে। তাহলে,  
এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সঙ্কুত  
আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সঙ্কুতের সঙ্গে বাঙলার নাকি  
বাবন বহুভাষা হিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ  
স্বতন্ত্র, সাধারন ভাষা—তা’র ব্যাকরণ, তা’র বিধি-নিয়ম,  
তা’র spirit সঙ্কুত থেকে আলাদা।...অবশ্য, আক্ষরিক  
বিষয়, বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সঙ্কুত কবিতার প্রতিই  
পক্ষপাত রেখেছে, সঙ্কুত conventionগুলো এখনো কান্নিয়ে  
উঠতে পাচ্ছেনি। আমাদের কবিতার এখনো দৃষ্টিভঙ্গি  
হাতাশের-পানে দাঁড়িয়ে কেন আলুসিত ক’রে বের, দুহুয়ে দুখ  
বেয়ে, চরণ অলঙ্কারিত করে, গুণ ও দ্বিতম পদ্যের শোভ।  
আমাদের নাকি-কানের এখনো হাতে লীলাকলসলসকে বাজ-  
কুন্ডলবিজ্ঞ ইত্যাদি, বহিঃ ও-মহ ক্যানোন বেশ থেকে  
বহুভাষা উঠে গেছে। সঙ্কুতের দ্বারা এই কাতালগনা করে  
আর কতকাল আরও সঙ্কুতাবাকে ছোট করে রাখবে ?  
আমাদের কুল কীর্তনানন্দ বাস দুকুতে শেখিয়েছেন বলে  
কনে বরা, তাহাকে বহুভাষ্য খাঁটি বাঙলা করে তোলাবার  
এই তার হতে বেলা বরা। তিনি সাহস করে’ লিখেছেন ;

ସମ୍ପାଦକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବିହାରୀ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣୋପାଖ୍ୟାୟନାମ ।

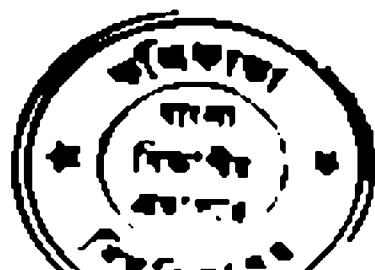
ତୁମେ ହୋଇଛ—ତୁମ୍ଭ ହୋଇଛ କେମ ? ଆମେକେବଟି—ନାମି  
 ନାସେ, ବଳବେ—‘ଆତ୍ମା—ସାଧ—ଏ ଆସାର ତୀ ?’ କିନ୍ତୁ ଏ  
 ନବ ଗୁଣେ ମନେ ନିବନ୍ଧେ ନାହିଁ, ମୁଖେ ବଳବେ ପାରି—ଆତ୍ମ  
 କବିତାରେହିଁ ନିବନ୍ଧେ ନାହିଁ ନା ? କେବେ କବିତାରେ ଆତ୍ମାଲାଭ  
 ଆତ୍ମାଲାଭବୋ ନା, ବିହୀନାକେ ବିହୀନା ?...ହଉ କହା ଆତ୍ମାବେଶ  
 ମୁଖେର ହାସ’ର ହାତ ମେରେହେ...କାହାମଧ୍ୟରୁ ବେଳେ ହାତେର  
 ଏକବେଳେ କରେ’ ବେଳେ କେବେ ଆସିବା ଆତ୍ମାବେଶ କବିତାରେ ଏକ  
 ବିମୁଳ ନବ-ମନ୍ତ୍ରର ବେଳେ ସକ୍ତିତ ହଉଛା ? ଯୌବନ ଆସାର  
 ହିତାବେଶରେ ବାସନା କରେ’ କବିତାରେ ସାତାବିକ ଏ ମହତ୍ତ୍ବ  
 କରେ’ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ନା କେବ ?...ଆସି ହୋଇ ନାମି, କବିତାରେ ଆତ୍ମା,  
 ଜୀବନାବେଶ କବିତାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ବାସନା, କାହାଣୀ ତା  
 ସାତେନା ସାତା ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଏହା ।

( 'ଅମୃତ' - ଭା. ୧୫୬, 'ବାଘା କାହୋର କବିତା' )

[illegible]

400152

19241



শ্রী ১৫৩

কিন্তু এই সবই কান্দা কুতি, এদের মধ্যে কোনো বাস্তবাবিকতাও নেই।  
আমল, কীমানতের বতাবে একটি দুর্ভিক্ষের দৃশ্য ছিলো—দে-অভিনয়িত  
আমলোকা তাঁর কবিতার, তাই ফের বাস্তবিকতা নিয়ে থাকতো। সব সময়—  
তাঁর ব্যক্তির অভিক্ষেপ করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সবসাময়িক  
অন্ত কোনো পারিভাসিকতা না। এই দৃশ্য তিনি দেখে পর্বত অঙ্গ বেবেছিলেন,  
তিনি বা তাঁর বয়স আগে সন্তোষের ক্ষেত্র দিয়ে তাঁকে বেড়াতে  
বেষতায়—আমি হস্তে পিছনে চলেছি, এখানে দিয়ে কথা বললে তিনি

## কবিতা

বর্ষ ১৯, পৃষ্ঠা ৭

খুশিও হতেন, অশ্রুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার প্রবর্তে  
সেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও গড়েছি কখনো-কখনো, ওঁর নির্জনতা  
ব্যাহত করিনি। কখনো এনে বেশিকণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রের ওঁর  
শেই স্বকম স্বচাষ দা-কোঠ। অবশ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে ওঁর সঙ্গে  
আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাদৃশ্য ছিলো বিরাটসীম ; বেগানোনার  
স্টেটু হয়েছে ওঁর চাইতে অনেক বেশি পচীর ক'রে ওঁকে পেতেছি ওঁর  
সচনার মধ্যে—যার অনেকটা আশ্রয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই  
ব'টে গেছে। এই সময় পটিন বছরের মধ্যে নিখিল করিনি ; 'কবিতা'  
প্রকাশের অন্তিম পুঙ্খা ছিলো আমার পক্ষে একমুহুরে তিনটি-চারটি ক'রে  
পাঠানো ওঁর নতুন কবিতা পড়া ; আনন্দ পেয়েছি 'মুসর পাতুলিনি'র প্রক  
বেবে, 'এক পতঙ্গের একটি' প্রকৃতির 'বনলতা সেন' প্রকাশে ওঁর দৃষ্টি  
পেয়ে, ওঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, ওঁকে আশ্রিত ক'রে। বাংলা কবিতার  
যতগুলো পত্রিক বা তরক আমার বিবর্ধমান বিবর্ধনপত্রিক এখনো হারিয়ে  
কেনেনি, কিংবা পরিচয়মান কতি বর্জন করেনি, যেতগৈরিক আমি বহু বছর  
ব'রে অনেকটা স্বকাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আনছি, ওঁর মধ্যে  
আবদানবর পত্রিকার লুপ্তা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার  
মনে, অথ অনেক পাঠকেরও মনে—তাবী কালেক বেঁচে থাকবে, তমু আত  
এই কথা কেবেই ছুঁব করি যে আমার পক্ষে অসম্বিতিত শেই বাহ্যিককে  
আর চোখে দেখবো না—কখনোই না।

৩

আবদানবর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি ;  
আজ আবার প'কে আরো কিছু নতুন কথা আমার করে আছে। এ-বিষয়ে  
কখনো নেই যে ইচ্ছায্যবাহের আহবানতো তিনি অতুলসীম, কণককতাই ওঁর  
কল্পিতকন—আর এ-সব কথা পাঠকবহলে ছন্দোবদ আলোচনিক হ'য়ে  
গেয়ে একতরনে। কিন্তু ওঁর কবিতার মধ্যে দুটি ব্যক্তি বেসংকে পাতাল হয়ে  
আমার ওঁর পাতালবদ পত্রিকার ক'রে রয়েছে। একজনকে আমার প্রসবে

## কবিতা শেখ ১৩৬১

প্যারি যে-সব কবিতা বিভিন্ন বর্ণনা, অথবা স্মৃতিস্মরণীয়, অল্পবয়স, নবজন্মজিহ্বা প্ৰকাশিত : যেমন 'বুড়ার আগুন', 'অবসরগর মান', 'হাওড়ার ঘাট', 'খান', 'বনলতা সেন', 'মহা নির্জন হাট'—বাঁচক আবেগ অনেক ক্ষেত্রে নিজে গারবেন—আমি 'নির্জন হাট' বা '১৯৩৩' বরেন্দ্র প্রেমের কবিতাকেন্দ্র এই অর্ন্তকৃত কর্তৃত্ব চাই। অল্প বিবেক আছে যে-সব কবিতা বনলতায় প্ৰস্তাবন অথবা হেবডার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বনলতাক্ষেপেছন, যেখানে কবির আবেগ ঘাইবেক অগতঃ প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছে, চিত্তের সঙ্গে প্রবৃত্তি হ'য়ে আবেগ নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য কবিতা 'বোম', 'ক্যান্সন', আর সেই লাল-কাটা বরের আশ্রয় কবিতাটি, যার নাম যেহা হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কবিতাটি লাইন'তে বলা যায় 'বোম'র সৌ-কবিতা—কুটিট কবির স্বপ্নোক্ত—একমুখিতে কবি নিজের পক্ষের বিষয়ে সচেতন হ'য়ে বোম্বা করছেন তাঁর নৃত্য ( 'কোট বাহা জানে নাই - কোনো এক রাই, —আমি ব'হে আমি' ), ব'লে বিজ্ঞান তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ( 'উৎসবের কথা আমি তহি নাও', পক্ষি নাও' চূর্ণনার মান...তনি শুধু দৃষ্টির অজ্ঞান' ), আর বিতীর্ষটিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের সঙ্গে শীতিল স্ত্রি, তাঁর 'বোম' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিতাটি, যার ডাক্তার 'সকল লোকের হায়ে ব'লে আবার নিজে হুহানোহে আমি একা হয়েছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগপূর্ণিত যেহনামর বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, লাভ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়েই সত্যের মতো মনে হয়, যেখানে আলো হানে, ছায়া বন, হুহানার পথে ফুলে আছে ( 'বাঁচের গন্ধ', 'হাট, চিল', 'বনলতা সেন', 'ছকি বছর পড়ে', 'সম্মালা' ), বিতীর্ষত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রথম অধ্যয় নিবে প্রকাশ পেয়েছে ( 'অবসরগর মান', 'খান', 'নিজার', 'সিদ্ধ-দায়স' ), আর তৃতীয়ে, যে-সব কবিতায় একাধারে যনি পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রোহ আর হান্তি, কান্তি আর অবজ্ঞান। এই সেব্যোক্ত প্রবীণ মনো 'বুড়ার আগুন' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা আলো পক্ষীপ্রতিষ্ঠা এই চিত্রনাট্যটিতে 'হিজলের আনন্দায়

## কবিতা

বর্ষ ১৯, পৃষ্ঠা ৬

আলো আর সুগন্ধি'কে যদিও একবার বেলা দাঁড়, আর 'বানের গন্ধের মতো  
সুগন্ধ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর লক্ষ্যাত নৈশতার  
দিকেই, পড়তে-পড়তে আশাভের মন বাহে-বাহেই ছাড়াবার পাড়তার মতর হ'বে  
আগে। আহি তাবছিনায় 'হাওহাও হাতে' বা 'অন্তকার'-এর মতো কবিতার  
কথা, যেখানে ডাঙা-ভাঙা অস্তকারের কথা বলতে-বলতে কবির ক্রম  
'বিস্তারিত বসন্তের বোজের আগ্রহে' ক'বে যায়, যেখানে 'অন্তকারের  
সাহায্যে অস্তর হুত্বাও মতো মিনে থেকে' কবি হঠাৎ 'তোরের আলোর দুর্ভ  
উজ্জ্বল' ভেগে ওঠে, সেখানে পান 'হস্তির আতানে দুর্ভ' আর 'হুত্বের  
বোজের আতান এই পৃথিবী'। তাবছিনায় 'এর নির্জন জাতে'র বিস্ময়  
পঠনের কথা—কবিতাটির আন্তর অস্তকারে, তার পটভূমিকাই কান্তনের  
অন্তকার, অস্তর পেছের আগ্নে 'হস্তির বোজের বিজুড়িত বেগ' আর 'হস্তির  
পেলাসে উত্তরুয় মত' আশাভের মন এমন একটি প্রবীণ সৃষ্টিতে অতিবাস্ত  
হেবে যায় যে মনেই হ'বে না পুরো কবিতাটিকে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া  
অন্ত কোনো প্রদম আছে। যেমন 'হাও, চিলে' সুগন্ধবেলাতেই সজা নেমে  
আসে, তেমনি 'হাওহাও হাতে' অস্তকারটাই আলোর উজ্জ্বল উত্তরেলে হ'বে  
উজ্জ্বল—'হুত্বের আগ্নে'র হস্তিরলোহ মতো এ-সব ছবি সম্মতিষ্ট নয়, ডাঙা  
কবির তাবনা-বেহনারই প্রতিফলন।

৬

আলোচনার আলো অনেক বেশি আছে। যেখানে যেতে পারে, হস্তির  
নক্তি তার হাতে কী-রকম আশ্রয় আর গভীর হ'বে উঠছিলো  
'সোমার শিকল দুর্ভ' অথবা 'অস্তর, অস্তর অধ্যাপকের উজ্জ্বল সেবা  
পৃথিবীভিত্তে, কিংবা ক'বে আলোছায়ায় দুস্তারি অস্তর থেকে তিনি  
অস্তরোস্তর অতিবাস্তবের সাহায্যকে প্রবেশ করছিলেন 'বিফান', 'বোফা',  
'সেই সব সেমানে'টা বস্তুর কবিতায়। সেনি, কীটন, পূর্ব-ই-এস আর  
কোথাও কোথাও হুইংবার্কে তিনি ক'বে বাবহার করেছিলেন তা  
পুনরায় বাহা যেখানে যেতে পারে, সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ই-এস-এর



## কবিতা শেখ ১৩৩১

'O Charles'-র কুলনার গুণ 'চায়, ছিল' অনেক বেশি কৃত্তিকর কবিতা, আর 'অত বৃষ্টি এ নাটটেফেনে'-র কোনো-কোনো পঙ্ক্তি 'অবলম্বের গানে' বাংলায় ঘাস্টিত নতুন পদ হ'তে ক'লে উঠেছে। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দের অনবদ্য, অ-মানবিক মগ্নতা স্রাবিত যোগ করেন, ঠাঁকে অহুতোষ কভা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুস্তকের পৃষ্ঠে— জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এট দৃষ্টি কবিতা লম্বাচোরে গ্রানতল, তরলতল, এখানে তিনি বাস্তবের দূর আর আপবদকে একই রকম 'লজ্জল'ভাবে ঘেনে নিয়ে কৃত্ত হননি ( 'আদিবার কাল আছে—বরফার আছে বুদাংগে ;—এই লজ্জলতা আদ্যোদেহ'), নিজেই কথা নিজে লজ্জল ক'রে উৎসবের কথা করেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতার কুলনার পদ অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের উদ্যমের পতীর তত' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'তে আছে 'কোথাক ফিট্টে কীটে, মাহুদের বুকের তিতরে', যার কবিতার কবিতাপালী হালসী লিটারিমেণ্টেরও হৃদয়কলো 'বদলের স্যোংগার কৃত্ত কুলনের' যতোই পাণ্ডু হ'বে প'ড়ে থাকে। আর, 'দুড়াতে বলিত ক'রে' 'জীবনের পতীর তত' তিনি প্রকাশ করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই সোহনার যে এটিকে উদেহ-উদেহ মূলে দেবালে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এর আরও—'নোনা পেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে ডায়ে'। ক্রমশ আদর। জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুস্তক উদ্বলনে আত্মহত্যা করেচে—আর এই বংগটি তনেই কবি অহুতব করলেন—কুলনকে নয়, তাঁর চারদিকে টান-কুবে-বাওয়া অহুতবের 'জীবনের কুলন বীল ফলকটি' :

কুলন কো পৌঁচা জানে,  
বলিত গায়ি যায় আরো দুই দুহুর্কের ডিকাল জানে  
আহুতবী প্রভাতের ইস্যার—অহুতবের উক অহুতব।

টের পাই কুলনারী অধিরূপে দায় নিভবনে  
চারদিকে কলারি কলারি অহুতব।  
কলারি অহুতব কলারি অহুতব অহুতব অহুতব অহুতব অহুতব

वर्ष १८, पृष्ठ ५

**ସାଧେ ନବଜନ୍ମା ବାପାଙ୍କ ବିଚାର, ବାପାଙ୍କ ଚେତାର ସଜ୍ଜାତ ଉପାଦେୟ :**

যত দ্রুত বলা দেহেত কেবল ঘোরে উদ্ভব করে থাকি ;  
 মোশালি মোহনও গ্রেটের উদ্ভব গীটের খেলা তত বেগিয়ায়ি ।...  
 হুজব শিক্তর হুজব ক'রুগর অল পিগবৎ  
 বকবের হাওল লক্টিয়ায়ি :—

କିନ୍ତୁ ଏହି ଘୋଷଣା ଯୋଗ୍ୟା ସାହସର ଏ ପଦେ ଥେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମ୍ବ : ୧

ଟିଏ ହୁଏ ସେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ରେ କୃଷି ବଢ଼େ। ତଥ୍ୟ  
 ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଆଉ ଏକା ଏକ :  
 ଦେ-ଜୀବନ କଳ୍ପିତର, ଦୋହରେ—ସାହସର ନାମେ ଭାରି ସବୁ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ  
 ଏହି ଯେ ।

যতজো পাহের ভাল প্রতিবাদ করেছিলো, তিক্ত ক'রে বাধা দিয়েছিলো  
 আনাকিয়া, বুধবুধে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ঘরার প্রত্যাহ এনে কীংকরে 'তুঘুল গড়  
 লম্বাচা' জানিয়েছিলো—তিক্ত চেতনার লংকায় প্রকৃতি ধাবা দিতে পারলো না।

এক শত অনিবার্য প্রশ্ন : কোন মহলো লোকটা ? কোন ঘুংগু ? কোনে  
 ব্যক্তি ? না—কোনো ঘুংগুই ছিলো না, খোঁ ছিলো, মজান ছিলো, শেষ  
 ছিলো, বাবিশ্রোত প্রানিক ছিলো না । কিন্তু—

କାବି—ତୁ କାବି  
 ବାଣୀ । ଜ୍ଞାନ—ଜ୍ଞାନ—ସିଦ୍ଧ—ବୁଦ୍ଧ—ସହ ନବବାସି ।  
 ଅର୍ବ ବହ, ଚାରି ଶହ—ସହସ୍ରାଦି ବହ—  
 ଆଦି ଏକ ବିଧି । ବିଧି ।  
 ଆମାଦେବ ଅର୍ବର ଉଦୟ ଚିତ୍ତେ  
 ଦେଖା ଦେ ।  
 ଆମାଦେବ ଗ୍ରାହ ଦେ ।  
 ଗ୍ରାହ—ଗ୍ରାହ ଦେ ।  
 ଜ୍ୟୋତିଷ ବହ  
 ଦେବ ଗ୍ରାହ ବାସି ।  
 ବାସି—

**ବିଦ୍ୟା**

जॉर १०५१

ବାବି ଏହି ଅଚିତିତରୁ ଜୀବନ-ଛାନ୍ଦିତେଇ କବିତାର ସେବ ହ'ତୋ, ତାହ'ଲେ ଏଟି ବ'ତୋ।  
 ନୟାବସେବ କବିତା, ଆସି ନେଇଛନ୍ତି ନର୍ଦ୍ଦେଶ । କିନ୍ତୁ ଟିକି ସେହେବ କ-ଜାହିନେଇ  
 ଆସାର ଆସନା ଅ'ହାର ବ'ବ ଗୁରୁମାସ—ସେଇ ଏକଟି ଡେଇଁ ନ'ହେ ଯେତେ-ଯେତେ ବିଭବ  
 କେମି କିନ୍ତୁ ଏମେ କାମିନିର ମହାମା—କବି କିବିସେ ଅନେଲେଇ ଗହାଜୀବ  
 ମାଧ୍ୟାତୀକେ, ସେ ଅ'ହାରହାସ ବାବା ବିକେ ମାସେଇ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତେବ ତାନେ  
 ଅବିହାର କ'ଣେ ହାଲେ ଦ'ବ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀର ଅବିଷ ଆନନ୍ଦ । ଆସ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ  
 ମିତାବହୀ । ଗୁରୁମାସ କବି ଉଦ୍ଧୃତ ହଲେଇ—'ଆସନା ଗୁରୁମେ ମିଲେ ମୁକ୍ତ କ'ଣେ ଡ'ଲେ  
 ବାସ ଜୀବନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ'—ସୁଦ୍ଧା ମାସ ହ'ସେ ସେଇ ଡିଲେ ଜୀବନେଇ ଅବିଷାସ ।

[illegible]

## ভবিষ্য

বর্ষ ১৯, জ্যৈষ্ঠ ২

খাঁবি দায় বোম্বুনির যত্নে গোলাপি, ভবিষ্য—

পড়াশালাই আশাধর মনে কে-নৃতনবের চরক লাপে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আদরা বুকে গাবি যে এখানে টিক লাল রঙের চোখটাকে বোকাবোকা হলে না, পড়াশালাপের মদির আবেশের বিকেই এর লকা, আর সূর্য-সূর্য মনে প'কে যার গোম্বুনির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের যত্নে লাল আঙন'—এটা হ'লো চাকুর উপমা, কিন্তু সেই আঙনই যখন সূর্যের আলোয় 'মোনা গালিকের কুমড়ের বিবর্ণ ইচ্ছার যত্নে' হ'লো যার, তখন শু কাকালনে চেহারাটাই আদরা চোখে বেধি না, মনের মধ্যে নিরাপণের বেদনা অহুত্ব করি। কী উপমা, কী বিশেষণে, একটি ইচ্ছায় আঘাত দিয়ে অক ইচ্ছির জাগিয়ে তোলেন তিনি—'আনের জাম হরিৎ মনের যত্নে পান' করতে হ'লে বর্ষ, পঞ্চ আর আদারকে পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্টে দিয়ে হর; 'বলীজান চৌহ' বললে হোম বেন আদরান লেয়ে শু হ'লো ষড়্ভিমে জুঠে, আদার সেই হোমকেই 'কচি লেগুণাতার যত্নে' নতম আর সূর্য বললে তাকে বেগা যার তখনো-শিশির-ভক্তিহে-না-যাকরা বাটির উপর জুগতি হ'লো তরে থাকতে। এরই গানে-গানে 'পরদায় গালিচায় রক্তাক্ত বৌয়ের বেন' আর সূর্যাবেলায় 'আফগান রঙের সূর্যের নতম পরীর' চিত্রা করলে হোম যত্নটাকে আদরা বেন কোনো গাণ্ড্যকর্মের যত্নে প্রবন্ধি ক'রে-ক'রে বেধে নিতে গাবি। তেমনি, হাজি কখনো 'বিরাট নীলাত খোপা নিয়ে কেন মাগী যাক নাচে', কখনো 'কোংখাঃ উঠানে বড়ের চালের ছায়া'ইহুয় জয় তর ও ন-হত, কখনো 'বক্সের রপালি আঙনে' উজ্জল, আর কখনো মেধি সূর্যঃ অকফাঃ 'ছোটো-ছোটো বলের যত্নে' পৃথিবীঃ মধ্যে হুড়িয়ে পড়লো। যে-ছুটো বড় যত্নবতাই ধূং কাছাকাছি তাবের মধ্যে উপদাসবর অগ্রহণিত, কিন্তু কীকানব কখনো-কখনো তাবের একত্র ক'রে ছুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে কোটাতে পেরেছেন ('কাটা বাতাবির যত্নে পান', 'শিশিরের পাতের মতন সূর্য্য', আদার, যে-ছুটো বড় অশ্লিষ্টবরূপে অ-সদৃশ, তাবেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আদরা পেরেছি 'চীনেবাবামের যত্নে বিজয় বাতান', 'পাখির নীকের যত্নে' বললজা

ଶେଷ ୧୫୬

'সমাচার' কথাটোও লক্ষ্যবীৰ। তলু বিশেষণে নয়, বিশেষত্বকে, আর সাধারণভাবে জামাঝাড়হাতে তাঁর কুমারশ্রী আক্ৰমণ ধারে-ধারেই হয় ছিনিয়ে এসেছে। বিশেষী নব, পৌষো নব, কথা বুলি, অপ্রচলিত নব, আর যে-নব নবকে আগাহীনরূপে নব ব'লে আমরা ভেবেছি—এই সব তাড়াতের উত্তর সহজ অবিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। স্বাক্ষারদ্বারা বৈচিত্র্য নেই, আপাতভরসঙ্গীততাও নেই, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের।

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

যা আছে, তার সম্মানন এক ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনের অন্যায়সে এবং অন্যায়নীতিভাবে 'হিল-মেবিল' মিল দিতে চেয়েছেন, যা অল্প কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আকৃষ্ট হবেন বার-বার, শিথিলিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সম্মানিত' হয়ে আছে, তারি নামে করে আছে কিনা', 'আমের উপর দিবে তেলে তার মূখ্য বাতাস অবধা মূখ্য দৃষ্টি বান'), মুগ্ধ হবেন বহন হ'তে এক-একটি অজ্ঞাত ভেদা আর পদার্থী কথার প্রভাবে সমস্ত পংক্তি আলোময় হ'য়ে উঠবে।

আমি সেই দুঃখীয়ে লেবে লই—দূরে আছে মরীচ এসারে  
বিতোষণ বেঁধে মারি,—তবু যাঁহে পড়ে তার,—  
শীত এসে এই ক'রে দিবে বাবে তারে।

ভাষ্যসম্মানে অনুভব একটি ক্রিয়াপদের অস্তিত্বই হেমন্ত কবুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর বহু পতীততার,—তবু মাইনের প্রকৃতি নয়, আমাদের জ্বর হ'তু ভুবে গেলো তবু একটা 'মাইল' পদ আছে হ'লে—

অহুস বপুঃসিদ্ধি দিহ অসে আসো কেনে এক মাইল পাতি কম্যাপ  
যদি পারে।

দৃষ্টান্তে 'এক মাইল'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাস্তবতা চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে পদ ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে দীর্ঘমতো বিন্যাসক পদও তাঁর আবেশে বিবর্তিত কৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

বলু কটন ঠ্যাং টু ক'রে দুয়োনে সে বিশিষের অসে  
এব দিল, আদ্য দিল, তবু সে বেবিল  
কোণ দূত।

কবিতা  
শ্রী ১৩৩১

কলা বাহিনী, 'কৃত' বা 'গীতা'—এই মতো শব্দের ব্যবহার অল্প যে-কোনো কবির পক্ষে হাতকর হ'তো।

৭

এই অনভূতা বিষয়ে তাঁর অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আশাব্যবের 'নির্ভরত্ব' কবি এই কথাটার অত্যধিক পুনরাবৃত্তি করত তার ক'বে সেদেও এর বাখ্যার্থে আশি এখনো সম্বোধন করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই বঙ্গভাষা প্রায় অকল্পিত অর্থেই দয়।। যৌবনে, যখন মাহুকের মন স্বভাবতই সন্দেহাত্মক হোলে, আর কবির মন বিশ্বতীব্রনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ভরের অন্তর্ভুক্ত কবুতেও তিনি ধুয়েছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', ধুয়েছেন যে তাঁর পান জীবনে 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিজোহের, আলোকনের নয়—তাঁর পান দর্পণের, আত্মদর্পণের, প্রকাশের। 'পারের নব থেকে মাঝের চুল পর্বত' যৌবাঙ্গিক হ'লেও, তাই, তিনি তারের বিত থেকে যৌবাঙ্গিকের উল্টো, আধুনিক কাব্যের বিভিন্ন বিজোহের মধ্যে তাঁকে আশ্রয় দেবতে পাই না। স্বতন্ত্র, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত বলে মনে হয়, সত্যজনাথ ও নবকল ইসলামের কবিতা প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে দ্বাভাষন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্বত প্রবাহিত তাঁর পূর্বত বঙ্গভাষার সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো স্পর্ষিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বদূরীত সঙ্গ তাঁর একান্তবোধ করেছিলেন, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যবাহিতের মধ্যে একটি দাবাদী বীণে। অতো উদ্ভাস। এবং যেন যেতে পারে যে তাঁর কাব্যগীতি—গ্রন্থ চৌদুরী বা অধীনীকৃত্যেব পড়ের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অল্প লোকের পক্ষে সেই গীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সম্বোধন নেই

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৬

যে চলচ্চিত্রকালের কাব্যরচনার দায়িত্বে তিনি পড়ীচতাবে সর্প করেছেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এখন স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ মেখে চেনাত যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই হস্তিহা করা সম্ভব নয়, তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এই ক্ষুণ্ণে। এই কাব্যের দ্বারিষ আশ্রয়। কুন্দে দিতে পারি আশ্রয়ের ঐক্যভাষন সেই সব নাভালকবের হাতে, দায়। আশ্রয় প্রথম দায় জীবনানন্দর দায়িত্বের আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আশ্রয়ের পক্ষে, এই কথাই স্পষ্ট জিনিস নয়কীর যে 'সুপের দিক্ত গন্যে'। 'অগ্নিগণিধি' যথো দিক্তিযে যিনি 'বেঁদ্যাক গাছে কিংকরক' তঃনহিলেন, তিনি এই উজ্জ্বল, বিনুখল সুপে দ্যানী কবির উদাহরণরূপ।



# ব্রবীন্দ্রোক্তর কোবিদ কবি

## সত্যর অষ্টাচার্য

‘কবি পালকে’র দিন থেকে শুরু করে ‘শ্রেষ্ঠ কবি’-সংকলনের কাল, সত্যের হিসেবে যেমন দীর্ঘ তেহি অচিহ্নতা সত্যের পক্ষেও প্রমাণ। জীবনানন্দ দাস এই দীর্ঘদিনব্যাপী কাব্য-অচিহ্নতা আহ্বান ও পরিবেশন করেছেন। এ সময়টাকে শুধু এ-কালে তৃতী পাকা বে-চিহ্নের প্রেরণা, তাহে চিন্তে পাইলি সত্যর জীবনানন্দর বিশেষ চেষ্টায় অবগাহন এবং অল্পকালে তাঁর কাব্যাবধি গ্রহণ।

লৌকিক অচিহ্নতা অ-কবির অচিহ্নতা জানের তারতম্যে আলাদা চেষ্টায় দেখা দেয়। জানের অচিহ্নতাই উৎসাহ ঘটানো। অজানীর চাইতে জানী বেশি উৎসাহ, উৎসাহে এবং মানসিক অবস্থায় উন্নত। এ একটা দীর্ঘ পথ। কিন্তু জানপাশীর দৃষ্টিতে সমাজে বা সমাজের বৃদ্ধাবস্থায় ইতিহাসে প্রচুর আছে। মানসিক অবস্থাকে অল্পকালে দাব্যের পাপ তাঁরা ক’রে থাকেন। পাপ মানে অল্পকালে অচিহ্নতা-বিচ্যোতি। জান আহরণ ক’রে প্রসারিত হবার কামনা মনে স্থলপটতাবে বিচ্যোতি, সে-স্থলে মনের প্রসারমানতা ঘোষ করা অচিহ্নতের পথ করে দাঁড়ানো, অল্পকালে পাপ। সত্য কবি এ-পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকেন। কবি জানী, জীবনানন্দ দাস জানী কবি। তিনি বিজানী নন, তারতীয় সত্যের বিজানী নন, পাকাত্যের দৃষ্টিতে ত ননই।

অল্পকালে জীবনানন্দর অচিহ্নতা একটি অ-লৌকিক, অল্পকালে সত্য। তাঁর জীবন-বোধ, প্রেম-বোধ, ইতিহাস-বোধ, সমাজ বোধ সবই অল্পকালে বলহিত এক-একটি আলোক-বস্তু। কল্পনার আলোতে বোধগুলো উজ্জলকার হয়েছে। কিন্তু সে-কল্পনা প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক কালব্যতীর বৃত্ত থেকে অলৌকিকতায় পথে বিচরণশীল হয়নি। জীবনানন্দকে এভাবেই ইতিহাস-চেষ্টার কবি বলা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যে মানব-শিত বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলোর চেষ্টা মনে বহন ক’রে, আলো-কেই সত্য ব’লে মনে জীবন

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

দাঁপন ক'রে বালক, জীবনানন্দ ক'রে। আদর্শ তাকেই অচিহ্নতার বয়স পায়।  
প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আকাশ বা শুধু পৃথিবী নয়। যেহি 'দূর ছায়াপথ',  
যেহি 'দুঃস্বপ্ন সৈকন্ত'। দুঃস্বপ্ন সৈকন্তের কথা ইতিহাস-বিজ্ঞান থেকে নেওয়া  
আর 'দূর ছায়াপথ'র ভিত্তিমস্তি তারতীয মনের প্রাকৃ-নির্মিত রক্তির কাছ থেকে  
পাওয়া। বিংবদন্তীর রক্তি দেখুওঁত বহুলাংশে তৈরি করেছে কবির মনে  
'কথা পালকে'র দিন, তা-ই তাঁকে 'সাতটি স্তারের তিমিরে' বাধমান  
করিবে সেই তিমির রূপে কবিতার প্রতিবেশ ধান করেছে। কল্পনার ব্যস্তি  
যে-পাতিতে চিহ্নিত হয়, জীবনানন্দ সে-পাতি আদ্যস্ত করেছিলেন।

ভারপথ, কল্পনার প্রতিবেশ আচ্ছন্ন করবার পথ, কল্পনাই স্মরণ বা স্বপ্নে  
পথের দ্বন্দ্ব-কিছু আলোকিত হয়ে যায়। ইতিহাসে, জীবন-বোধে, সমাজ-  
বোধে, নবনারীর সম্পর্কে আলো প্রবেশ করতে শুরু করে। ইতিহাসের  
এসিবিয়া-মিশর-বিবিধায় অন্ধকারকে, সপ্তপদ্বতি 'বহুভাষার অন্ধকার'কে অথবা  
'বনগতা সেন'র চারবিধকার অন্ধকারকে অস্বীকার ক'রে কবি জীবনানন্দ  
তাঁর আলোকিত কল্পনা-বলয় নির্মাণ করেন নি। তবে, আদর্শ বিস্তৃত  
হয়ে যেতে পাই তাঁর উৎকৃষ্ট 'তিমিরহীন' ক'রে চলছে। 'সাতটি স্তার  
সত্য' বলে অহুত্ব করছেন কবি তাঁর 'আবহমান' কবিতায়, কিন্তু 'দিকুনাগসে'র  
অজ্ঞতবে তিনি যেতে পাচ্ছেন : 'হৃদয়ের পথে পৃথিবীর ধূলির তিস্তবে'  
'কাকী-বিভিনায় ঘুঘু মাছির মতো করে'। ইতিহাস নিওলিথ যুগ থেকে  
শুরু করে আবহমান অজ্ঞতার দৃষ্টি, 'দুঃস্বপ্ন সৈকন্ত' তাঁর জীবনানন্দের বর্ণনে  
সেইটায় 'কোন এক অন্ধকার অন্ধ সৈকন্তের দিক' ছাড়া আর কিছু মনে  
হয় না। ইতিহাস-চেতনাকেই 'মহাভিজ্ঞান' কবিতার সমাপ্ত হয় কবির দৃষ্টির  
প্রাকালে। সেই 'মহাভিজ্ঞান' মনে বহন ক'রে তিনি তাঁর জীবনের শেষ  
কবিতা 'অবিনব' আলোক পাখা লিখে গেছেন।

উৎকৃষ্ট চিত্তের মহাভিজ্ঞান। তাই নীতি-সমাজনীতি-ব্যক্তিনীতির আদর্শে  
দৃষ্টব্য নয় না, জীবন-নীতির উপর প্রায়-পাত করে। জীবন কি পার্থিব  
কৃত্তে নিয়মাবলী, না তার উল্ল' আকাশ-পাতি কিছু আছে, এই বিজ্ঞান জানীয়

**गोप ३५४**

কলবের স্বীকৃতি : কবর খেলির কথা অল্পকবে কবির হোলে যেহি অতি  
 খেলি কল এতিগর হ, তখন

[illegible]

এ-কাঠোরে-জিন্সে ইংরিজান ও কোবিষের মন অঙ্ককার ও অঙ্কভাষ্যস্বরূপ  
 দিকে আকর্ষিত হয়, কিছু কবি, যিনি কোনো জীবনানন্দের মতো কবিতা-ব্যান  
 করতে পেরেছেন তার মধ্য-চেতনা অঙ্ককারের অঙ্গুলীস্বরূপ অঙ্গীকৃত অঙ্গলার  
 বলের অঙ্কিত ক'রে ব'লে যাবে : 'হৃদয়ে গভীর আলো'। আলোর প্রতিচ্ছবি  
 মুক করেছিলেন জীবনানন্দ তাঁর কবি-জীবন, আলোর প্রতি নিষ্ঠা-লিখান  
 না থাকলেও, আলোর দূর থেকে তিনি বিদ্যুত হয়ে কবি-জীবন সমাপ্ত  
 করেন নি বা জীবলীলা সমাপ্ত করেন নি।

কবিৰ সময়টো অতিৰিক্ত কবিতাৰ। বাস্তব জীৱন সমাজৰ বাস্তব জটিলতা  
বহুতো। জীৱনানন্দে। ইচ্ছাৰ পৰা আৰম্ভ। পাহৰণৰ ক্ষেত্ৰ অৱলম্বন কৰা  
পাৰি। যে তিনি তিনিৰ প্ৰতি-পৰ নিজে আত্মাৰে। অৱলম্বনৰ মাল্য কুসুমিত  
কৰিব নি। বন-ভেদানো কবিতা লিখে বা কল্পনামূলক। কল্পিত বিধান কৰা  
কৌশল গায় হাতে আৱলম্বন হতে। এগৰে, কিং হস্তাৱলম্বন তিনি কল্প-জানে  
বৰ্ণন কৰেহে।

স্বধীশ্বনাথের পর বাংলা কবিতার ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠা আর কেউ হোয়নি  
 গায়েনি এমন নহে। কল্যাণ আশীষ বা নজির কঠোরতা সনি-শুদ্ধতা  
 কুলেতে অনেকই কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যনোতবির এখান দাবত স্বধীশ্বনাথের  
 পর জীবনানন্দ প্রথম। জীবনানন্দ আশ্বাদের সুগর প্রথম কবি। তাঁকে  
 নিয়েই ভাঙা-গড়া চলছে ইমানীৎ। বাংলা বিত্তীয় বা কৃতীয়ে। ব্যক্তিত্ব  
 উজ্জ্বল, তাঁরা নিষ্ঠাই আর জীবনানন্দের 'অবিনয়' কবিতায় এই পক্ষিত্ব  
 যনে-মনে আলোচনা করবেন :

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

ভদ্রক বহাভিচ্ছাদনা ও অশ্রুত আশ্রয় কালো

অনুল দীপা আলোর মতো :—২২তম সত্য আলো ।

ভিচ্ছাদনা এ-নতকেন্দ্র একটি প্রগতি মানসিক অধিবেশ ( *Exaltation* )—বা  
মনোভবি । এ-ভবি অতিশয় দৃঢ় হৃদয় কোবিত-চিত্তে বহু সত্য বর্ষ  
পূর্বে । এর ব্যক্তি-পথ মানসিক সত্যতার আলোর গতিপথের মতোই  
অধিবেশ । ইতিহাস-গত মানবের জীবনের মতোই তা প্রাচীন । এই  
প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী ছিলেন জীবনানন্দ, বাহু কথ্য মানসিক প্রেমের মতোই  
জীবনের অতি-গভীরে প্রাণিত । প্রেম আর প্রমাণে এক পথেরে বিভক্ত  
ক'রে যেরে পেছেন এ-দুগের ব্যক্তিগত কোবিত-কবি জীবনানন্দ দাস ।

# আমাদের কবি

## অন্যোক্ত মিত্র

স্বাভাবিক মনোবলের মানুষ, কলকোলাহলমূলক মনোবীৰ্য্যের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন অথচ বৈধব্যে সন্তাননা ছিল না। দুই মহামুহুর্তে ঘণাতী বালাহেলের দে মনোবলবাহি আর কেবলমাত্র নয়। বেশভাষার কথা কেঁচে ছিলে, আবেশ-মহা: আশো-প্রাণ বে-মুগ্ধতা বহিমান, তা হাতিয়ে গেছে কোথায়। সেই মাহকেন-ভূমুখি দাতি, স্তবক-কাণ্ডা পতকে পালে বাল, কালের ওপরে নিবিক্ত হয়ে যাবে আশা পল্লীতে; বোকা, বাল, বান, নিরীষ, আশ, আশ, বান, পানকল। কোঠাটিচি পিছনে শুভতা, টেলকল পুণ্ড, বাল, বাল, পানক, ওপলি। ভূমুখি দাতি বলা: বেয়ে মাহা; পৌ, তাহক আর ভীতি, বিমান আশা: হুচে অমত মকত। অপেক্ষাকৃত মনস্তর বসতি হাতিয়ে গেলেই হতে, বান:পতি নবীও টল, পান-কান-মোপনা মন, তাহই পালে বিজ্ঞ বহুত বোকা বৃত্তে মিলে প্রাণের নীলতা। আশে একটু এগিয়ে গেলে এমতকি পলাশবনের তিকেই হাতিয়ে হাওয়া যাবে বোহব: কে জানে, দীর্ঘ-মহা চোখ নিয়ে দু'একটা হরিণই বেলা ক'রে বোকায়ে।

এই পরিবেশে কীবানন্দ নিভে মনে কবিতা লিখে গিয়েছিলেন বিন-ভিবেশের মনস্তরনা ত'রে। মাহক কবিতা, আশি কবিতা: পোক, বোকা, হরিণ, বাল, কীটপতক, পানিগালা। পাতকলে বে-মাহি, সেই একমুক পানি কবিতা। 'হাসের নীড়ে বেকে বক পানির নীড়ে বেকে বক হুকায়েছে, মনিয়া বহে হাত দীর্ঘ আর শিশিরের জল' একক মনস্ত উপলব্ধি কবিতা। উচ্চকীবনের, প্রাণীকীবনের, পুষ্ককীবনের অনায়াস মনস্তরনা: বে কোমল পরিপূর্ণতা ব্যাধ, তাহ কবিতা। অথচ কীবনের আশে পতী: কেকায়া, প্রেম অর্থ কীতি পল্লী: সব-কিছুর পরেও যে বিপন্ন বিন্দুর আলোকন, সেই বিকোচের কাব্য।

লুপ্তাই আমাদের পুষ্ককীব ছিলেন না কোনোদিন। মাহকের মন

## ভবিষ্য

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২

প্রকৃতির, সত্যতার সঙ্গে মানবের যে-সংঘর্ষে কয়েকট চ'তে যাকে প্রকৃতি, হুঁসিবে যাকে পৃথিবী ও নৈশবসন্ত, সেই ধাতু ধূলাইঃস-হাঃস-সখ্যচিলের যতো তিনিও অহরহ নিবৃত্ত হচ্ছিলেন। যে পৃথিবী 'প্রসাহ প্রবহমান প্রসাহ', তার তীব্রত আরতি এতিয়ে 'অন্তঃকোষে সাহাঃসারে' মিলে হাতঘর কুড় আকৃতিতে অস্ত্রের কোনো অনুরতা ছিল না। তত ও উদ্ভিদগণ 'নিহে প্রসাহ সবেকমানীন তাধা ধবন্ত পৃথিবীঃ সাহিত্যে আত্ম সংহত অস্ত্র হচিত হয়েছ, কিন্তু ভীষমান অস্ত্রতা হুঁসে গেছেন এট কারণে যে তাঁর কাব্য নিছক সংবেদনার নয়, পঠ্য অস্ত্রবেদনার। 'কোনো নির্বিক বাসনাতার পটীরের সুবাহ অস্ত্রতার' থেকে নেমে জঘলান্ত কখনো কে-আনন্দ, একটি কতি বাসেত চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে না-পারলে সেই অস্ত্রকৃতির ঐক্য মানিত প্রকাশ অসম্ভব হ'লে মনে হয়। বিবর্তে নিজেই কবিসত্তা থেকে ভীষমান অস্ত্রের কোনো আলাদা ক'বে বেধেননি; বিবর্তে আত্মর ক'বে একটি সম্পূর্ণ চেতনা কল্পনা করেছেন, সেই চেতনাকে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করেছেন, সংশোধন মানবিক ছবির অস্ত্রকৃতিতে সে চেতনাও আকর্ষিত হয় প্রতিবিম্ব হুঁসিবে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ('যেই সব শেরাশেরা' কবিতাটি তাঁর কল্পনার এই অস্ত্র প্রজ্জ্বলিত পরাকর্ষের নিদর্শন হয়ে থাকবে।)

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, সব মিলিয়ে সব অস্ত্রেরে সব-কিছু অস্ত্রকর্ম ক'বে কে-শক্তি, যে-শক্তি : এ-সমস্ত বোধবিবাদের প্রসঙ্গ নিয়ে ভীষমান অস্ত্রের মেশের মকমলে কাব্যরচনা ক'বে গিয়েছিলেন। অস্ত্রকর্মের সচীৎতার বিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের কোনো ধূলাই নেই। অথচ এ-সীকৃতি পাথর অস্ত্র তাঁকে বীর্ষ বিন হ'বে কল্পনাময়্যার সঙ্গে অশেষ ক'বে থাকতে হয়েছে। 'প্রকৃতি' 'কল্পনাময়' উভয় অখ্যাত জীবনাময়ের দিকে তাকাবার যতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিত্বশালী বিভিন্ন পুরুষেরা তখন অস্ত্র ক'বেছিলেন : বহিঃশালের নির্জন আকাশ নিহে দ্বিবিদ্বি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চূপচাপ পড়ে থেকেছে। আরো বহু-বশেক বাবে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'বে যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রবান মোড় থেকে তিনি বাহ পড়ে গেলেন।

কবিতা  
শৌৰ ১৩৬১

কাব্যটি শুভ্র। ঐকথা বললে এখন বোধহয় আর কোনো বিকৃতি হবে না যে নিত্যকেই বিবেচী সাহিত্যে। নব্বিসত্তল থেকে বাংলা কাব্যের সেই অব্যাহতের মূল প্রেরণা এসেছিল। 'মনঃশীল' কাব্যচর্চনার দুয়োতে চাকরা তখন তারি। শুধু এক-তমি, দুয়োতেই চাকুর তথা পাণ্ডিত্যের চাকখোটক না-বটলে দে-বচনা সার্থক নয়, ঐ-রকম একটা দুখোজ কানায়ুখোজ কাল পেছে সেটা। আবেগ-একান, বিত্তর প্রেরণাবহী কবিতার প্রয়োজন দুবিবেছে, সহজ ক'রে সহজ কথার বসবাস যতো বাসখিল্যতা আর নয়—ইত্যাকার নানা অতিমত সেই বসকের কাব্য-সমালোচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। এজন্য লুচচক প্রতিফুলতায় যতো জীবনানন্দের কাব্যের কোনো ব্যাপক সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'যাক-যাক ভালো উল্লাহ বিয়ে থাকেন, কিন্তু ওসব ক'রে আর কী হবে।' বাক্য টোটে ঐ-ধরনের অক্ষর উক্তি ক'রেই অনেক বিত্তর সমালোচক নিজেদের কণ্ঠে হুচাকদল্ল হ'লে কেবে নিয়েছিলেন। বালিশে মাথা রেখে ধানের সুমোবার, তাঁরা দুবিবেই ছিলেন : একমাত্র সমানীর ব্যতিক্রম দুজবেব হয়।

এই উল্লানিক কাব্যচর্চনের অসারতা প্রমাণ হ'তে-হ'তে দ্বিতীয় মহামুকের প্রায় শেষ হয়ে এল। তঃখোব ছেয়েতু কালজয়ী, সেই 'মনঃশীল'-পর্বের মূল অঙ্গসংখ্যক কবিতাই সমস্তের উচ্চাচত্যা তিঃত্রে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। অল্প নকে, প্রতীকার বিয় পোদুলিগরে, তাঁর প্রোণ্যঃ পামাত্ত কিছু অল্পত জীবনানন্দ পেতে লাগলেন চিত্রিণের বনকের উপাত্তে। বে-তুলতঃতঃ বস প্রায় বন-ঘাষো বছর ধ'রেই তাঁর কাব্যের স্রব সংগোপনে অচিনারত্বী ছিল, সমকালীন প্রথাসের নিয়োগ বিত্তকতার ব্যাহত-বিকৃত তার, পূর্বদ্বীপের বিচারকে পানে ফেলে রেখে জীবনানন্দকেই খেঁচ ধ'লে, ধরণ ক'রে নিদো তাঁরা। জীবনানন্দ-চেতনা তাই বলতে গেলে যাত্র বিগত কয়েক বছরের কল। কবিতার বেশ নাকি বাংলা, কিন্তু প্রায় হুড়ি বছর ধ'রে কবিপ্রতিষ্ঠার প্রতি বে-অসম্মান জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রমণিত হয়েছে, আদ্যাবধি দায়িত্বিক দায়ার ইতিহাসে তা বলকের এক চরম চিহ্ন হ'রে থাকবে।

## কবিতা

বর্ষ ১৯, নং-১১ ২

২

আমাদের বেলা আমাদের কাছে এতটা সুবিধা লাগছে এই কারণেই :  
যতদূরই অল্পও ক'রে এসেছি জীবনানন্দে একমাত্র আমাদেরই অর্থও  
অধিকার। আমরা এখন দারী ভিত্তিতে এদিকে ওদিকে, জীবনানন্দ-বিক্রয়  
কেনার কটেছে আমাদের সকলের। বৈদ্যকরদের বিদ্যুৎ : তাঁকে আমরাই  
তো আধিকার করেছিলাম আমাদের উপভোগের নিষিদ্ধতা দিয়ে।  
সেই আধিকারের বন্দনের কোনো ফুলনা নেই : হেন সখ-ক'টি ইচ্ছার বোধ  
ব্যবস্থিত্য নতুন একটি ক্রমভঙ্গের সূত্র পরিচয় ঘটে গেলো। আমাদেরই  
পৃথিবী, প্রত্যয়ের স্মরণ বাহু পড়ে প্রত্যেকটি বিভবই উপস্থিত, অর্থ নতুন  
ক'রে তাঁকে চি-চি পিলায়। চেষ্টাভাঙে কোনো মোহিনী দ্বারের জালে  
এসে লাগলো, প্রাণুতে নিষ্কার তরীতে আত্মল কোনো বিদ্যুৎ। অত্যন্ত পরিচিত  
হল বললে গেলো, স্বপনবা চরে কিলে এলো ; পড়ে এলো নিঃস্বস্ত বিকাশ ;  
স্মরণে পৃথক এক বোম্বার্ব। জীবনকে, মৃত্যুকে, কামাকে, কাব্যকে স্বপ্নের  
সঙ্গে কড়িয়ে নিতে পিলায় : বাস আর বিনিয়ের জলের সঙ্গে অসীকৃত হ'বে  
বিশে গেলাম : কীটপতঙ্গ পতপানির স্বপ্নবোধের পদনে আমরাও স্বয়ংসিদ্ধতা  
হ'বে প্রবেশ ক'রে গেলাম যেন। চালের দূর, পদ্ম-নাথ্য ওরফে হুঁইলা যে  
নির্জন মাছের চোবে স্বপ্ন হ'বে স্ব'বে দাঁড় তা আর আমাদের কাছে কটকজিত  
ওরফে হ'বে হুঁইলা না, বিদ্যাসেধও আরো অনেক পড়িয়ে, সেই অল্পও আমাদের  
চেষ্টার স্বপ্নাবৃত্তি হ'লো। বৈদ্যকের নির্জিতে সন্ত-প-বোরা আমরা,  
জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকার ক'রে উন্নতি, চকিত,  
অতিকৃত হয়ে গেলাম। সে এক অকৃত স্বতন্ত্র-মাঝানো অধিকারবোধ, আজ  
পৃথক তা অব্যাহত : সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম অধিকার করেছিলাম,  
সে-সাম্রাজ্য স্তব্ধতা আমাদের। শোকে এই নিষাক্ষন দুলুতে কড়িয়েও  
এখনো সেই পর্ব।

•

কিন্তু পর্ব ক'রেই বা কী হবে, আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের কতটুকুই বা



## কবিতা

শ্রী ১৩৩১

আমরা পালন করেছি। তাঁর ভাষা নিয়ে যাতায়াতি করেছি প্রচুর, অথচ  
যুক্তিহীনসেব তাঁকে প্রায় কুদেই খেঁচেছি। বিনত লাত-আট বছর নানা  
কষ্টেতার মধ্যে তাঁর কলকাতার ফেটেছে। বিভিন্ন অতিমাত্র সাহিত্যিক-  
মোড়ি কোনোদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি : লোকমুখে থেকে দূরে, জীবনানন্দ  
চুপি-চুপি পালিয়ে বেড়াতে কলকাতায়। শুকনুহরবেও মধ্যে তাঁর অহুঃশী  
সংখ্যা অল্প হওয়া নতুন কাউকেই তাঁর কাছে যেমন বাওয়া-আলা করতে  
যেবা যেতো না। অথচ, বতাবসত প্রাথমিক গুণটি কাটিয়ে উঠলে, লোক-  
সমাগমে জীবনানন্দ আনন্দ পেতেন, ভাবনা পেতেন। এই হতভাগা যেন,  
কবিত্বের সঙ্গে আর্থিক সম্বন্ধতা। যেখানে নিশ্চিত আত্মমতি, অহুঃশী  
পাঠকদের মুক্তাধোমে প্রত্যেক, আত্মিক অব্যবস্থিত কবির তৃপ্তিও পকে  
অনেকখানি। অতটুই অর্থাৎ তাঁকে বোঝা হয়নি।

আমাদের কবেকালের সবে গল্প চার-পাঁচ বছরে তাঁর একটি অল্পত  
আত্মীয়তাসেবত প'ড়ে উঠছিলো। চতুর পৃথিবীর কলহোলের ভাষিক পিছনে  
হেসে মেবে নিয়গাছে। আর্চি ছায়া-ঈশা উঠোনল্লর তাঁর বাঞ্ছিত মাঝে-  
মাঝে নিয়ে ছাড়া হয়েছি। বারাক্ষা। যেতেই হাটু, মুখে বসতায়,  
নিয়গাছে। তালের ঠাক দিয়ে হরতো কোথায় এসে পড়তো—কী-এক  
আত্মবলে পৃথিবীর সমস্ত পথ জুড়ে যেতো—অনেক সাল আগখোলা গল্প হ'তো  
তাঁর সঙ্গে। পর্বাণ পুনিঃ একটা আমের ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কোনো  
কথার প্রসঙ্গে হস্তের ইঙ্গিত দিয়ে হঠাৎ আগবত হেসে উঠতেন তিনি,  
কৌতুকে চোখ দুটি বুজা করে উঠতো। বতবারই পেছি কতক অল্পত নিয়ে  
এসেছি : প্রত্যেকবারই মনে হতছে, কেন পৃথিবীর নিলাপ বিষয়ের শৈশব  
কেবল আনন্দ আহরণ করে এসে।

অথচ, কলম আকেশ হয় এখন, খুব বেশিদিনও ঘাইনি। বহুবিধ সাময়িক  
উত্তেজনার দ্বারা আমরা, কবিত্বের জন্য এই মধ্যে বিরলতর ব্যাপার : বিবেকের  
কাজে আত্মবন, এখন অবাধিহি দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আরো মনে হয়,  
তাঁর আনন্দিক সুখসংবিধানের অল্প আদর্শের কিছু বাধিত নিষ্ঠাই ছিল, কিন্তু  
সে-বাধিত যেটাবারও যেমন-কোনো তর্জি চেষ্টা আমরা করিনি।

## କବିତା

ବର୍ଷ ୧୦, ନମ୍ବର ୧

‘ସୂର୍ଯ୍ୟେ ଆଲୋକ ଡାକ ହୁଏତେର ଯତୋ ଯେହି ଆସ, ହସେ ମୋହେ ଗୋଟା  
ନାଲିକେର ଛାନ୍ଦେର ଦିବର୍ଣ୍ଣ ଝିଙ୍କାର ଯତୋ’ ଏ ସତ୍ୟ ଏକଟି ଉପହାସ ଯିନି ଚନ୍ଦ୍ରନା  
କରତେ ଫେରେହେନ, ଡାକ ଆନନ୍ଦ ସହସ୍ରମ କବିର ମର୍ଦ୍ଦାରେ : ଆତ୍ମସ୍ଥିତିର ଉତ୍ସାହେ  
ଏ ବନ୍ଦନର କଥା ବହୁବାର ଡେଇଁରେ ଶୂଳେ ବେଢ଼ିରେଛି । ଏହି ଯତେର ମନେକେ ଅନେକ-  
କିଛି ସମ୍ଭବାର ହିଲ, ଆଡ଼େ—ହସତୋ ଯେ-ଯେ ଡାକା ଡ ହିଲ ସେ ନବ କଥା—କିଛି  
ଆହାହେର ଉତ୍ସାହ, ଶୂନ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରତେହି ହସ, ଆଜ ମର୍ଦ୍ଦା ଡେହନ ଯୁଦ୍ଧ ସାନା ବାଧେନି ।  
ଆହାହେର ଆହୋଲେନେ ଅବିଚାର କରୁତା ଆର ନାର୍ଚ୍ଚା ବାଦଲେ ହସତୋ, ଯା ହୁତାର  
ଆମେ ଜୀବନାରକ୍ଷେ ଡାକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାନେର ଏକଟି ବୁଦ୍ଧ ଅଧର୍ମେ କୃତଜ୍ଞ ଗ୍ରାମ୍ୟର  
ମଧ୍ୟେ ମାଞ୍ଜିରେ ବିବେଚନ କରେତେ ମାତୋର ।

ଜୀବିତାନିର୍ବାହେର ଡାକ୍ତାଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାମେ ମଞ୍ଜି ବାଦବୋ । ହୁଏତେ-ଦିନ-ବହୁ  
ଧାରେ ଆଜ କରେକବିନେର ଏକ କଳକାଞ୍ଚାର ଆହୁତା, ଦେଶସ୍ଥିର ମାର୍ଜିତ ତୋମେ  
ସାନ ବେତେ ନାମବୋ, ଡାକ-ମାହିନେର ବିତେ ଗୋବ ମହାମାତ୍ର ଛୁଳାଏ କୈବ ଉଠିବେ  
ଛୁବର : ଆକାମେ କିକିବିକି ମହାତେର ଗୋବୁର, ନିଦେର ବିବେଚେର କାଞ୍ଚେ  
ଆବେକବାର ସାଧା ଝିଟ ହସେ ।

## যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার

অমলেন্দু বসু

সময় আসে, যখন সমালোচিত কল্পনাবনী, নিঃশিচারণ ছড়ানুহ। যে-কবির  
অবিস্মরণীয় স্মরণে রোন দীর্ঘকাল অতরে বেঁকেছে, তাঁর সত্যসন্ধানের পথে  
সে স্মরণে আবার নতুন করে আচ্ছন্ন হতে হয়। ঐক এ সময়েটিতে স্মরণ-বিভ্রমণ  
স্বপ্নময়ী, বিনোদিত যদি কবির সঙ্গে মৃত্যু পাঠকের স্মরণসঙ্গীৎ বেঁকে থাকে।

সামান্য বিচারে মৃত্যু নোভোদীপক ঘটনা। তবুও, তার নিষ্টিগ্ন আকর্ষণিতা  
স্বচ্ছন্দ, জীবনানন্দের মৃত্যু, তাঁরই নিঃশিবে, হয়তো নোভাবহ নয়। হৃৎ স্নেহ  
শেষ অবধি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর অতল ভাবনা অপূর্ণ দীপ্তিমান পেয়েছে,  
কখনো অপার বিপর্যয়, কখনো বেধনার উল্লাসে, কখনো লজ্জা-ক্রান্তির  
কলরোল। ‘সব ভালোখাসা যায় বোকা হ’ল—যেহূক পে মৃত্যু ভালোবেসে।’  
সেই বহু-অভিলষিত, বহুবার প্রিয়-নামে ডাকা মৃত্যু লৌকিক নির্ভয়ে নোভাবহ,  
কিন্তু এ-মৃত্যু কি জীবনানন্দের অনন্ত বিস্মৃত কবিতার অতি সহজ  
পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়?

মৃত্যুর ভাবনা জীবনানন্দের নিরবচ্ছিন্ন। “বনলতা সেন” অবধি রচনাসংগ্রহের  
প্রতি কবিতার মৃত্যুর কোনো-না-কোনো উল্লেখ, লম্বা উল্লেখেরে অবশ্য স্মরণ  
প্রতীকে উৎসাহিত। কবির জীবনোপলব্ধি নাতিমধ্যে মৃত্যুর অপর ভাবনা,  
অন্ত সব ভাবনা ঘুরে ফিরে এই কেন্দ্রের সংযোগে সঞ্চারিত।

বনলতা সেন বহুবার ঘুরে

কল্পের পাতার দল আনোবে পথে ভ্রমণ

কবির মনে ঘুরে ঘুরে যায় ইলাহ

কলে ঘেমে কলসার, কলে ঘেমে ঘুরে ঘুরে ঘুরে পড়িতে কলে

মৃত্যুর এ-দীপ্তির সব সেনসেন

পৃথিবীর সব জীব সব মৃত ঘুরে ঘেমে পড়

একবার বনলতা সেন ঘেমে ঘুরে ঘুরে

**रवी १३, मारचा ५**

**महोदय नमस्कार नमोस्तुते नमः।**

ଆଦି ଯେଉଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ଅବତାର ଆଦି

এখন কি "সত্যের জাহাজ তিচ্ছিত", যেখানে ইতিহাসলেখকগণ নিম্নোক্ত  
প্রবৃত্তি, যেখানে "এবং এত দৃষ্টান্ত স্বাক্ষর করেছেন" যাঁদের চেহারা  
দিনে অলঙ্কার অকণ্ঠ্যভাবে মান যায়, সেখানেও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন পুনরাবৃত্তি  
ব্যবহার।

**କଟକ ଏବଂ ମାନ୍ଦବିରାଜ ସହର**

**ସେହିମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସତ୍ୟେ ଆଦେଶ ଶୁଣିଲ ଆଦେଶ କ୍ରମେ**

ଏଠି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୋତେ ଦେବାକୁ ଆସୁଅଛି

ଉତ୍କଳ ବିହାର

**महाराष्ट्र का न्यायपालिका**

**ସାମ୍ବେଦୀୟ ସାମ୍ବେଦୀୟ ମନେ ତାହା ସାମ୍ବେଦୀୟ ସାମ୍ବେଦୀୟ**

ଦିନେ ଆମୋଦ ଦିଡ଼େ ଡାକାଲେଇ ସେବା ବାସ ଲୋକ

**ଦେବନି କାହା ଘରେ କୁଡ଼ି ଘରେ ଗପି ଘର**

এই বৌদ্ধ দৃষ্টান্তের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ্যে পোষণে এমন কি কবির বন্ধ-বান্ধবত  
 ক্রিয়াপন্থকলিতোক্ত : কহিয়া গেছে , দুহিয়া গেছে , ব্যাকিবে না , কৈশে ,  
 হিঁকে , হাওয়া হ'বে ; জুত হ'বে , ( গান কোন্ বিধে ) ভেসে যায় ; উড়ে  
 যায় , চহিবে না । এ কবী ক্রিয়াপন্থ হুজি হজের একটী দ্বার পাতার পাখি ।  
 আরো হুজি হজের যথা নেতিহুজ পদ কতগুলি : আনেনি , বোনে নাহি ,  
 নিয়ান্না , দাব দাক' , নির্জন ; নিসাত ; ব্যাকিতে হহ ; নিস্তর , নিবীক্ষিত ,  
 দায়হীনতা । আর এই দৃষ্টান্ত অল্পকৃতিতে বঙ্গলোকবাসিনী বোধিবী  
 ( "পদী নয়,—দাহবত সে হয়নি এখনো" ) বলতে পারে "হুজকলো দাসি  
 নয়,—আদি তু দাসি" । আর তাই হুজের ব্যক্তি-বৈজ্ঞান্য ন্যায়ী । "দুটে গেছে

## কবিতা

শৌৰ ১৩৯১

জীবনের সব সেনাবাহিনী, আর "বহুতর জনিও। এনে য'লে যাব, বহিঃত।  
সব চেয়ে ভালো"।

যেদিন পীড়িত হলে সোচ্চারিত জীবিত তাক ফেল  
একদিন বিজ্ঞানে ক্রম বিজ্ঞানকে করে।  
অন্ততঃ তেনে গিবে জেবে হ'ব  
গাছের আঁতাবীল অতঃপের অতঃ।  
বহিঃত, তবে কৃষি আসিবে বস ভো।

এই নিবন্ধের পৃষ্ঠাচেষ্টনা, বহিঃত।-পৃষ্ঠা, পীড়িত। চিত্তের অহংকার। নব,  
কেননা জীবনানন্দের পিতৃমাতঃ নিবন্ধের বহিঃত।কে বস আত্মা কহেছে,  
উত্তরে কহত।কে ও ততই আত্মা কহিয়েছে।

যে অতঃত।-বিজ্ঞানের বস কৃষি কৃষক-জীবন।  
যেবেব বোকাও 'পরে আত্মপের বিজ্ঞানীও বস।-  
দ্বিতীয় পানের বস অতঃতঃ তোল আত্মপের।  
চতুর্থ বস,-পীড়িতের কৃষি কহেব আত্মত।

আমলে জীবনানন্দের মৌল জীবনোপলব্ধি নামাক লৌকিক বিচার বেলে  
আমাৰ। সব জিনিষকেই পৃথক্ৰুত বস্তু সত্য চিন্তা করা নামাক বুদ্ধিবাণী  
বিচারের বস।, বহিঃত। ও বেগ, শ্রেয় ও অশ্রেয়, জীবন ও মৃত্যু, আলো  
আর অন্ধকার, এদের মধ্যে নিঃসঙ্গ সীমানা, অসম্পূর্ণ ব্যবধান, এমন কি  
পরস্পর-বিশিষ্ট বৈপরীত্য। বর্তমান ধ'লেই আমরা ভেবে থাকি। কিন্তু যে  
সীমানা বুদ্ধির কাছে হ'লো, ব্যবধানের সহজ অহংকৃতিকে তা অবলুপ্ত হ'তে পারে।  
আলো-অন্ধকার নিয়ে যেনা সে অহংকৃতি "জিনের উজ্জল সব চেয়ে" "দুসং  
কহেব বেগে দিয়া" "ব্যবধানের আত্মকায় চেটে ফুলে কৃতি পায়"। জীবন মৃত্যুর  
ব্যবধান-লোপী অনোভাব দার্শনিক অতঃতঃ সাহায্য প্রতিষ্ঠিত কহ। যাব, এই  
দার্শনিক বস বহিঃত আলো হ'লোচাৰিত নব, তবু জীবনানন্দের অনোভাব বুদ্ধি-  
নিষ্ঠের দ্বিগ বসে বসে হ'ব না, অতঃতঃ "বহুতর সেন" অবধি কাব্যগ্রন্থে নব।  
এ-অনোভাবে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান আছে নব, বহু জীবনে মৃত্যু, মৃত্যুতেই

## কবিতা

খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ১

জীবন, পতি ও নিষ্ঠুরতা। অস্তিত্ব, গোপনিত্ব ও কুসংস্কার দ্বিবেশ ও স্বাভাবিক আলো  
মিলিয়ে একাকার। এই অসুখ দুটিই কি বাংলা বাঙালি অস্তিত্ব। কঠিন  
বসীলানাথের মানসমন্ড্রে গোপনিত্ব আবছায়া চমকে। উজ্জল নদীর পেরেতে,  
কিছু প্রেতলোক কখনোই মল্লভলোকে জনাচিত হয় নি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে  
কলিঙ্গ ও কোলমিঙ্গে এই একাত্মদ্বি সত্ত্ব ছিল, ওয়ার্ল্ডের জি লা যেখানে  
ও ইয়েটেলে এই বাঙালী দুটির আবির্ভাব পুনরাবৃত্ত, কোনো-কোনো কালী  
কবিতা অলো-আধারি অগ্রেত বাণ করেছেন। জীবন-মানব ইংরেজি সাহিত্যের  
বীমান পাঠক ছিলেন কিছু তাঁর দুটিভবি বিবেচী প্রত্যয়ে পড়ে বা বেড়ে  
উঠেছিল এমন মনে করার বিস্ময়কে কারণ দেখি না, কেননা তাঁর মায়াবী  
দুটিভবি, জীবন ও কৃত্য সম্বন্ধে তাঁর আন্তর্য একাত্মদ্বি তাঁর নিজস্ব কল্পনার  
উজ্জ্বল আর বহু-পরিচিত পরিবেশের মনে পড়ে। মনে হয় এই একাত্মদ্বি  
বাঙালি কবিতা পক্ষে সহজ হওয়া উচিত, কেননা বাংলাদেশের কোনো-কোনো  
অঞ্চলের নিসর্গ-পরিবেশ এ-দুটির পক্ষে সহজেই অলুপ্ত, আর কবিমাজেই নিসর্গ-  
পরিবেশ দ্বারা কমবেশি অলুপ্তাশিত হয়ে থাকেন, বিশেষত বাঙালি কবি।  
কিন্তু খুব কম কবিই জীবনমানবের মতো। এত সহজ সহজত্ববৃত্তিতে নিসর্গ  
পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, দুই নদীর সঙ্গমেয় মতো।  
সহজে, জনসাধা মিলনের অনির্বের লীমাবেশায়। সব কবুটি ইঞ্জির দিবে  
নিসর্গ-পরিবেশের অলুপ্তাশিত প্রত্যয় তিনি গ্রহণ করেছেন নিশ্চয়, তাই  
তাঁর কাব্যে পদ, স্পর্শ, দৃষ্টি, শ্রাব, এমন কি স্বাদেরও বাটনিক ভগ্ন বিরক্ত  
প্রকাশিত। জীবনমানব এই নিবিব সানক নিসর্গ-সহজত্ববৃত্তি, আর তাঁর কুরী  
অলুপ্তাশিত—যাকে তিনি বলেছেন "বোব"—তাঁর দুটিভবে জীবন ও কৃত্যকে  
একীভূত করেছেন, সে-একীকরণের ফলে জীবন ও কৃত্য উভয়েই ঐক্য  
হয়েছে সহজ ভগ্ন। কে-কৃত্য লৌকিক ব্যাপার অবসান ও সর্বনাশ,  
সে-কৃত্য এই আনন্দিক ব্যাপার জীবনেরই অস্তিত্ব ভগ্ন, এমনকি জীবনের  
পরাধার।

এই বিহীন মানবের অধিকারী ছিলেন বলেই জীবনমানব দ্বিবেশ আরে  
নির্ধন, নিঃশব্দ কবি।

## କବିତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ହଜନ ଲୋକେଇ ଯାହେ ବଂଶେ  
ଆଦାର ନିଶେଇ ହୁଅନ୍ତୋସେ  
ଆମି ଏତା ବଂଶେଇ ଜାଣାବା ।  
ଆଦାର ଯୋଗେଇ ତବୁ ବଂଶି ।  
ଆଦାର ପାଶେଇ ତବୁ ନାବା ।

ତାହେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସାଥେଇ ହଜନ  
ଆଦାର ବଂଶେ ନା କି ।—ଆଦାରେଇ ବନ  
ଆଦାର ସମେଇ ବଂଶେ ନା କି ।  
—ତବୁ ତେଇ ଏବଂ ଏତାକୀ ।  
ତବୁ ଆମି ଏବଂ ଏତାକୀ ।

### ଆଦାର ଚିନ୍ତାରେ

ବଂଶ ବଂଶ—ଏବଂ ବଂଶ—ଏତାକୀ । ଏତ ବୋଧ କାହେ କରେ ।  
ଆମି ବଂଶ ଦେଖିତାରେ ଯେତେ  
ଆଦାର ଆଦାର କାହେ ଚାଲେ ଆମି,  
ବଂଶ ଆମି ଏହି ହୁଅନ୍ତୋସେ :  
ନେ ଦେବ କଲେଇ ବଂଶ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଏତା କବା କର ।

କବି ଜୀବନାନନ୍ଦ ସାହସିକର "ଆମାମା" । ଶ୍ରୀମ ନିଉଜର୍ସି ବିଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର  
"କ୍ୟାନ୍ଟାମିନିଂଡେ, ଶ୍ରବଣନା, ନେ-ଶ୍ରବଣନା ବଂଶେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନା-ମାନା ଦେଖିବାର  
ପାଶେ ଲେଖେଇ ନେ ପର୍ବାରେଇ କାହୋ, ଶ୍ରବଣ ନିକଟାର ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀମାତ୍ମା କାହୋ  
ବେଶି, ଦେଶି ନେ ନିକଟାର ଶ୍ରୀମ-ମହାନୀ ହନୁବିତା-ଶ୍ରବଣୀ କାହୋ । ଶ୍ରୀ  
ବେଶେ ନେ ଆସି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମ ଏକାହି କାହୋଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀମାତ୍ମା । ବିଶେଷ  
ଶ୍ରୀମ କାହୋ ନେ ପର୍ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାହେଇ—ବାହେଇ ବା କେନ୍ଦ୍ର ।—କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର  
କବିଶ୍ରୀମ ନିଃସନ୍ଦେହ ମହାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଆମ ମେଠି ନିଃସନ୍ଦେହ ହୁଲେ ଏକାହି ଅନନ୍ତ  
ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଶେଇ ଉପାହାସ । ଦେ-ହୁଆର ଆସିବାର ଶ୍ରୀମ ଜୀବନାନନ୍ଦ  
କାହୋ, ନେ-ହୁଆ ଜୀବନାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାତ୍ମା । ଆଲୋ-ଆସାମି ହୁଆମାମା ହୁଆମାମା  
ଜୀବନ, ତବୁ ଜୀବନ—ହୁଆମାମା, ବାମାମାମାମା, ତୋହୁମାମା-ହୁଆମାମା ହୁଆମାମା  
ଆସିବାର ଜୀବନ । ଜୀବନାନନ୍ଦ ଏହି ମହାନେ, ଜୀବନାନନ୍ଦ ହୁଆମାମାମା ମହାନେ,  
ଜୀବନାନନ୍ଦ ନିଶେଇ ଆମର ଆସିବାର ।

# জীবনানন্দ দাশের আত্মকথা

অক্ষয়কুমার সরকার

কাব্যরসাত্মকভাবে কবিতা রচনা করে আসছেন। কতকগুলি সহায়তা করে সেই বিষয়ে আমার যোগদানও হয়েছে। কিন্তু সবে-সবে আমি অস্বস্তি করেছি যে প্রত্যেক বছর কবি বিশেষ একটি সভা, 'বাণী' সভাটার আগন্তিক না থাকলে, তাই, সাধারণ্যে উদ্ঘাটন করেন। সুতরাং জীবনানন্দ দাশ যে-শব্দলৌকিক রচনা ক'রে গেছেন তাও আশ্রয়িত আপাতত পাঠকের ব্যক্তিগত বোধনভিত্তিক উপরে ছেড়ে দিবে আমি যদি তবু তাঁর অভিমতের পরিমানে অগ্রসর হই তা হজমের বোঝা অস্বস্তিক হবে না। বিগত ১৩-১৪ বছর ধরে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, খুব অল্প লোকই বোধ হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে এখনো তিনি নির্জনতার কবি, প্রচণ্ডতার কবি; তাঁর ব্যক্তিগত এবং অধ্যাতিক সংসারবিমূখ পন্থাতক কবি হিসেবেই। এই ব্যাপণা কিন্তু, আমার বিবেচনায়, পূর্ণাঙ্গ সভা নয়। শেষদিকের রচনার জীবনানন্দের চিন্তা ভাবধারা এবং স্রষ্টার ধ'রে উঠেছিল। যেনোমত ভগ্ন হেঁকে কিছুদিন তিনি কর্মসম্পন্ন ভগ্নে ভ্রমণ করেছিলেন এবং পুনরায় নবতর উৎসাহে যেনোমত ভগ্নেই কিংবা গিরেছিলেন। এই বহুকালের ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে বিজ্ঞান আছে, অস্বস্তি এবং স্রষ্টার বিকৃত আছে, প্রাথমিক বোধে সীমাবদ্ধ যেন-নেওয়ার নির্জনতা ছাড়িয়ে চোখে-দেবার ভগ্নটুকু এখানে বিকৃত এবং অস্বস্তি হ'বে উঠেছে। বলা বাহুল্য, ধীরে ধীরে কলিতা নবিতাভাবী, বাহ্য-তৈরির বেলার, অর্থাৎ, চিন্তা নিয়ে চিন্তা করায়, তিনি হঠাৎ ততটা সজ্ঞা পান না। হঠাৎ-কাজেই তাঁর আনন্দ, অস্বস্তিকে প্রকাশ করতে পারেনেই তাঁর নির্জনতা। শেষের দিকের রচনায়, কিন্তু, জীবনানন্দ দাশের চিন্তা কবিতা এবং চিন্তাবদ্ধকে আবেগপ্রবাহ ক'রে তোলায় গড়ে হয়েছিলেন।

‘পৃথিবীর পথে গিয়ে কান মেই’—এই কথা ধ'লে সমস্ত সাম্প্রতিক উদ্ঘাট



## কবিতা ମୌସ ୧୯୭୧

ଏକ ଓଡ଼ିଆର ଦିବେ ମାମ ଦିବେ 'କେବେ କେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାମ' ବିନି ଶ୍ରୀମତ  
କରେଇଲେ, ଏକା ବାହାନ୍ତି, 'ନେଇ କବିର କନୋବିରାଣ ଗାନ୍ଧାରାଜି ନବଫିତ ହସିନି ।  
ନୋକାମରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିରେ, ବିମତ ସହାୟତା ବିହୀନ ଆବର୍ତ୍ତେ, ଜୀବନାନନ୍ଦ  
ହାମ ଶ୍ରବଣ-ଶ୍ରବଣ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ଅହରାବ କରେଇଲେନ । ମଞ୍ଚିକାମେ କବିତାକଳି,  
କାହିଁ, କହନୋ ମଞ୍ଚିହାମ-କରମ, କହନୋ ବା ନାମାଦିକ ବୈଶବୀତ୍ୟ ଏବଂ ଅନାମଜାତ  
ସୋଷେ ଅଜ୍ଞାନ । କିନ୍ତୁ ଏ-ଅବସ୍ଥାଟି ଅନ୍ତକାଳହୀନ ହେଇଲ । କେବଳ, ଅନାମଜ  
କବିର ମତେ ଜୀବନାନନ୍ଦର କାନ୍ଦେ ବିମତ ସହାୟତା ମକନିଷ୍ଟ, ଯେନେ ମହତା ହ'ରେ  
ସେବା ଦେବିନି, ସେବା ଦିହେଇ 'ସ୍ବାମୀ ମତେ' କହନାମି ହ'ରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାକାଣ ନୟନାବ,  
'ଏକଟି ପୃଥିବୀ ନଈ ହ'ରେ ମୋହେ' ଏବଂ ତାହା ଆବମାମ 'ଆମ ଏକଟି ପୃଥିବୀର ବାବୀ'  
ଦିବ କରାଣ କହନା ଦିହେଇ, ମରାମାମି, ଦେନାଟି ବାମାମୋରେନ ହ'ରେ ଏବଂ ମହାକଳ  
ଅଜିବେ ସାହସେ ମୋହରେନେନା ଡିହେଇତାମଜନିତ ହୁଅବାହାମେନ :

ବାହାର ଜଳ ଶ୍ରାମ ବିରାମାଣ ଅମୋହୀବତ୍ୟା ଦିବତ କିତେନ ।  
ହୁଏ ଆଦେ ଟାମେ ସେନେ କେବେ ହୁଅନି ଅବତାଣ  
ବୋମା ଦେବେ ଦିବେ ଅମେ—(କହ କାଣ ବାହେ ।  
ଆମ୍ଭାଜିତ ହ'ରେ ଦେବେ ବାହେ—କିନ୍ତୁ କାଣ କରେ ।  
ସାତ ଦେଇ—କୋହାଣ ସାହସ ଦେଇ : ବାହାର ଜଳ ଶ୍ରାମାଣି ଏକଦିନ  
ଆମମାମ, ଅଟେ କବିର ଅଳ ଦୁଃଖା ମଟିମତେବା କୋହେର ସାହସୀ  
ହ'ରେ ମୋହେଇଲ ଶ୍ରାମ : କିନ୍ତୁ ଦେବେ ମହ :

ଏହାମେ 'ବନଜା ମେନେ'ର ସୋର କେଟେ ମୋହେ । ଶ୍ରାମି ଏକେ, ମହତ ମୋହନାମ  
ଅବମାହନ କ'ରେ ସାହମାଣେ ବିହୀନ ହ'ରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାକାଣ ଆମ କୁଣ୍ଡ ନେଇ ।  
କେ-ପୃଥିବୀ ନଈ ହ'ରେ ମୋହେ, ସାତ : ସୁତମ ପୃଥିବୀ-ନିର୍ବାଣ କି ଏକେବାହେଇ ଅନନ୍ଦବ ।  
ଜୀବନାନନ୍ଦ 'ଅହେ ବିବାସ କ'ରେ' ମହମେନ, କିନ୍ତୁ ମେହାମେ କୋନୋ ଆମୋକ  
ମୋହେନ ନା : 'ବିବର୍ଣ୍ଣ ଜାନେର ଗାନ୍ଧା କାମଜେର ଶ୍ରୀବିବେ ମହେ ଆହେ ।' ଏକଦିନ  
କାହେ ଆହାଣ ମୁଁ ଅମେନ, ମେହାମେ ଦେବମେନ —ହିମା :

ଏକଦିନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହମେନ  
କର୍ମାଣ ଅଳ ମୋହ କାହମେ ଅବତେ କାହିଁ  
ସେବେରି ଅବମ ଅଳ ବିବତ ଆମିର ମହେ ନାମ  
ହେବେ ଆହେ ବମେ ବାମ ଶ୍ରୀବିବେ ମିଶ୍ର ଆହାଣ ବାମ...

## কবিতা

খণ্ড ১৩, সংখ্যা ৫

মৃত্যু পৃথিবী-নির্বাণে, অতএব, জীবনানন্দ কবিতার এই ৭১ প্রকৃতি তেউই লাহায়া করবে না : 'চোখ দিয়া প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে লুপ্তের চেয়ে ছবির ছায়ায় সাধে চান্দাতি করেছে।'

আলোকের আশায় জীবনানন্দ যাত্রাবের কর্তব্যতো প্রবেশ করলেন, আত্মলেনে শিল্পীদের দিকে। কৃষ্টিতে যেরলেন, 'কোনো আত্মলেনী নেই আর আর শিল্পীর নির্জন করলেন।' আরো লুপ্তের পরিবেশে 'চোটে দিবে জন-বজায়তে দিলে' দিবেও কবিতেন 'কোথাও জীবিত নেই।' কতান না হ'বে অতঃপর তিনি সমাজকর্মীদের প্রতি কৃষ্টিতে করলেন, দেখানোও উৎসাহ পাওয়া গেল না। তারা সব 'স্টালিন, স্টেরল, ব্রক, অথবা হায়ের যোকা বয়ে' বেড়াচ্ছে; 'একল সৈন্তের বহু করণে পীড়ানীও বেশে'; সুনির্ভর পাঠ্যের অজ্ঞা যেন হল তাবের :

...যাত্রা বহুদায়

কথা ব'লে জীবনের বিহীন জাতি থেকে ফেল দিবে চার আত্ম ;  
অজ্ঞা বিহীন বিহীন জাত্যাহিত দিবেও কবিতা  
কাটাতেও বের অতঃপর দিবেও ।

তবে কি বিদ্যেবটে মূল্যবান আসান হবে ; জীবনানন্দ জীবিত করেন :

চক্রাকারে দুই দিবে কাল  
একদা বিজ্ঞেও উঠে প্রবেশের বহুদায়  
অতঃপর জাত্যাহিত দিবেও কবিতা

কিন্তু জাত্যাহিত, উঠে বসে, সমাজের সমাজান হবে না। কেমন বিদ্যেব যানে 'দুর্ভাগ্য ওপলীর জীবনই লুপ্ত' বর্তমান সমাজের জীবিতাতি আর জীবী সমাজ-পরিচালনার ওপলীচিহ্নায় জীবিতীকতার জীবিত সাংগে ; কলে কে-লমাজ দ্বিষ্ট হবে জাত্যাহিত জে। আলোকের যাত্রাকতে কেমন বিদ্যেব আত্মব দিবে না ।

অতঃপর, জীবনানন্দ অজ্ঞাযন করলেন, নিজেই যন জাত্যাহিত কবিতা উপরেই দিবেও কবিতা হল না : 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিদ্যেব চাকরি।' আর, কেহেও জীবিত-অজ্ঞাযন ক'রে জীবিত বাকা অজ্ঞাযন, জীবনানন্দও কোনো কবিতা

৩৩

1924



## কবিতা শৌৰ ১৩৬১

কথা নহ'। বৃত্তাঙ্গীৰ কবিতা আৰু প্ৰবন্ধমাণ ইতিহাসেৰে তাহে বেলে, বাচা ভাৱ  
চেতনাৰ স্তৰ বেলেটে অস্পষ্টভাৱে উপস্থিত, জীৱমানক বেলে বাচাৰ নিৰ্বোধ  
বৃত্তান্তৰ প্ৰেৰণা পেলোৱা। পুনৰায় বুজিলোঁ

...জীৱনকে সকলোৰ অৰ্থ কালো ক'লে  
সেৱক হ'লে এই অৱস্থা হ'ল পৃথিৱীৰ সত্য।  
অসত্য, অসত্য হ'লে যিহে বাচা হ'ল।  
একদিন কৰ্ম বেলে হ'লো।

এই নতুন ক'লে পাওঁ পুৰোনো উপলব্ধি নানান্বানে ফিৰি প্ৰকাশ কৰেহেঁ।  
বেমত, 'আবেহাটি পৃথিৱীৰ দাবী দিৱ ক'লে নিচে হ'লে লাগে সকলোৰ  
আকাংক্ষাৰ মন্তৱ অৱস্থা।' জীৱনানন্দ বা মনতে চান দা হ'ল এটো-বে বেলে  
বাচতে হ'লে মৰকাৰ সন্তিকুহা আৰু প্ৰত্যাহ : বে-অবিচলতা নিচে কবিতা আৰু  
মাটি আৰু মনোৰম মৰে। হাজাৰ হাজাৰ সাক্ষাৎকাৰ উপায়ে পত্ৰলেখ অগ্ৰাহ ক'লে  
লাভিলে নিম্নত হ'লেহে, সেই অৱস্থানিষ্ঠা। জীৱনানন্দেৰ কাহে, এখানে উল্লেখ  
কৰা মৰকাৰ, কবিতা সৰ্বমাই মাটি-আকাংক্ষাৰ সূচনা।

কোৱাও নাখিৰ কথা সেই ভাৱ, উল্লেখিত যেটো।  
একদিন দৃষ্টি হ'লে, অৱস্থানিষ্ঠা।  
দূৰ উপস্থিতি মাৰে প্ৰেৰণিলোঁ যেতে।  
দূৰস্থতা মাৰে হ'ল যেতে।  
দূৰ উপস্থিতি কেৱে দিৱ বাৰ পুনৰায় অৱস্থে।

কবিতাৰ দৃষ্টান্ত সমস্তকে এফিলে বাবাৰ প্ৰত্যাহা নহ, বিজ্ঞান বাচবে  
কানে দিৱ এবং পৃথিৱীৰ ক'লে প্ৰত্যাহ ইতিহাস। ইতিহাসেৰে জীৱনানন্দ অৱস্থাপ  
সূচনাৰ সন্ধান পেলোৱা : 'নহ-নহ বৃত্তাঙ্গীৰ বৃত্তান্তৰ ভীতিশৰ তাহ ক'লে...আহে  
আহে আহে—এই বাৰিৰ ভিতৰে হ'লেহে নক্স, হাজি, নিম্ন, ভীতি, মাহুৰেৰ  
বিষয় জাহা...।'

হা হ'লে পেতে তাৰ স্তৰ হা হ'লে এবং হ'লে তাৰ যোগসূত্ৰ পূৰ্ণে না  
পেলে ইতিহাসবোধ নেদাং কৃত্তকে অৱস্থিতিৰ অৱস্থে। এই প্ৰত্যাহ,

## କବିତା

ପୃଷ୍ଠା ୧୨, ଶାବ୍ଦୀ ୨

ଅବଶେଷେ, ଜୀବନାନନ୍ଦକେ ହିତାବହାର ବିଚ୍ଛେଦେ ନାହାନ୍ତ ତଥମ । ଲୋକସିଂହା-  
ବଦଳକ୍ରମେ ମହାଦେବ ବିକେ ଗ୍ରାସିବେ ଶିବି ଏକ ଜହନର ଉପଲବ୍ଧି କରୁନେ ସେ  
ବାହୁବିକ ନାହୁବେର ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସତୋଷି ନିର୍ମୂଢ଼ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସତୋଷି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ।  
କଥାର ଏହା କର୍ତ୍ତେ ନତ୍ୟକାର ଆତ୍ମୀୟତା ନା ବାକୀଃ ତାହେର ଉଚ୍ଚାରିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର  
ଅବିଚାର୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅମର ମହାଦେବର ସାଥ । ଆଶ୍ରୟ ଶର୍ମାବିଚାର-ବିଚିତ୍ରାହାର  
ଅବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଦିକ ବିଶ୍ଳେଷ ନିତ୍ୟର ଆହାସେର ସୈନ୍ଦବ୍ୟ  
ଆଳାପ-ଆଲୋଚନାକେ ଅନୁକୃତ କରେ ; ଆହାସ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣି, ଯାଣି ଏବଂ  
ବୁଝି ; ଜାଣେ ଶାବ୍ଦୀ ଆମାତ୍ୟର ଆହାସ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରମର । ଏ-କଥା ବୀକାର୍ଯ୍ୟ  
ଜୀବନାନନ୍ଦ ସମେତ, ଅବିକଳ ବୁଝି ଆହାସେର ଉପକରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେହେ, ଆହାସେର  
ସର୍ବଜିତ କରେହେ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିବିଷେହେ, ବିଷୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକ  
ଜୀବନେ, ବୁଝିବେ-ହାସିବେ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ଆହାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର କରେହେ ? କହିବି ;  
କଲେ, ଜାଣ ଆଶ୍ରୟ ଶର୍ମା ବ୍ୟବ-ଜାଣ, ଜାଣ ଆଶ୍ରୟ କଳାପକର୍ତ୍ତେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ।  
ତାହେ ସବି ହ'ତ, ତାହେନେ ପୃଥିବୀର ନାହିଁନାହିଁକ ହିଂସାହେର କଳକୋଳାହଳେର  
ଅବଶ୍ୟକ ଆହାସାହି ଅଟକେ ଦେବେ କେତେ ମାରତ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ରୀ, ଶାବ୍ଦିକେର ନେହେନ  
ବିଶୋଧବିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ସାଥ ଏବଂ  
ନାହୁବେର ତାହେହେ :

ହିଂସାହେର ଅବିକଳ କାହାଣୀର ଏବଂ ତାହେର ଶିମାହେ,  
ତାହେର ନାହୁବେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ତାହେର ନାହୁବେର କଲ  
ଜାଣେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ସାଥ : ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ତାହେର କ'ଣେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ସାଥ ।  
କିନ୍ତୁ ନେହି ତାହେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର କେ ଦୂର ଆଶ୍ରୟ ।  
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ବିଚାର୍ୟର ଅବ ବିଷୟ—ଅବିକଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ।  
ଅବିକଳ ନେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ନୁହେର ନେହି ନାହୁବେର ।  
ନୁହେ ନେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର କେତେ ନୁହେର ନାହୁବେର ।  
ନାହୁବେର ନାହୁବେର ନେହି ନେହି ।  
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ହାତୀ କୋଳେ ବିଷୟ କଲ କଲ  
ଅବିକଳ ନାହୁବେର ହାତୀ ହାତୀ  
ଅବିକଳ ନୁହେର ନୁହେର କ'ଣେ କେତେ ହାତୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୀର ସାଥ  
ନେହି ।

## কবিতা

শেষ ১০৮১

মাহুৰ যদি নত্যা-সতাই জীবনকে ভালোবাসে, সে জনক সমসাময়িক জীবনবোধের আভাস্যই হয়, তবে কেন এই লৌকপুথিক যত্নের, এই অসীম উত্তেজনা, বিপ্লবের নবযত্ন? কাহিনী জীবনাময় এক-প্রহর উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মত আশঙ্কায় মাহুৰ শুধু জনহীন নাই নিবোধ, নবের অত্যাচার কি ব্যক্তনা তাঁর অহুত্বভিত্তিক লক্ষ্যিত হয়নি। কর্মের তাত্‌কালিক প্রেরণা আবেশ। আধুনিক মাহুৰের ক্রিাকর্মের নিহনে যে-আবেশ চামকের আন্দোলন হয়েছিল, প্রায়শই তা কবিতা, নৃত্যভিত্তিক। পক্ষান্তরে, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানময় নৃত্য আবেশের বাহ্য পরিচীলিত তথ্য সক্রিয় হ'লে তত্বভিত্তিক জনভিত্তিক হচ্ছে না। প্রেমের অত্যাচার আমাদের জ্ঞান অর্থহীন এবং জ্ঞানের অত্যাচার আমাদের প্রেম কাইকরী না হওয়াতেই সাধারণ সৃষ্টি সাধনকে এতো বিচলিত, বাচনের ক্ষয় বাবহারের :

আমরা এক-পৃথিবীর বহুবিধভাষা

তথা তাকে বাবা কুল মতকর চিত্তায়

মধ্যকার বড়ো ভবিষ্যীর মূল্য নিয়ে এবং

মতক কর্মের বাতা পক্ষ তথা অহুত্ব বাস্তবের কীতি।

মাহুৰের তথা শুধু অহুত্বভিত্তিক থেকে আসে।

বা পেনে নিরুত্ত ক্রিয়া, বিপ্লব, একোয়েলো বিপ্লবের নবের কতাল,

জ্ঞানের নিরুত্ত থেকে মোর দুয়ে বাতে।

আমের ক্রিয়ার মাম উত্তরাধিকারে পেরে শুধু

আমাদের এই পক্ষকর

জ্ঞানের মোর মতকালিত ভিত্তিকের ক্রিা শুধু—জ্ঞানের মাম শুধু ;

তমুক কোষাক তা। জ্ঞান সেই মামে অর্থহীন

জ্ঞান সেই আত এই পৃথিবীতে। জ্ঞানের বিহনে মোর সেই।

এ-রূপের সমাজসংকট জীবনাময় বাস্তবের কাছে অর্থহীনত্ব বা বাস্তবত্বের অসামর্থ্য। অসমর্থতাও পণ্যায় বলে মনে হয়নি, আধুনিক মাহুৰের বাস্তবিক জীবনবোধই তাঁর কাছে সবচেয়ে অসামর্থ্য এবং মোচলীয় বলে মনে হয়েছিল। 'জীবনকে না ভালোবাসে', মাহুৰের অহুত্বভিত্তিক 'মানব'কে 'জ্ঞান, গাণি অসমর্থ বসন্তকালের মৌলিক সবচেয়ে পুনরায় অর্থহীন করতে না পারলে, কিছুতেই আর

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

যুক্তি নেই—এই বাণীই তিনি আশাব্যবহাৰে দিবে গেছেন ; এবং তাঁর চাইতেও বেশি কিছু, সৌন্দর্য কাকে বলে তাঁর অক্ষুন্নত নমুনা দিবে। সেই সৌন্দর্য তুমি চোখেই নয়, মনেই।

কলক, জীবনানন্দ দাসের সামগ্রিক কাব্যসাধনা গ্রেহ ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রকাশ। জ্ঞান এবং গ্রেহ, ইতিহাস এবং নারী, যুক্তি এবং দাশ—তাঁর কাব্যে একাত্ম, অবিভক্ত এবং সমার্থবাহক। গ্রেহই, তাঁর ক্ষেত্রে, পদার্থ বহুত্বকর্মের উদ্দীপক, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পারমিতা। এই বোধ কেহেই জ্ঞানের সঙ্গে অদ্বাদ, তাই, যৌন একাত্মতার চাইতে বিচারিত, জীবনানন্দ-কল্পিত নারীবা কবিতায় বক্তব্যসেই, এই বোধ যেন হয় জীবন-ও-তপস-লীন হ'য়ে থাকে অহুত্ব, যাকিন সঙ্গে আত্মপ্রেম সঙ্গে একাত্ম অস্তিত্ব হ'য়ে থাকে বিমিশ্র যত্নী আনন্দ। যে-অন্যকারের দিকে জীবনানন্দের কবিতা অমোহের টেনে নিয়ে যায়, যেটা আশার কাছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, তাও এই গ্রেহ-প্রকার বিলিঙ-বোধ। 'নিঃসৃত অশ্রুকার হাজির মাথের মতো', 'নিবিক্ত হাস্যাতার নরীরের হৃদয় অশ্রুকার', 'অশ্রুকারের চকল বিরাটে সজীব রোমন উজ্জ্বল', 'একাত্মের অশ্রুকারে অশ্রুশীল', 'হৃদয়তর ব্যাধ অশ্রুকার', 'শিথ বীথার', 'অশ্রুকার সনাতনে ফুবে বাওয়া—কিছু যরণের ঘুম নয়', 'চুল তাঁর কবেকার অশ্রুকার বিবিশার নিশা', 'থাকে তুমি অশ্রুকার, মূণোন্মুখি মনিষায় বনলতা সেন'—ইত্যাদি পংক্তির ইন্দিত, জীবনানন্দের ভাষাতেই বর্ণিত গেলে, 'নারীর জীবন থেকে পতিতাকারের জীবনে গালিয়ে বাওয়া', যে-জীবন অতর্ক্যাকার অহুত্ববহ, 'উজ্জল সমস্তমোহে' ভেসে থাকার চেতনার দ্য, সাধু এবং দ্বন্দ্ব। এই জীবনের দ্য না গেলে দ্বন্দ্ব বাহু এবং সমাধ পট্ট অসম্ভব।

আর, জীবনানন্দের কাছে জ্ঞান যানে পূর্ণাপর সমগ্র মানবজাতির কর্তব্যসাধনার আবহাওয়া ; হুল এবং নয়, বহু পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ; কখনো বা কতিপয় দেবী নরীর দ্বন্দ্ববহ। এটা ঠিক হুন্টে ইতিহাসচেতনা নয়, কেননা ইতিবৃত্তের প্রতি তাঁর কোনো দিগেই উৎসাহ নেই, কিন্তু যেটা ইতিহাসের অঙ্গপার, এটা অশ্রুকারের পাখত নারী বোধনা, এটা বোনিচকুত্ব

কবিতা  
শৌৰ ১৯৯১

এবান্, উত্তৰাধিকাৰ যোগ—জীৱনানন্দৰ কাব্যো ভা এৰাবাবদি উপস্থিত। কৃষ্ণ  
বহু, আত্মজনে নহ, আশাৰ তালোবানায় 'সকলোৰ তালো ক'ৱে জীৱনবাণন'  
সকল। বহাবতই দুৰ্বোদেৰ দিনে জীৱনানন্দ আত্মবেৰ শ্ৰেণিক হ'তে উপবেশ  
বিভেদেহন, বিবাদ বাবতে বহেহেহন 'জীৱনেৰ বতিহীন গ্ৰনতিশীলতা'ৰ :

আত্মবেৰ আশা তালোবানায় বাবা জনবাতি দুৰ্বেৰ বতি  
চিহ্না দুৰি গ'লোৰ দুৰ্ভাষি শ্ৰাদি বাতালো ইশ্বাৰ  
বাতিভটা আলো উজ্জলতা পাতি গাও ,

বহেহন বহনশীল আনন্দান গুনে  
তালোবেৰ চেতনাত নৰবাতি উজ্জল বিতে হেৰে  
নহুৰতে নৰবাতি পাতি হ'তে হ'লে  
আত্মা অতিৰ দুৰ্ভাষে গৈতে চাই—হেৰে ,  
পুৰিবাৰ ততাই বাতাল অহা মোকমান  
মোক পতা উঠিব শ্ৰুতি কৃত বসিত আশিৰ বহু হৈলে  
নহুৰত নহুৰতে হাৰ-হাৰ দহুা বেৰে জীৱনেৰ বিতে হেৰে ব'লে ।

এক বহো শ্ৰেণিক, আশিক এবং সত্যবাচী কবি আত্মবেৰ বেগে অহাই  
বহেহেহন ।

# জীবনানন্দ দাশের কবিতা

অরেন্দ্র কুহ

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ছাপা হ’ল যে মাসে, অষ্টোত্তরে জীবনানন্দ ৬’লে গেছেন।  
ঐক্য কবিতা গোড়া থেকেই অক্লিম ছিল, এবং বিশ্বকরুতাবে প্রতিমহনকারী।  
আমাদের মতো দীর্ঘের বয়স আর তিনি ছুঁয়েছে, কি হোবে, তাবের মনে  
পুত্ৰ বন যাওয়া বছর ব’য়ে সব চাইতে বেশি গুরুত্ব ক’রে কিমেছে ঐক্যই সেবা  
নারা পক্ষি, উপমা আর অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহিত সব কথা। জু যে যথা  
পেয়েছি তা নয়। যথাও পেয়েছি, আবার নিতিনিরপেক্ষ স্বব্যাখ্যেপ একাধ  
কল্পতে গিরে কতো সময় অথাক হ’য়ে পেয়েছি জীবনানন্দেরই কোনো-না-  
কোনো লাইন বেগিবে এসেছে দুখ থেকে। আধুনিক কাব্যের দাওয়ায় এক  
হুতের তলিত্তার আত্মক অবত আশা নিয়ে থাকারতটে আমরা অভ্যস্ত।  
সে-অল্লিগতাঃ প্রত্যাশাকে একেবারে তুচ্ছ করে উড়িয়ে যেন জীবনানন্দ—  
অর্থাৎ, বন যাওয়া বছর আগে পর্যন্ত সেবা দীর কবিতার প্রেমে পড়েছিলাম  
আমরা। দহন, অবত তরল নয়; তাবাসুতাব লেশমাত নেই কোথাও—  
কে-কাহনে বয়স অস্বকৃতি স্নেহও জীবনানন্দে ঐক্য কান-মনের সন্ধ্যা দহতাই  
কম। সেই আমরাও অনেক বয়সে গিয়েছিলাম ঐক্য শেষ পর্বতের কবিতায়  
এসে। বয়সে দহতো তিনিও গিয়েছিলেন। সুবোধ্যতাঃ অতিবোধ কল্পে  
ঐক্য চোখে-দূখে সেই বিখ্যাত জীবনানন্দীর কৌতুকঃ চাপা হানি কো  
দিতো—যে-হানি কোনোদিন কোলদায় নয়। সুবোধ্য নাগতো, কিন্তু হান  
হাক্ষুদ না। ‘দূসর পাখুগিনি’ আর ‘বনমতা সেন’—‘এক পহলার একটি’  
নিতিকের আদি সংকলনে বায়ামি হুঙেব ছোট, ১১ বইটি—দিয়ে যিনি কিনে  
যিয়েছেন আমাদের—তিনি আমাদেরও অলাভনি দিয়ে অত কোনো একেতা  
পাঠকের অত বচনাতীত প্রকারের পতীরতর কাব্য বচনা করছেন ব’লে খীকার  
কল্পতে ইচ্ছে করত না। ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র তাই একসঙ্গে এক বচনার সন্ধান  
পেয়ে উৎসূহ হয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যে পূর্বাপর কবিতার যথো



## কবিতা শৌৰ ১৩৬১

নিজেতে নিবিষ্ট করতে পারলে তাঁর শেষ লেখার সঙ্গে আপেক্ষাঃ লেখার কিছু পারস্পর্য নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার সে-আশা নিকল হয়নি। শেষ পর্বেও অত্যন্ত কিছু কবিতার মধ্যে নিজেকে আমি প্রবেশ করতে পেরেছি। তাঁর শেষতম কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপিটিও সস্ত্রতি আমার দেখবার হ্রদেগ হচ্ছিলে—যে-সব কবিতাকে লঃশোবন—তাঁর ভাষায় ‘পরিশোবন’—করবার সময় আর তিনি গাননি। যদিও এ-সব রচনা আমারকে ‘মূলতঃ পাণ্ডুলিপি’ আর ‘বরজতা সেন’-এর সমঃপরিমাণে আচ্ছন্ন করেনা,—তাঁহ’লেও বলতে পারি কানঃমনকে অত্যন্ত করিয়ে দিতে পারলে এঃকবিতাতলিও আগের মতোই স্বচ্ছ ব’লে ঠেকবে। এবং যাঃ-যাঃ সে-সব কবিতা পাঠ করার পর আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে কাব্যের একটি মহত্তর পর্বে বিবর্তিত হ’য়ে উঠতে-উঠতে অসময়ে বেধে পেল। জীবনানন্দ চ’লে গেলেন। অতঃপর্বে রচনাঃবলী অপর অনেকের কাছেই এখনো।

পর্যায়ঃ বহির মতো—ওহু [ ৩ ] পর্বারে চেরে উল্লসিত থেকে  
বেগিতে সে মাকড়সে তলিঃ দুটোতে টারে টারে—

তাঁহ’লেও, মনে হয়, আদিপর্বেই নিবিষ্ট নির্জন নিঃসর্গনিকেতনে বহুকাল কাটানোর পর, মানবতঃগোর এই কৃতীর অচেতনঃ আলোর সমাঃসঃগারে যদি তিনি প্রবেশ না করতেন, এঃদুঃগের বেধনার, কৃষ্ণাঃ, বিজ্ঞানঃ অতঃকাঃে তাঁকে যদি পথ হাঃফাতে না বেধতঃ তাঁহ’লেই বরঃ নিঃগাঃ হতঃ আদ্যঃ। অভিবঃগ থেকেই যেতো।

এঃদুঃগের পক্ষে অত্যঃবীর এক সমঃকবিঃ জীবন তিনি যাপন ক’রে সোলেন। আমারে কোঁঠ কবিঃের মধ্যে অনেকই প্রাঃভিকঃ। গল্পে উপঃভালেও তাঁদের কারো কারো প্রতিভা মহান উঃসাহী। জীবনানন্দ তুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেননি। তাঁর যে দুঃচারটি প্রবঃ সাঃসঃগঃের পাঃ্যঃ প্রকিঃ হ’য়ে আছে সে-ও একঃকঃ কবিতাই, তাঁই কবিতাই মতো বিশেষ একঃরঃের পক্ষে লেখা। এবং কবিতা লিঃতে ব’লে উঃসঃকঃ কবিঃ ক’রে যেতে তিনি সিয়াঃজ করেননি। তাঁর পতঃ

## কবিতা

৭৭ ১১, অধ্যায় ১

কবিতার কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি। আসিতেছে, কাটাছেছে, জাকিয়ার, কব, কবিবে,—এ-বহনের ক্রিয়ামবলম্বের অনর্থক ব্যবহার তাঁর কবিতার ঘোষ না হ'লে বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ হ'লেই বেধা দিয়েছিল।

তাহাড়া এ-দুপের আধুনিক নগরপুঞ্জিক আবহা একরকম সবাই যেন জেনে নিয়েছি, তিনি তাকে বহুকাল আহল যেননি। একদিকে যেন হান্স হুয়ে খাঁটি নগরজীবন নিয়ে লেখা সময় সেনের চতুর্থ পুস্তক সব কবিতা, জীবনানন্দ লিখেছেন বান, হাওয়ার হাত, বুনা ধান, নন্দ্যাদা। বহিষাগে কব, বহিষাগেই জীবনের প্রধান আশ কাটিয়েছেন। কলকাতার আকর্ষণ একেবারে যে ছিলো না তা নয়, শেষ দিকে বরং এই অনুরোধে-বোম্বা-ইন্দ্রিতে ইন্দ্র-বহানো, এবং তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন জনতার কলকাতাতেই তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এ-আকর্ষণ সেই বক্তাব্য বা দুই বিজ্ঞের মধ্যেই জন্ম পড়ে।

নিতান্ত পের ক'বহরের ছাড়া তাঁর গ্রাম সব কবিতাতেই তীব্র এবং প্রখার প্রত্যক্ষতা নিয়ে গ্রাম-বাংলা উপস্থিত—বহিষাগের, কখনো আশাম-অহমোর আশমিত্তে যে পত্নীপরিবেশকে তিনি চিনেছিলেন। বাংলা বহিষাগের লালকাটা বহট। তাঁর কাছে যে অবস্থা এক কোকুহলের বিবর ছিল, অবশ্যে একা-একা ঘাটে পাঠচারি করতেন আর তাই। কেবতেন, কংকট। লাকার মত তিনি যে কিছুকাল আসামের অহমো বান করেছেন কিংবা তাঁদের বাকিতে যে বহের বোম্বা-বোম্বা অসংখ্য শিকারের টুকি—বাহের চাকড়া, বহিষের শিকার বুন পাখুনি—কোম্বানো ছিল, এ সব কথা জানাটা কবিতার উপভোগ ব্যাধার না করে, কিন্তু শিল্পীর মনের প্রকৃতিতে কিছুটা বহুত উদ্ভাটন করতে পারে হুতো। বোম্বা তালিকা কহলেও বেধা বাবে, বামোহেনের গাছপাখ, কল, পাখি, জীবজন্তু এত দার আর কোম্বো কবির হুতোতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিবিধ ধর্মে নিচে লাল লাল কল প'ড়ে ব্যাৎ জীবনানন্দের কবিতায়। বিজ্ঞের জানালায় আলো আর কুসুমি খেলা করে, বহু পাখার ভিত্তে ব'লে শিশিরে পলক যেন পাখি; সোনার খেলার যতো সুখ আর কল্যায় ভিষের যতো। তাঁদের বিখ্যাত দুই

## କବିତା

(ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧)

ମିଶୁଣେ ମାଛ ବଂଶେ ଏକା ମେଠା ଯେବେ, ଭଲମାଟି ଅସମ୍ଭବ ମାଛ ମାଛାଢ଼େ  
କେବଳୀ ବୀଳିଆ, କେବଳୀକିତେ କ'ଣେ ସାଥେ ଅସମ୍ଭବ ଆକାଶକୁଳ । ଏକମ  
'ହୁଲୁ ମାଛ ମାଛାଟା' ଆସନ୍ତା ଇତିମୁଖେ ଆସ କାହା କବିତାରେ ନାହିଁ ।  
ଅନେକ ମିଶୁଣେ ଗାଳ, ଅନେକ ଚୁକା, ହୁଲୁର ଅଧୁନେର ବନ, ବାବଲା ଗଳିର  
ଅସମ୍ଭବ, ମାଳ ମାଳେର ବିବିଧ ସାଧା, ଓହ୍ଲ ଓହ୍ଲ ବସିତା ମାଛ, ଆମ ନିଜ ଗାଳ  
ହାଟି ମିଶାଳ ମିଶାଳ ଆସନ୍ତା ମିଶୁଣ ଦେଖାଡ଼—କିନ୍ତୁ କ'ଣେ ଆସେ ।  
କେବଳ—କବିତାକାର ଚିନ୍ତା, କାବିତାକାର ବନ, ମାଳମାଳ ହୋମା ଆସେ ହୁଲୁଣି ସାଧ ।  
କାଳ ମାଳେକି କବିତାର ଅସମ୍ଭବ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସର୍ବତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କେବେ,  
କେବଳ କ'ଣେ ମାଛ ମାଛାଟା ସାଧି ସାଧି ହୁଲୁ ଯେବେକେ ମାଛାଟା କ'ଣେ ମାଛ ।  
ଆମ ଏହି ଜୀବନାନ୍ତର ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଗୋଟିଏକେ ଆମା  
ସାଧାରଣ ମାଛ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମାଛ ଗୋଟିଏ, ଅନେକ, ଆମେ ମାଛାଟା ହୁଲୁ :  
ହୁଲୁରେ ଅସ ମେଠା, ଏକା ମାଛାଟା, ଅନେକ ମାଳିକ, ମୋରାଳି ଗିଳ, ଗୋଟାକୁଳ,  
ସାଧାରଣ, ଅନେକ କିନ୍ତା ହୁଲୁ ମାଛ । ମାଛାଟା ଆସେ ହୁଲୁର ଆମ-ମାଛାଟା  
ହାଳ—ମାଛାଟାକେ, କିନ୍ତୁ-ମାଛାଟା-ହୋମା ବୋଲନ୍ତା—ବୀଳିଆ ; ମାଛାଟା ବକ—  
ବୀଳ ମାଛାଟାକେ ହୁଲୁରେ । ମାଛାଟାକେ ଗାଳ ଆସନ୍ତା ଏକିନ୍ତେ କୋରାକେ ବୁଲେ  
ହାଳ ଓହ୍ଲ ସାଧ । ଆସେ ଆସେ । ମାଛ-ମାଛାଟାକେ ଅନେକାକେ ହିଲେକେ ନା,  
ଅନେକ ହୁଲୁ କବିତାର ବିଳେ । କେବଳା ଗୋଟାକେ, ମାଛାଟାକେ, ଗୋଟିଏ ମୋଟେ  
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋକ, ସାଧି ଆମ ବୀଳ ମାଳ, ମାଳିକିଲେ କାଳା ଗିଳ, ଗୋଟା  
କିନ୍ତୁ, ମାଛାଟାକେ ହୋକା ଆମ, ମାଛାଟାକେ ମେଠାକେ ଆମ ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟାକେ ଗୋଟାକେ  
କବିତାର ସାଧେ ବାଳେ 'ମୋଟାକେ'—ମୋଟା କାଳ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାଳ ସାଧ ।  
ହୁଲୁକେ ମାଛାଟାକେ ହାଳେ ହୁଲୁ ମାଛାଟାକେ (ବିଳାଳ କ'ଣେ ମାଛାଟା ଏକ ବୋଲେ  
କେବଳ ?) ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟାକେ ଗୋଟାକେ ଆମ' ମୋଟାକେ କିନ୍ତୁକେ ହୁଲୁକେ  
କେବେ । 'ବୀଳାକେ ଗୋଟାକେ ମାଛ, ବୀଳାକେ, ବାଳିକେ ହାଳା ଆମ-ମାଛାଟାକେ  
ହୁଲୁ ହୁଲୁ ମାଛାଟାକେ ବାଳିକେ ବୋଲେ ବୋଲ । କିନ୍ତୁ ମୋଟା ? ମାଛା ? ମୋଟା,  
ବିଳାଳ, ବୀଳାକେ ମୋଟା ଆମ ବାଳିକେ ? ମାଛାଟାକେ ଗୋଟାକେ, ମାଳିକେ ବାଳିକେ  
ଗୋଟାକେ ବାଳିକେ ବାଳିକେ ? ଏକାକେ ବିଳାଳେ ହୁଲୁକେ ବୀଳାକେ  
କାଳେ ଗୋଟାକେ କେବଳେ । ମାଳାକେ ଆସେ ।

पृष्ठ १३, पंक्तिका २

আন্তর্য্য হ'য়ে আবিষ্কারে কল্যান—গাছ ফোঁসকাড় ঘাট জোড়ের এই  
 বিশাল হাতো হুল নেই—চটিং মোহনহুল, মটকাহুল, হু-একটা মসাহুল আর  
 নান্দা মণ্ডা শেকালির বিহল উল্লের ছাড়া। কল আছে, ডাঙ সাহায্য : তরুণ-  
 ময় আর লুপ্ত বাসনাতির মস্তের কথা আছে এক কবিতায় ; লোকমানি  
 হাখারের খাতের আতাকলঙ পাওয়া গেল। বাহি বাকে তু বেতকল  
 ( 'তোমার চোখের মতো হান বেতকল' ), আনিটে পুহুয়ের সিঁচাডায় কল  
 ( গানিকল বদলে আরো ফেনা জাপটে ), আর হু-একটা নটে নান্দা মণ্ডা। অথচ  
 বাহ-বাহ কুর-কুরে বে-জিনিশের কথা জীবনানন্দের কবিতায় আসে তা কল  
 নয়, কলস : মোহন, ময়, হান। বাবের গর কলতে তাঁর ছাতি নেই। এ-সব  
 হেফজের নিকর তাঁড়ায় খেঁচে এসেছে।

102



শেৰ ১০০)

হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একমাত্র ব্যতিক্রম বলতেই চলে। তুমি কি বুঝেছ? গভীর, গভীর, আলোক পূর্ণতা বিহীনতার কলসীমাথা, লাবণ্যময়ী কলসী হেমন্ত। বাংলা কাব্যে বর্ষায় সৃষ্টিতে, বসন্তের বসন্তায় দুয়ার। এবং সে-কলসী বিখ্যাত কলসী—বিখ্যাত আরো। অনেক কিশোর দত্তো—জীবনানন্দের কবিতায় অঙ্গপস্থিত। হেমন্তের গভীর গভীর রূপ কীটন-এরও প্রাণ ফুলিয়েছিল। শেষ গর্বে জীবনানন্দের কাব্যে বসন্ত জন্মের ঘটেছে, হেমন্ত তখনো গায় উৎসাহে হ'য়ে ছিল, তাই ব্যবহার বহিঃ তখন কিয়। হেমন্ত প্রবর্তন গভীর, কলসী, বিস্তার :

**ସେହିସମୟ ବାସ କରି କଲେ—**

ହୁଏ । ମା ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟା ଏହିପାଦେ ଚାଲିଯିବା ଦେଖେ ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ** : ସବିତ୍ରୀ

ଆମି ନେହିଁ ହାସଲୀରେ ଦେଖେ ନାହିଁ—ହାତ ଆଗରେ ନବୀର ଓ-ମାତେ

**ନିନ୍ଦାସୋପାନ ଯୋଗି ବାଣୀ—**ଉମ ବାସେ ଗଢ଼େ ଡାମ

**କୃଷି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ସିଂହଳ ବାହାରି ଯାଇଛି ।**

দুস্থার পুত্রতা নিয়ে দুস্তের শিরে সে ঝাঙ্কিবে থাকে ; নত্যাতার সংকটের  
কথা জাবতে গিবেক মনে হয় হেমন্ত জার প্রতীক । আবার শেষ বিধবার  
কবিতার ও প্রতীক হ'য়ে উঠেছে নত্যাতার যে ঐশ্বর্য, লক্ষ্মি, সন্দর—তার :

**যেদর ইচ্ছায় সেদর গৃহিণীর আত্মজ্ঞান বৈদ্য**

**କୋଷାଂ ୧। ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋପାଳ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ :**

**କାହ୍ନୁର ମାହୁର ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ-ବଢ଼ିଆ କାହ୍ନୁ**

**ପିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।**

হেবত আসিলে একই কালে জীবন-দৃষ্টা, লভ্যতা-সংগট, পূর্ণতা আর বিনয়  
 একান্ত প্রতীক। জীবনানন্দের এই হেবত-দৃষ্টি খেতেই অহমান করা যায়,  
 অব্যবহিত সমাধের কন রক্ত সঙ্গততা গ্রানি আশ্রয় আর পাল ঠাঁকে  
 সাময়িকভাবে ব্যাচুল উন্মাদ এক অস্থির কঠোর কুলসেও বিস্তেল নিরাজিতের

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৫

অনবদ্য হুতানা শেষ পর্যন্ত কখনোই তাঁর নামাল পাঠে না। তার আংশিক প্রমাণ 'জ্যেষ্ঠ কবিতার' শেষ দিকের পাঠ্যে উপস্থিত।

তবে একটা কথা ঠিক। মাহুকের কিতাবের সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশে জীবনানন্দ স্টাইলই অপ্রতিষ্ঠিত বোধ করেছিলেন। অথচ বিত্তীয় মহাবুদ্ধির আসন্ন ভিত্তিতে দারী দয়তরের পুণাল পৃথিবী এবং দ্বায়েনাগ। তত্ত্ববিনে বাঙ্গা-  
য়েনে ইত্যত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে বিচরণের ভাড়া।  
'অন্তর্ভুক্ত মাহুকের দ্বায়ে বিদ্যাস কেবলি শিখিল হ'রে দার'।

এ-রূপে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিও আলো  
কোনো হৃদয়ে সেই ব্যক্তিকের। সেই তো দ্বিতীয় অস্তিত্ব  
কান্তির দ্বায়ে দ্বায়ে :

দে-অন্তর্ভুক্ত এসে 'মাহুকের বিদ্যাস বেহের সব বোধ' প্রকাশিত ক'রে দেবে।  
নেই, নেই। হেদত হুতানে গেছে পৃথিবীর ভাড়াবের বেহে।

অথবা নামান্ত লোক বেটে বেতে মেহেরিস ব্যক্তিকের তাহে পথ দিয়ে  
কি ক'রে তাহলে ভাড়া এরকম দ্বিতীয় পাঠ্যালে  
তত্ত্ববিনে অস পদ্ধতির দিয়ে দ্বায়ে বিচরণে।

হুতানের এমন নিকটে থেকে আর তাকে উপেক্ষা করার মতো সাধ।  
জীবনানন্দেও ছিলো না। এবং তাঁর মতো জীবনবিদ্যার কবির পলাতক  
এই প্রথম তির্যক দ্বায়ে দ্বায়ে লাগলো, একটি হ'রে উঠল সেই বিদ্যুতের দিকে  
আকর্ষণে তাকানো জীবনানন্দের কৌতুক-প্রবণতা, নিঃশব্দ অষ্টদ্বারি মতো  
একবার বেলে উঠে বা আদ্যের চমকিয়ে দেয়। এ-কালের কবিতার কাক  
ছিল বসল চিত্রল হরিশীর জাহঙ্গীর নিয়মে সোমেন পানিত, হরিনর হুতকী,  
অল্পস অল্পসী, যেটিও ট্রিটের ইদরী হুতকী, বাবে ঠেস দিয়ে লোল কিপ্রো,  
আমো আইনুতো ভিত্তিরি আর শাঁকহুতির মতো কিতাবিনী ('একদিন হাস  
ছিলো হুতকী বা, এখন হুতকী হাস হাস।')। কেলে-দ্বায়ে দ্বায়েইয়াটে থেকে  
হুতকী অস চেটে নেয় এখানে, দ্বায়ে বিদ্যাস চিনেবাগানের মতো, মাহুকের  
না দ্বায়েবের তত্ত্ববিনে বিদ্যাস। দ্বায়ে শেটল থেকে মোটরকার গাড়নের মতো

କବିତା  
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୧

କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରିମ୍ପେ ବାସ । ଆମ ଡିଲେ-ରିଲେ ନକାଶୀର ଅବାଠୀରେ ଉତ୍ତାମ  
ସାବିତ୍ରୀ ଉନ୍ମୁ ଶେନ

କୋପାଳ ପରେର ବାଢ଼ି ଏହୁଁମି ମିଳେବ ବେଳେ—ଏବେ ବସ,  
ଅମେର ବଢ଼େ ନାହିଁ ।

ତାହା ଉତ୍ତରାସ ମକଳେ, ବାଢ଼ି 'ଅମିଷ୍ଟନୀର ଗତି' ଏକଜନ ହୁଏତେର ହାତେଇ ଉନ୍ମୁ  
ସାବିତ୍ରୀ ଆଜକେ ମୁଁବିବିତେ ।

ବାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରେର ଅବକାରେ ବେଲେର ଅବିଷମ ପାହାଚ ବଢ଼େ  
କୋପାଳ ବଢ଼ିର ପାଏ ଇଡ଼େ ବେଳେ ଗାମ ।

ହୁଏତେ ମାଢ଼ି ଶୌରମାନଙ୍କ ଏକଜାଳ ମଠେ ମହରେ ଏଲେହେନ, ଏଲେହେନ ଶାଢ଼ି ନର-  
ଜାମ ନିରେ । ତିନୁତ ଶ୍ରମକେ ଚୌତୁରାମିର ତିନି ପୁଣେର ହିଲେନ,—ନାମକାଠା  
ସାବିତ୍ରୀ ଅସ ମେଠା ଶେନ ମହାବେ ;—ନେ-ଚୌତୁର ଶ୍ରମ ଶାଢ଼ି ମିତେକେତେ ମେଲେହେ,  
ନେବ ମାସ ବେଲେହେନ ତିନି, ଶେନ ଶ୍ରାବେର ଶ୍ରମ ଶେନେ ଚୌତୁର କାହେନ । ତାହା  
ସାବିତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନର ଜାମା ହିଲେ ନା । ମେ ହିଲେ ଆମ ଏକ ମୁଁବିବିତେ କବା,  
କେତମତେ କିହେତେ ହ'ଲେ ଏହୁମେର ଶୌରମାନଙ୍କେ 'ମଠେହେ ବହର ଆମେକାର  
କେବା' ମୋସନ କ'ରେ ମାସ ମେଠାତେ ହ'ତ । ଏବନ ବହନ ହୁମାକେର କିହାକାର  
ସାହାବଜାମା କବା ଶେବେ ତିନି ମେଲେନ ;

ସାବିତ୍ରୀ ବାଢ଼ି ମୁକ୍ତାର ଉତ୍ତରାସ ହ'ଲେ  
( ଏ ବଢ଼ି ଉତ୍ତରାସ ବାଢ଼ି )

ଉପହାମିତାର ବଢ଼େ

ଆମାସେର ଶାଢ଼ିର ମହା

ଏବେ ମଠେ ଆମାସେର ଶିର ହ'ତେ ବାଢ଼ି ।

କିମ୍ବା ବାଢ଼ି

ବହୁତ ବଢ଼ିବେ ଆମାସେ—ଅତିବିଷମିତ  
ବହୁତ ବାଢ଼ି ମଠେ ବାଢ଼ିବେ ।

ବହନ ଶେବି ବଢ଼ି ବଢ଼ିବେ ଆବେନ ସାଢ଼ି ନେଇ, ବହୁତା ନା, ବାଢ଼ି ନା । ଶେବି  
କେବେ, ତିନି ବିଜ୍ଞାନ, ଉନ୍ମୁ ନା :

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

পরে আরো পতীৰক্স বিজ্ঞানায় তিহিরে নেবে গড়েছিলেন, মঞ্জর  
তাকিয়েছিলেন পদাঙ্কর পদ্যভার অস্তিত্ব লক্ষ্যের দিকে, তাঁকে বিভূষিত  
করেছিল অমর কবিতা কবী কল্পনাকে বলচিত্র, তথ্যাদি অস্তিত্ব; যে প্রাণের তার  
আজ্ঞায় তথ্যকবিতা। চিত্রগম্য ঐক্যের পরবিনী তথ্য। পদ্য-পদ্য পুত্র হাতের  
কবিতা এ-মুখে বিজ্ঞানকার হ'য়ে এগেছে, উপহার মণিমানিতা নিয়ে খেলা করার  
মন নেই :

পদ চিনে এ-মুখের চিত্রের অস্তিত্ব চিত্র তেজসে এসাম,  
তাকে তবু ?  
পৃথিবীতে : আত্মপদে : আত্মপদে যে পূর্ণ আলো তাকে :  
মুখের কবিতা অ-পদ্যময়ী হাতা চিত্র অলঙ্কারিত :  
পদ্য পদ্য হাট্ট জাম অস্তিত্বের পৃথিবীতে :

তেন আলো : মাজিরের তথ্যচিত্র :

যে মাজির, যে মাজির, তেজসে জোয়ার বাজা পুত্রের ললা কবিতা তবু ?  
মেকিল, মিনেতে, মিনে, চীন উত্তর আত্মপদে অস্তিত্ব কবিতা  
অস্ত এত পদ্যের দিকে পুথি চলে গাভ—মুখের কবিতা :

দার্শনিক তথ্যবিজ্ঞানায় মীমাংসা আনয়। কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা  
কবিতা। তবে চিত্রকাল কে-সব প্রতিক্রিয়া সত্ত্বচিত্র হতে মাজিরের প্রাণে প্রসবিত  
হলেছে, তা আর এক পৃথিবীর আর এক পরিবেশের কবিতাচিত্রের স্মরণ  
আসাবে—সেই মাজিরিক। মাজিরের অস্তিত্ব কল্পনা করুক, জীবনের অন্য লক্ষ্য,  
আর সত্যতার পদ্য উত্তরকে কেন্দ্র করে সেই অন্যতর প্রাণ আনতচিত্র হয়।  
ইয়েটল তাঁর পদ্য কবিতায় বলেছেন :

*Cast a cold eye  
On life, on death.  
Hermann, poem by !*



କବିତା  
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୧

ଆଉ ଏକଥା ଜଣାନ୍ତି ଶ୍ରୀକବୀରାଜଙ୍କର କେଉଁ କେବାର । ତିନି ଦିନ ବଢ଼ିବ ଯାକିର  
ଓଳାରେ ହାତ ଯେବେ ହୁଏତେ ମାଡ଼ିଲେନ

ବନଜର କେବାର ନାମେ କିଏ ଟାରେ କେଉଁ ଅସୋବ ଅସୋବ

ଆମେଟି ନାରୀକତା ଅନନ୍ତ କବିର ହାତ ବଢ଼ିବ ଚିତ୍ରକାଳ ଏମିତି ଓଳାଅ ଯାଏ ।  
ଦୁଇଟି ବିହୁନି ଯେକେ ହସତେ ଦୁଇ-ଦୁଇ କିନ୍ତେ ବଢ଼ିକାଟେର ଅନ୍ଧ ମା ଯିଲିକେ  
ଟାଣେ କେତେ ହସେ—ବଢ଼କାଳ ଆମ ଡିଂକେ ଆସେ ମୁଦିବିଦିତେ, ଶାଢ଼ୀ ଯୋରେ ବଢ଼ିକ  
ମାଧନା କେଲେ ବଢ଼କାଳ ବୋଲିତାବ ଡିକ୍ ଓଡ଼େ ଯାଏ ।

‘ଆଜ୍ଞା ଆସେ ଆଜ୍ଞା’ ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ଡିକ୍‌ରେ  
କେଲେବେ ବକ୍ତ, ଜାତି, ମିଶ୍ର, ଶାଢ଼ୀ, ବାହୁବେବ ବିବଦ ଡିକ୍—  
ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ, ଅମର ବକ୍ତବ୍ୟର ଆଉ ।

ଆଉ ଏହି ଓଳାରେ ଓଳାରେ ବନଜର ଯିଲିକ ମନୋରାଜେ ନିଜାବର ବଢ଼ିକେ ନିଜେ ମାଡ଼ିବେ  
ହସତେ ନେଇ ଅସୋବ ଡିକ୍, ବାଉଁଶ ନାଧନା ବଢ଼ାପୁରୁଷେଟା ଚିତ୍ରକାଳ ବଢ଼ିକେ ନେହେନ :

ଶ୍ରୀକବୀ । ଅନ୍ତିମ ଡିକ୍, ଅନ୍ତିମ ବକ୍ତବ୍ୟର ଆମେ ।

ହେବେବେ ବଢ଼ିକା । କବିର କଠିକରଟିଏ ଆବାସ ଓଳାରେ ମାଡ଼ି ଦେନ । କୋଷ ନା,  
କିନ୍ତୁ ନା, ଓହାମାନବାଦ ନା, ଗୋଟି ଶ୍ରୀତି କବିରାଜ ଡିକ୍ ବଢ଼ିକେ ଶ୍ରୀ ନିଜେଟେବେ  
ବଢ଼ିକର ବଢ଼ିକର ବଢ଼ିକେ ଡିକ୍ ଦେବିଲି ।

---

\* ଶ୍ରୀକବୀରାଜ ନାମେ କେଉଁ କବିତା । ଅନ୍ତିମ ଡିକ୍

## জীবনানন্দের জগৎ

অশোকবিক্রম রায়

জীবনানন্দের কবিতায় কুশালা-জালা এক দূসর ভগ্নস্তম্ভের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ঠিক সন্ধান পরিচয় নয়, আমাদের দু'খবরীল ঘন এখানে এসে যেমন যেন দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, অর্ধ-চেতনার অশ্লিষ্ট আলোক এখানকার সব-কিছুই অস্তরকম হ'লে মনে হয়, পরিচিত বস্তুগুলিও চারদিকে বহুস্তরন হয়ে উঠে, অথচ এদের অসীমতা করতে পারি নে, আপাতদৃষ্টিতে এরা বড়ই অশ্লিষ্ট হোক এদের যথোপযুক্ত একটা নতীর সত্যের উজ্জ্বল পাই যাকে আমাদের একটি মধ্য প্রান্তি হ'লেই মনে করি।

এই অর্ধ-পরিচিত ভগ্নস্তম্ভে সত্যই যতো বিষয়কর : এখানকার অল-দল-আকাশে যেন একটা প্রকৃতিগত পরিষ্ঠান ঘটে গিয়েছে : এখানে বস্তুপ্রতীতি আছে অথচ বস্তুতার নেই, বস্তুর গাঢ়তা আছে কিন্তু ক'প্রীতি নেই ; এ যেন অল-আকাশে তেলে-জ্বালা একটি মোদুলি-মেঘের জগৎ—কোথাও অঘাট বেয়েছে, কোথাও এলিয়ে পড়েছে, কোথাও ছড়িয়ে গিয়েছে, মাঝে কোথাও বাসল হয়ে উঠে যাচ্ছে ; রূপের বৈচিত্র্য, রঙের খেলায় অস্ত নেই, অথচ সব-কিছু খোঁজই করছে জ্ঞান আলোর কল্প বিঘ্নতা, যেন এরা দুটে উঠেছে মিলিয়ে মাঝে অস্তেই, এরা কেবলি রূপভরিত হচ্ছে : একটি আকর্ষণের সঙ্গে আরেকটি আকর্ষণ মিলে যাচ্ছে, একটি রঙের সঙ্গে আরেকটি রঙ মিলে গিয়ে যেখানে-সেখানে বিঘ্ন হয়ে যাচ্ছে, অথচ অল্পতর করছি, এদের সঙ্গে আমাদের চেতনার কোথায় যেন একটা মিল আছে, এদের সত্যের সঙ্গে কোথায় যেন আদর। একান্ত তাই আমাদের সত্যকেও এরা আদরিতর ক'রে তুলেছে।

কী ক'রে এ হয়, সে এক আশ্চর্য। দীর্ঘের সত্যের নির্জন হ্রদের বুক থেকে কুশালায় দল বাসরেখা উঠে যেমন চারদিকের পাহাড় ও বনকে চুপে চুপে দ্বিগুণে থাকে এবং সেবে হ্রদ, পাহাড়, আকাশ সব ক্ষেত্র একাকার ক'রে দেয়—জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের চেতনাও তেমনি একবে একই

## কবিতা শৌখ ১৩৩১

একটি ক'রে দুই অল্পকৃতিতে আচ্ছন্ন হতে থাকে এবং পরে এক প্রকার অল্পকৃতির ঘন বাসে সম্পূর্ণ হৈতে ছাড়ে। তাঁর জীবনকল্পনার বিভিন্ন ইতিহাসিকভাবে অল্পকরণ ক'রে আশাযেবর ঘন ধীরে ধীরে চেতনার এমন এক দূসর প্রান্তে যিনে তার বেখানে জর জন্য ও চৈতন্যলোকের চেতনাব্যাপ্তি পুণ্য হয়ে গিয়েছে। সেখানকার সূচিত আলোকে আশ্রয় আশাযেবর পত্তার যথোক্ত এ-কৃতি জনকের আশ্রয় আশ্রয়তা অল্পকরণ করি। এ ঘন চেতনে-অচেতনে-বেখানো এক ত্রিবিদ-উদ্ভাস বাসনোক,—এক আশ্রয়স্থির নৌদারিকা বা বর্তমান কালের পূর্ণপ্রকাশিত জনসেব যথোক্ত প্রচ্ছন্নভাবে বিবর্তন করছে; কবির নিস্কৃত ঘানে সে বরা হিয়েছে এবং সেখান থেকে তার পুণ্য আলো বিকিরণ করছে :

দশ দাঁট দাঁটের তিষ্ঠার

আমো এক আলো আছে; বেহে তার বিকসনবেলায় দূসরতা।

তোমার বেলায় হাত বেড়ে দিতে সেই আলো দূসর আছে দি

পৃথিবীর কতাবতী তেনে দিবে সেইখানে গায় চলে দূসর পতীর।

‘পৃথিবীর কতাবতী’ পত্তাই সেখানে ‘জান দূসর পতীর’ গায়, এবং তার বেহেত যিনে থাকে সেই ‘বিকসনবেলায় দূসরতা’। এখানে কবি তাঁর বহুতমর উদ্ভাসস্থিতিতে অতি আশ্রয়তাবেই প্রকাশ করেছেন: ণপ বেখানে দূসবাস সে-জন্য আশাযেবর অচেতন জনসেব কাছাকাছি, তাই এই বিশেষ প্রতীক ও যজ্ঞনার লাবায় কবি তাঁর অল্পকৃতিটিকে আশাযেবর ঘনে প্রায় পত্তার আশাযেবর মতো ক'রেই এনে দিয়েছেন।

বহুত চেতন-অচেতন-বেখানো এই চিত্র-দোদুনির জনসেব আর কোনো কবির রচনায় ঠিক এ-ভাবে বরা পড়কনি। অর্থাৎ কবি যাত্রেই কোনো-না-কোনো দ্যুত্রে এই বহুতমর জনকের ইশারা পেয়েছেন, এবং বর্তীত তদ্বিতে সে-অল্পকৃতিতে প্রকাশও করেছেন,—কিন্তু জীবনানন্দ ঘের দশ সবাই এই প্রচ্ছন্ন-সোকেব অধিবাসী, বিশেষ ক'রে এখানেই তাঁর ছমের কবিতার জন দয়। কবি নিজেই এক ঘানে বলেছেন :

আলোক অল্পকরণ কতাবতী হলে যে বহুবিধভিত এই পৃথিবী, যাহা ও চতানবে  
আশাযে উচিত বহুতম পত্রেব অল্পকরণ এক এত দশ বেহে ছেদে বার—একটি-পৃথিবী-

## কবিতা

খণ্ড ১২, পংখ্যা ২

অন্তর্ভুক্ত-ও-বহির্ভুক্ত একটি ভাষার মতো যেন জ'লে ওঠে কবি, এবং বীরের বীরে কবিতা-অমরত্ব প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় লাভের দায়। এই চরিত্রের অভিজ্ঞতা যে-সবক আশ্রয়ের ক্ষমতাকে হেঁচকি দায়, সে-সব দুর্ভাগ্যে কবিতার ক্ষমতা হয় না...

( 'কবিতার খঁজা'—'কবিতা', বৈশাখ, ১৩৭০ )

কবির এই উক্তিটিকে ভালো ক'রে বুঝে নেয়া প্রয়োজন : আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনার কাছে হাওয়ায়ানা হবে হুঁচকানো যে-অপং—আমাদের বুদ্ধি দিয়ে থাকে আমরা বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি, নৃষ্টি দিয়ে ভৌল ক'রে বিচার করি—এই অসত্যের, 'এই অপ্রতিষ্ঠিত পৃথিবী, মাতৃশ ও চরিত্রের,' লজ্জান চেতনা হতকর পূর্বস্থ নদীর মতো অধিকার ক'রে থাকে, ততক্ষণ তাঁর কাব্যচিন্তার অস্থূল নয় আসল যে না। এই বাহ্যিক জীবনের 'দুর্ভাগ্য মতেই অস্থূল' কবির কাছে যখন 'খেয়ে যায়,' সমস্ত চেতনান লুপ্ত হয়ে আসে,—তখন কবি তাঁর সত্যের সত্যের এক দুহু অপ্রতিষ্ঠিত অস্থূল করেন, মহাসমগ্রতার নদে তাঁর সত্যের সানুজা খটে, এবং সেই 'একটি-পৃথিবী-অন্তর্ভুক্ত-ও-বহির্ভুক্ত' তাঁর হৃদয় একটি ঘোলের মতো যেন জ'লে ওঠে'। এই অবস্থার দ্বারা দ্বারা তাঁর মধ্যে কবিতার ক্ষমতা হয়। এই নব অস্থূল ঘোলের আলোটি আসলে কবির স্মিত ঘোবচৈতন্যের আলো; মহাসমগ্রের অকৃত অস্থূল থেকে তাঁর হৃদয়ে ঘোব-চৈতন্যের এই অস্থূল আলোকবিন্দুটি জ'লে ওঠে এবং তাঁর দুহু কোমল আভার আলোকিত জীবন ও অগ্ন এক নৃতন অভিজ্ঞতার ব্যক্তির বহুতর হয়ে ওঠে।

কবিতা রচনার কালে জীবনানন্দ সব সময় এই আলোতেই অসত্যের সব কিছুকে দেখেন,—সকল আলো, এবং কি অস্তিত্বকেও হৃদয়ের এই আলোতেই প্রত্যক্ষ করেন। এবং থেকে এই আলো ছাড়া—

অন্ত সব আলো আর অস্তিত্ব এখানে দুহুতো।

কবি কখনো চেয়ে দেখেন দাঁড়িয়ে হুঁচকিয়ে পড়েছে 'কমলা-মন্ডের ঘোব' কখনো কোনো এক আশ্রয় ঘটনা দেখতে গান 'হেঁচকির সত্যের আশ্রয়-মন্ডের পূর্বের নদীর নদীর,' আশ্রয় কখনো তাঁর চোখে লজ্জার অস্তিত্ব হয় হয়ে ওঠে

## কবিতা

শৌৰ ১৩৬১

‘আলোৰ বহুতৰতী নবোৰাৰায় যতো’। এৰ পৰ বৰন বীৰে বীৰে হাত জেৰ  
আনে—

ভলন হলুত বৰী

বৰন বৰন হৰ পৰ কাশ বোম্বলায়—বাৰীৰ ডিঙায়,

দুখৰিসতে বেৰা বাহু—

নিৰীকণ্ঠেৰ লুপ্ত হোৱাৰ দীৰ্ঘ

সোৱাৰ ডিঙেৰ মতা

কাছৰেৰ টাৰ,

এদিকে নায়েৰ অস্তি কাছে মাজিতে—

বাৰীৰ টপক জোৱা—বেজুৰ-জোৱা। ইতৰত

বৈৰূপ বায়েৰ মতা—

কবি জনশ্ৰেষ্ঠ বৰন বেকোই তাঁৰ হুলেৰে বহুতৰায় আলোকে বেৰতে তুল কৰেহেন  
ভলন জেৰে অস্তি দুহুতেই জনশ্ৰেষ্ঠ নয়ে তাঁৰ এক নৃত্যৰ বিশিষ্ট পৰিচয় ঘটাইছে।  
এ বিশ্বৰ অস্তৰীৰ। কবিৰ অস্তিত্ব কবিতায়, অস্তিত্ব পঙ্ক্তিৰে এ-বিশ্বৰ দুটে  
উঠাইছে।

হস্তত এইখানেই শীৰ্ষানামেৰ কবিতাৰ মূল নটীৰহস্ত। একে কবিতাৰে  
বহুতৰায় ব’লে মনে কল্পন পূৰ্ণ হ’বে। বয়েৰ যতো মনে হলেও এ কথা নহ।  
কবি যে অৰ্ধদুৰ্গৈ চৈতন্যেৰ আলোকে শীৰ্ষন এ জনশ্ৰেষ্ঠ বেৰেহেন, বাইৰে বেকো  
এক চৈতন্যেৰ দ্বিষ্ট অৰ্থাৎ ব’লে মনে হলেও আমলে এটাইই হৈছে কবিতাৰে  
বান্ধনতৰতা। এই বান্ধনতৰতাৰে তাঁৰ হুলে কবিতাৰ বৰন হ’ল, এ  
নক্সে তিনি চম্বাচৰেৰ মৰা বা-কিছু বেৰেৰ লগেই সেই বান্ধনতৰ নক্সোপেই  
পাওঁবা, এগুলি তাঁৰ বোৰচৈতন্যেৰ কাছে নক্সা অস্তিত্বত কৰেহেন। তাঁৰ  
নক্সাৰ এই নটীৰ ‘বোৰ’ নক্সে কবি নিজেই কৰেহেন :

আলো-বহুতৰায় বাই—বাৰীৰ ডিঙায়

বৰন বৰ, বোৰ এৰ বোৰ কাশ কৰে,

বৰ বৰ, বাস্তি বৰ, জামোবাৰা বৰ,

## কবিতা

কবি : ১০, পংখ্যা ২

কবিতাঃ মাঝে এক বোম্ব অস্ত্র গার ,

জায়ে আছি পাহাৰী বা একান্তে,—

এই বোম্ব একবার ভাঙবে জ্বল নিলে—

নতুন সোকেৰ মতো যে বসিছে গায়ে ।

..... কবিতাৰ মতন তাই। কবী

যে বসিছে গায়ে আৰু,—

এখন আৰু নতুন সোকেৰ মতো। কবী বলা কবিতা পকে নতুন নহ। তাঁৰ ভাষাও  
যে এখন তাঁৰ খানাবিটে অকুট চৈক্যভৰাই তাই, বিচিত্র মিল-অপেক্ষিত  
সংকেতময় তাই।

এই 'বোম্ব'ৰ কাছে জীৱন ও মৃত্যু এক নতুন অৰ্থোৎপাদনা লাভ কৰে।  
জীৱনানন্দেৰ কবিতাৰ এই 'বোম্ব'ৰ ক্ৰিয়াটি যেনোই বিশ্বব্যপক : বিচিত্র অস্থিতি  
ও চেতনাৰ মিলনে অস্তি সাধাৰণ পৰিবেশও তাঁৰ চাৰদিকে এক নতুন হৃদয়  
ঘটনা কৰে এবং তাঁৰ ভাঙে এক পতীৰ সংবাদ বহন কৰি আহে

বহিৰ্ভাষাৰ কবী পোত হলে গৰ

পৃথিৱীৰ সেই কভা কভা এনে, অকভায়ে বহিৰ্ভাষাৰ কবী

ক'ৰে মেৰে ।

## কবিতা

খোলা পাকিটী বীৰ হলে যত অকভায়ে মোমাৰি অকভা বোকা হুকে

শিৱ তাই লালৈৰ বোলা, হাল, কলকল অকভায়ে—

পাহাৰী তাই হলেয়ে নতুন ।

## কবিতা

অকভাৰ আৱনীতে কবী কল মেৰা

অকভাৰ লাবে এক , নতুন বহিৰ্ভাষাৰ অকভাৰ অকভা মেৰা

একো অকভা,—কাল হুল,—কোমে কত বিকলকল অকভা কালো ।

একদিনেৰ অন্তৰ্ভা পৰ্জ্বিততে তাঁৰ আভাস পাকল যাব। এই 'বোম্ব'ৰ কাছে  
কলই বে বাতৰ ও কলনাৰ মিলনে একটি পতীৰ ব্যক্তনা আছে তাই নহ, সেই  
নহে ইতিহাসচেতনাতকও নিজানুতন ইতিহাস বহা বিতে বাবে :

বিকলকল আৱনীতে অকভাৰ কল হুলকল কবিতায়ে মেৰা,

**କବିତା**  
**ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୧**

କିଂବା

ବେଦରେ ଉପାସି ଯୋଗ୍ୟା ଡିଭିଭେନ୍ସର ଅନ୍ତର ଡିଭେନ୍ସ,

କିଂବା

ଅତିମୁଖ ଉତ୍ତରରେ କାମାଳାର ସାଧି\*  
ସାଟିଭେନ୍ସ ଟାୟାନ୍ସିଆ—ସଂଭେନ୍ସ ,

ଆସାର ଅନେକ ନୟ ଏକଟି ଉତ୍ତର ମିଶ୍ରେ ଆସେକଟି ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦିତ ହୁଟେ ଉଠେ :

ହଜିତା ଏଂସ୍ତ ଟାଏ ହାକିଆତେ ଏକତାମ ପାତାର ମିଶ୍ରେ  
୨୫ ୨୫ ହାଲୋ କାଲୋ ଡାଲନାଲୋ ହୁବେ ବିରେ ଡାବେ.

କିଂବା

କେବଳି ସାଫ୍ଟେର ମାଫ୍ଟେର ସଫ୍ଟେର ସଫ୍ଟେର ସଫ୍ଟେର ସଫ୍ଟେର ହୁଲ  
ହୁଲନାବେ.

କିଂବା

ଅକ୍ଷୟ ଟାୟେର ସାଧାରେ  
ସିଂହ ଶିଳାତ ସୌମ୍ୟ ସିଂହ କେ ସାଫ୍ଟି ସାଧା ସାଫ୍ଟି  
ମୁବିଶିତ ଅତ ସାଫ୍ଟି ,

ଜୀବନାନନ୍ଦେ କବିତାୟ ଏସିନି କ'ରେ ବିଚିତ୍ର ଉପକ୍ରମାତେ ଆସର କ'ରେ କୋସଳ  
ଆଲୋଚନାର ନାନାବିଧି ଡାଢ଼ାମକା ଓ ସେନାସେନା ଡାଢ଼ାତେ ବାଢ଼େ । ଆସାର ଅନେକ  
ନୟ ଏକତା ନବେ ବିଚିତ୍ର ଇନ୍ଦିତଭେନ୍ସର ଅଗ୍ରତ୍ୟାମିତ ଅବତ ସାଢ଼ନାବିତ ବିଶ୍ୱମ  
ଉଠେ :

ସିଂହରେ ଉତ୍ତର ସଫ୍ଟେର  
ନୟା ଆସେ , ଉତ୍ତର ସୌମ୍ୟର ନୟ ହୁବେ କେଲେ ଡିଭେ.

କିଂବା

ଡାଢ଼େର ହୁଲ ସଫ୍ଟେର ଉତ୍ତର ଡାଢ଼େର ହୁଲ ସଫ୍ଟେର ହୁଲ ସଫ୍ଟେର  
ସିଂହ ସାଫ୍ଟେର ଡାଢ଼େ,

କିଂବା

ଏହି କଥା ଅନେକିନ ଡାଢ଼େ  
ଡାଢ଼େ ହୁଲ ଡାଢ଼େ ସେନା—ଅକ୍ଷୟ ସାଧାରେ

## কবিতা

বর্ষ ১৯, নংখ্যা ৪

কে তার আশালাভ যায়

উঠে এগার অঙ্গ কোসে এক নিতকাল এসে।

এ-সব পঙ্ক্তিভেদে কবি 'অতি অদূতভাবে চেতনার মিশ্র-অনুভূতিগুলিকে ছন্দ  
বিগ্নেছেন। তাছাড়া—

একটি ওয়ালা একমো আকাশে ফুটেছে।

পাড়াখাঁর বাগবানও সব স্নেহে মোদুনি-মহির মেয়েটির হাতা,

কিনা

তার বড় কুকুমার হাতা সেই আর

করে গেছে হোসা পালিঃখের কলয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার হাতা

কিনা

বেঁধিলাই বের তার বিবর্ণ নাথির হাঙে ভরা,

উপরায় এরকম আশ্রয় ছোঁতনা জীবনানন্দের কবিতায় সর্বত্র অজস্র চক্কির  
আছে। 'পাখির নীতের হাতো চোখ তুলে নাটোয়ের কলকতা সেন' কিনা  
'সে কেন জলের হাতো বুয়ে বুয়ে একা কথা কয়'—এ-সব পঙ্ক্তিই তুলনা  
কোথায়? কবি ওঁর ভাবকল্পনার কত বিচিত্র উপকথিতা ও ছন্দভাবনাকেই  
না প্রত্যক্ষ করেছেন!

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবির উপকল্পনাগুলির বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও  
কয়েকটি বিশেষ ভাবলক্ষণই প্রধানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে : এদের নৌকবে একটি  
জ্ঞান বিস্তৃতা সেন্সে আছে, একটি ক্রান্তির দ্বারা পড়েছে ও একটি বেদনার দ্বয়  
বাজছে; তাছাড়া এদের মধ্যে একটি কূসর বহুত্ববহতা ও একটি বাস্তবিনীত-  
মানতার ভাব আছে। এর দূর কারণটি অবশ্য জীবনানন্দের প্রকৃতির মধ্যেই  
খুঁজে পাই : বোধচৈতন্যের দে-আলোকবিশ্মৃটিকে কেন্দ্র করে ওঁর মধ্যে  
কবিতার জন্ম হয়, তার জ্ঞান কলম আঁতা কবির নম্রত হৃদীর মধ্যে স্বভাবতই  
ছড়িয়ে পড়ে।

যতটুকু এইটাই জীবনানন্দের কবিতায় প্রধান বহুত্বলক্ষণ। কবির উক্তি  
কেবল আহবা জানি, কবিতা জ্ঞানার কালে অবশ্য-কোন-কালের চেতনার নয়



## কবিতা পৌষ ১৩৯১

কেকেই কবি জীবন ও হৃদয়কে প্রত্যক্ষ করেন ; তখন তাঁর কাছে চর্য্যচর্যের বিভিন্ন বস্তুর তেজস্বেয়গুণি স্বভাবতই অল্পটী হয়ে আসে, তাছাড়া মহানন্দ্যের মধ্যে এরকম সব রূপই আপেক্ষিক,—কণকালের আলোকে নিহিত আকারে প্রতিভাস্ত হলেও নিত্যকালের পরিস্ফুটিতে এরা অল্পকণ রূপান্তরিত হচ্ছে ; তাই কবির কাছে এরকম বিভিন্ন দৃশ্য দিলে যেনে একাকার হয়ে যায় ;—এই-কন্তেই তাঁর কবিতায় এত অল্প বিস্ত্র-অল্পকৃতি ও বিস্ত্র-রূপের ব্যতীত এসেছে, আর এই-কন্তেই তাঁর রূপকল্পনাগুলি অস্বাভাব্য চেষ্টার মাধ্যমে যতো ততো বেড়ায় । এই অবস্থায় কবির নিজের যনোজগতেও একটা বড়ো বকয়েদে পরিসরভূমি ঘটে : কোনো বস্তুরই রূপ-প্রকৃতি স্থির থাকছে না বলে কবির কাছে তখন সব কিছুই অনিশ্চিত যোগ্য চয় । কবি নিজেও তা স্বীকার করেছেন, তিনি নিজেই লিখছেন, তাঁর চর্য্যে সেই বহুতর 'সোধ' জন্ম নেবার পর—

কে জানিতে পারে এই আলোর অংশের  
মহা লোকের মতো, ...কোনো দিকবর্তা  
কে জানিতে পারে আর ?

কবির ইতিহাস-চেষ্টার মধ্যেও তাঁর এট 'সোধ'কে দৃষ্টি দেবতে পাই ; নিত্যকালের পরিস্ফুটিতেই তিনি পণ্ডিত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন । অতীত ও বর্তমানের যাকবানে বর্তমান কালকেও তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে লেখেছেন ; বর্তমান কাল একদিকে যেন বিস্ত্র অতীতের দৃষ্টিতে তারাতার হস্তবিক্রে তেমন অনিশ্চিত কবিত্বের চিত্রার উৎকৃষ্ট :

অনেক সোনার ধান ক'রে কেহে জানে না কি ? অনেক গমন কতি  
আবাদের দ্রাব ক'রে দিবে দেহে,—জায়গেটি আকস্মিক গতি  
ইজা, চিত্র, বস, বাবা, কবিতা, পটমান—এই পটমান  
কতকি বিদ্যমান গান গাহিফেরে আশ্বিনের—যেমনা আরো মজান ?

কুস কুস ইলিফে পায়ার জন্ত বাজবের 'ইজা চেটা'র অন্ত নেই, কিন্তু বাজব তাকে কোনো কুসেই পূর্ণভাবে পায় না :

গভীর ধীলাভরম ইজা চেটা বাজবের—ইজবস্তু পরিবার দ্রাব আভোজন  
কেনেভর কুসার কুসারের অস্ত্রাণ দিলের মজ ।

## কবিতা

খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ২

তবু কাণ এগিয়ে চলে,—‘কেবলি দুজনের কথা হয়’—সাদস্যও অতীতের স্মৃতি  
বেদনা যুক্ত নিয়ে কালের স্রব-স্রবোঁ চলেছে, এবং পূর্ণতাকে কোনো কালেই  
না পাওয়া গেলেও একটা আদর্শকে লক্ষ্য করে চেতনার দিক খেলে নীচে বীথে  
অগ্রসর হচ্ছে :

সাদস্যের দুটা হলে তবুও সাদস্য  
যেতে যায়, অতীতের থেকে উঠে আসতেও সাদস্যের কাছে  
আসে ভালো—আসে। দ্বিধা দিকনির্দেশের মধ্যে চেতনার  
সম্মিলনে বিচলিত কাজ  
কতকাল অগ্রসর হয়ে গেলে আসে মিলে আসে ।

জীবনানন্দকে তাঁর দৃষ্টির কেন্দ্রে আনতে এমনি ক’লেই স্বেচ্ছা পড়ে : বিদ্যাট  
অবশ্যেও ব্যানসীন স্তম্ভতার মধ্যে তিনি তাঁর যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে  
আপন উপলব্ধিতে স্তম্ভ চলে আসেন, তাঁর ভাবকল্পের প্রতি দৃষ্টি সাদস্য-  
গুলিতে কত বিচিত্র মিশ্র-অনুভূতির কল্পন লক্ষ্যবিন্দু হচ্ছে, তারের দৃষ্টি লক্ষ্যনে  
তাঁর কাব্যলোক থেকে স্রবের স্বরস্রব উঠেছে, এবং সব নিম্নে আসার  
কালে একটি বিষয় স্রব কেনে আসছে । স্তম্ভ কবির সময় কবিতাতেই এই স্তম্ভ  
বিষয়তা গুলিয়ে আছে ; মহাস্রবের চেতনার লব থেকে গঠিত জীবন ও অগত্যা  
ভালোবাসার কলেই এই বেদনা, কেননা এ অকালে একটি বিশেষ মুহূর্তের  
অনুভূতিতে বিচ্ছিন্ন ক’রে, একাত্ম ক’রে, আনন্দোজ্জ্বল ক’রে পাথরে উপরে নেই,  
অথচ প্রতিমুহূর্তেই একটি শ্রিয় মুহূর্তের দৃষ্টি হচ্ছে, বর্তমানের আকাশ বহু কত  
মুহূর্তের কাগজ ক’রে উঠেছে, আবার প্রতিটি নতুন মুহূর্তের কল্পনায়ই তার  
স্বভাবটা বাজছে, প্রতিটি স্থল, প্রতিটি জীবন কটে উঠেছে ক’রে লক্ষ্যের অস্তরে ।

কবি জীবনকে ভালোবেসে কী নিবিড়ভাবেই না তাকে অস্তর করেছিলেন :

দিত্যের দুখের দল, দাম, দোহ, সাদস্যতা, দক্ষতা, আকাশ  
আমরা স্নেহের দ্বারা ক’রে দিই ইত্যাদি টিক বায়োমান ।

## কিংবা

আমরা স্নেহের দ্বারা ভালোবেসে বাসের গুলোর ‘পাথর দাম,  
লক্ষ্যের কালের স্তম্ভ আকাশের আনন্দ স্নেহের দ্বারা বহু ।

কবিতা  
শৌর ১৯৯১

কিন্দা

কুতুবি দ্বিতীয় হাত অশ্রুত, হাঠি হাঠি জানা জানাবার  
বহীৰ আক্লাবে তরা, অশ্রুতের ডালে ডালে ঢাকিডালে ধক  
আমরা কুতুবি যারা জীবনের এই সব দিকের দ্বন্দ্ব ।

এ-সব পরিস্থিতিতে জীবনের প্রতি কবির যে গভীর অহুহান হুটে উঠেছে পড়াই  
তার তুলনা নেই, অথচ এই জীবনকে কবি আনন্দোজ্বল ক'রে, উল্লেখ্য ক'রে  
আমাদে করতে পারছেন না : প্রতিমুহুর্তেই অহুতব করছেন জীবনের বেহে  
দুত্বের বিদ্য-লক্ষ—

কুতুবি দ্বিতীয় হাত অশ্রুতের অশ্রুতের হুটেছে ধনু ।

..... কুতুবি না কি অশ্রুত,

সব হাতা কামরাঙ দিকের যে কোণেই যতো এসে আসে

দুসর দুত্বের ১৪, একদিন দুবিত্তিতে বসে ছিল—সেতো ছিল যারা

দিকের দিকি দিক, যেহে কোণে অশ্রুতের অশ্রুতের দ্বন্দ্ব ।

নিত্যকালের পরিগ্রহিত বেকালের দুর্লভ অহুত্বিত্তিলিখেও এমনি ক'রে  
কবির হাতা হলে যেন হয়, এরা 'যেন কোন হাতাধীর প্রত্যেকেরে ল্যাপে', অথচ  
কবির ধ্যান তো বোধের শুধু জানতশক্তি নয়, তিনি কিছুতেই তারের বিচ্ছেদ-  
বেদনা কুন্ডলে পাবেন না । সমগ্রদৃষ্টিতে জীবনকে সব সময় দুত্বের পটভূমিতে  
দেখতে পেলেনও এই দুত্বাধিত্তিত জীবনের অহু কবির পদাহুত্বিত্তির করণ  
দীকগুলি আর্জ হবে ওঠে । অহুহান কালচেতনা তার এই বেদনাকে আরো  
চ্যাপক, আরো হুসহ ক'রে তোলে : অজীভের কত কিস্তি হুগের নরনারীও  
এমনি ক'রে একদিন নূর্নের আলোকে চোখ মেলেছিল, জীকন-পিপাসা নিয়ে  
পদল্লকে এমনি ক'রেই ভালোহুসেছিল । অহু তারা দুত, অহু তারা দুসর  
দুত্বিতে পরিণত হয়েছে ; কবির চিত্র আর বহু দুপ পথেও তারের বেদনার  
নদে একাত্ততা অহুতব করছে :

অহু হু কোনো বিদুত দ্বিতীয় কদা

সেই দ্বিতীয় এক দুসর প্রত্যেকেরে জন আসে কদা

ਦਫ਼ਤਰੀ ੩੨, ਜ.ਬ.ਪਾ ੩

জাতকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসে সেই লক্ষণসমূহের ভবিষ্যি.  
অন্যতম হিসাবে ও বয়সের বেতনাদি দেখা.

ଆମାସ ବିଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରମ, ଆମାସ ଦୁଃ ଫଳ, ଆମାସ ବିଳିନ ବସ ଆକାଶ,  
ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟି: କଳା ଆଦି କଳ୍ପ ବଳ ବାହାଣୀ ଦେଖି ଏ  
ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ।

ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ। କାମ କେବେ ଉଠିବିନି—ଆଜ୍ଞାତ ଏକ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯା,  
ପ୍ରାୟଶଃ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯିବା ବୁଝିବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟର ଡିଆର କେବଳି ଆସି,

ସେ ଜଳନୀୟର ଆଦି ଏକାଧିକାର, ତିନାଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେ ଯୋଗେଇ  
କରି ତଥା ଅତିଶୁଦ୍ଧ ଆବାସର ମିଳାଣକୁ କୃତଜ୍ଞତା କୃତମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣା କଲେ କ'ଣ  
କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚାରିବେ ନେଉଁ ସେହି—

ବୋହୋଙ୍କ ଦେହରେ ବଡ଼ୋ ଡୋବ ଥିବ—ହସ୍ତ  
 ବର୍ତ୍ତୀୟ ସିନ୍ଦୂରେ ଆସି ଟିକେ ମାରି—ମୁସି  
 ଆବୋ ଏହି କୃଷିବୀରେ ବସେ ବୋହ ।  
 ବୋହାଣ ଶାନ୍ତାଣ ଥିବ କୃଷିବୀରେ ଆଜ ।  
 ବହୁସିନ୍ଧୁ ବୋହେ ମାରି ଥିବ ।

ବାହାର ବହନ ବାଟେ ଆଦି ନବ ବିଶିଷ୍ଟତା ନୂତନୀୟ ଗଢ଼  
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବିଶିଷ୍ଟତା କରାଯାଏ ସେହି ନାମକ

## কবিতা

শৌৰ ১৩৭১

অবেশ বুঢ়ীৰি আঁৰি, বিধিলাৰে অলপেৰে দুৰত  
সেখানে ছিলঃ আঁৰি, আঁৰো দুৰ অতঃপে বিৰত ধৰে,

তাই আজকেও পূৰ্বাশংকে উদ্ভাসিত এই প্রাণচকল অগন্তেও হাকখানে—

আঁৰি হাঁহ এৰে এক, চাৰিটিকে জীৱনৰ লুপ্ত স্বৰ,

এৰে আজকেও দিনেও বাৰ নিৰুত প্ৰিয়লকটি কবিকে 'হৃদয় নাহি দিহেছিল'  
সেও বে অতীতেও স্বপ্নতিকে, অতীতেও বিজ্ঞপ্ৰবন্ধাভেই শয়ন কৰিবে সেও  
—সেও বে অতীত অতীত :

তুমি তাও কহেছাৰ অতঃপে বিধিলাৰে আঁৰি,

দুৰ তাও হাকখীৰ কাকতৰ,

তাই তাও হাক খৰি অলপেৰে কষ্ট একটি সাধনা বুঢ়ে পেয়েছেন। কিন্তু  
দেখতে দেখতে চাৰিটিকে সন্মুখে 'সংকলন পুস্তক' উল্লেখ হৈছে ওঠে, বৰ্তমান বেচক  
অতীত বিজ্ঞপ্তি হৈছে পড়ে, কবির চক্ৰ অধাৰ আশ্বৰ্য হোৱাও।

অৰু-তালচৈতন্য নিৰুতৰ চাপমান কবিতাৰে এই পীড়মান জীৱনানন্দৰ  
কাব্যকে এমন বিঘা-কষ্ট কৰে হুলেছে। কবির মনে দুগ-দুগাৰেও সজিত  
অবদান, নিগব্ধিৰ কালসাধাৰ অতঃপে চনক্ৰকালমান ও প্ৰবিশীৰমান  
অগন্তেও লম্বা অতঃপে মনেও মনে অতঃপে বহন কৰে এই কষ্ট; এই  
কষ্টৰ দ্বাৰা তাৰ কষ্টলোকে চান-দুগ কৰে পেয়েছে, এখানে অনন্ত পোহনি।  
তাৰ কবিতাৰ জীৱনৰ যে প্ৰতিমাৰে প্ৰত্যেক কবি ওৰে পেহেও এই বুদৰতা,  
—সে বুদ্ধাৱহিতা—তাৰ বুকে দিহেপেৰে বেবনা, তাৰ বুকে বুদ্ধাৰ দানি।  
জীৱনানন্দৰ কাব্যলোকে পোহনি-আকাশে এই-দানিটি চিহ্নকালৰ অতঃ  
লেনে বহে।

## পঞ্চাংশ

### অধির চক্রবৰ্তী

[ বৃহৎ বহুকে লিখিত ]

Boston University  
Boston 15, Massachusetts  
১৯৫৫ চৈঃমাসঃ ১৯৫৫

শ্রদ্ধাংগু,

কবি বীৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরৰ মৃত্যু। সংবাদে দৰ্শাওত হওঁহি—এককম নিম্নাঙ্গল  
ছবিটোৱে কোনো মানো লাগুতা নাই না। ঠাকুৰ কবিতাই একটা ভাৱি আশ্ৰয়  
মহন্তৰৰ দৰে ছিল, মনে হ'তো বীৰেন্দ্ৰৰ বিচ্ছিন্ন ধৰ্ম বটোৱাৰ দুল পৌছিয়ে  
তিনি লম্বাটোকে মনহাৰ জাতি তৈৰি কৰায়েন। পৰুতে পৰুতে সেই একটা  
আকাৰী, দৰ্শনিকতাৰী, গাঢ় দণ্ডে তথা হানি আনৰা ঠাকুৰ কবিতাৰ গুনতে  
শেহেহি। আশাতনিয়েৰী উপহাৰ, ল'গেতাৰ, জনিৰ ল'গেতাৰ এৰা নিগুঢ়  
অনিৰ্দিষ্টতাৰ কত চাবে চিনি ঠাকুৰ মনহাৰ জনি বেবে পেলেন। বাঙালি  
মনে বহুকাল ধ'ৰে সেই জনিৰ দৃষ্টি জাগবে। মনে জলেৰ উপৰি বিবে গুড়া  
হাসেৰ চেহা, ঠাচা চিহ্নে বাও, লোকজনেৰ কথাবাৰ্তী, এৰা কহুৱাৰ জটিল  
কাকজালে গঠিত ১৫ দৃষ্টি। অনেকগামি চোখে ঠাকুৰ হ'ব না, এক আলোৰ  
একককম, অকল বেলাৰ একেবাৰে চিহ্ন হ'বে একটো কবিতাৰ ব্যক্তনা বহা বিবে  
বাক্যে। এসকল বেলাৰ কোমল উজ্জল বটোই নহ'ব এৰা মিলন ঠাকুৰ লেখা :  
হালা কাৰো কোমল ঠাকুৰ জলনা পাই না। জৰ্গান কবি কিলুকেৰ কথা মনে  
কহিয়ে বেৰ বহিও মনঃপ্রকৃতি এৰা হালনা ঠাকুৰ বহুত। একবাৰ ঠাকুৰ এস  
কৰেছিলান, বীৰেন্দ্ৰৰ কোনো পৰাৰে কিলুকেৰ কথা ঠাকুৰ ল'ৰা কৰেছিল  
কিনা—কলেন, না, কিলুকে ঠাকুৰ বিশেষ জাতি নেই। বীৰেন্দ্ৰনাথৰ কাৰো  
একটা নিৰ্দিষ্ট পোছৰে বোলাকোতা জাৰ ছিল, জৰ্গান কবি চিতাৰ এৰা  
চৈৰেন্দ্ৰনাথ জাৰে অনেক পৰাৰ অত্যাৰ কৰে হেতেন। বহুই বীৰেন্দ্ৰনাথৰ  
কোনো কবিতা পঢ়িহি মনে হুজুৰ জিহ্নে বোখুৱে আহুত, বহু-এককৰ কোন  
এৰা লি কিলুকে—এসকল, কোনোদিনই সেইদিনেৰ বাবুৰ অফান হ'বে না।

# দুটি কবিতা

## প্রতীক্ষা

### আমলক বাগাটী

“একদিন এসে পথ

আমলক বাগিচা গুলি, — অসিদ্ধাঃ ইচ্ছা বহিঃ ১৪১”

আসেনি সে । হাদনাহ, এই যে প্রতীক্ষা ক’বে থাকা  
বিগ্রসক বেবনাৎ, অলি-পলি গছের পট—  
অশ্ললগ) ছবিৎক, মৃত্যুর মতন এরা তাঁকা  
মৃত্যুর মতন এরা হাঃকাসি, কাগান গ্রহণ ।

দোব হেঁলে লক্ষ্য হাঃকাসি, আসেনি সে, পটবেব মন  
কেউ হেঁলে চরকাসে, কেউ না, কিছু না, শুধু যদি  
আসতো সে, জাহি অগ্রে এই কথা পাতার জীবন  
বেবনাহ হেঁলে হু, লাপকাউন গোক ১৪ মদী ।

মাকলাতে বোম জেল ২ পা-পায়ে যে মাহন পাতচাৰি কবে  
জাহ ছবি,  
হাঃ চোখে লাপকাউন নিশিঃবেব জল করে হাঃকাসি কামায়  
জাহ ছবি,  
পৃথিবীর অতি দুঃখ লাপকাউন লোক হাঃ লোপন দিন  
জাহ ছবি ।...

আম কুটি এক ছবি দেব হসে, হাঃকাসি হসে ব’য়ে কেউ  
হাঃকাসি পৃথিবী দিবে হাঃকাসি না, লপকাউন কেউ  
হাঃ কামো হাঃকাসি সূত্রে আসবে না,  
হাঃ কেউ হেঁলে-হেঁলে কু-কামাটী গান কামবে না ।

## কবিতা

কবি ১৯, সংখ্যা ৬

আমায় ঘো। কিনা রেট, কালের জুড়ি তব ক'রে  
আমি কোনো ফলাফলী আছে কিনা দুট চকু ত'রে  
ঐতিহাসিক স্মরণী দার অতীত, অতীত কালের মতন  
বিত্ত বাব মন ।

যে পারে হেলায়

নেমে এসে যোগ দিতে আদিগত দৃষ্টিব হেলায় ।

আলোকে নে। তাইলায় পাড়ার মর্মবসনি শুনে,  
নে আলো না শুধু কাল লালচাউন হোতেব আকাশে,  
লুপ্ত দেলায় বহে মাল,  
পৃথিবীয়া বসে কেবে, বীণ বেত্র জায়াব জাগনে ।

## আরো শুভ রোষ

### রাজেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

[ অতীত দুটি দৃষ্ট। এই কবিতায় লিখিত। আমার আত্মীয় বিদ্যোৎসাহীবা সন্তান কালের  
কালজন্মেরই কখন কবি পৃথিবীমোক্ষের বিদ্যোৎসাহ-বেলায় হাত ধ'রে এক ধ'রে দেবে । ট্রান্সমিট  
আমাদের বিদ্যায় নিজে ধ'রে। তবিলে, আমার একটি কবিতা কোনো এক অজানার জোরে  
লুপ্ত ধ'রে কোনো ট্রেনের সঙ্গে গেলো । ]

যেমন-অবীণ পাবে দিচ্ছে এবার ।  
সেখানে তো স্থিতি হাতা আর কিছু নেই,  
পাড়ির উৎসাহে সব দূরে দেছে তার—  
অবশ্য তুই জানা—বীণ নকলই ।

বিত্ত বাধু হাতে, নেই অতীত ।  
অবশ্য কেন দূর পাই কুবি নেই জেবে :



কবিতা  
ମେଘ ୧୩୩୧

ମୋହରେ ନା ଅନ୍ଧାରର ଘୋର କୋନୋହିନ,  
ମରିଷ ମଣ୍ଡିର କନ୍ଦେ ଓଠରେ ନା ବେଳେ ।

କ୍ଷୀତିକର୍ତ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହାତ ବସାଏ କି ଶୋହାବ ?  
ଦୁର କେତେ ଦୂରରେ କି ବାଞ୍ଛନର ଆଲୋ ?  
ହଜଡ଼ା ମେଘରେ ଆସେ ତୁମ ଘୋର ଆଗ୍ନେ—  
ବହାବ ହାତୁଣୀ ଦୁଇ ଜାଗରେ ନା ଆ ।

# কবিতা গুচ্ছ

ভানুমতী দেবী

১

কাঠিকের ভেঁকুসংসার  
চোখে বুকে চুলের ওপরে  
যে শিলির কলম তা'  
শালিত কলম হলে কবে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি<sup>১</sup> শালিক  
কাঠিকের বেঁচে আর কলম  
নীলোৎপলি নীল বেঁচে না নীল আকাশ ?  
মৃত ? না কি মৃত্যুর চক্রে

শা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে<sup>২</sup>  
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়<sup>৩</sup>  
এ জীবনে আমি চের শালিক কেবেছি<sup>৪</sup>  
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায় ।

১৯৯০

( 'শালিক' নামে )

- 
১. তিনটে
  ২. আবার ফল দিয়ে চেনা তিন নারীর দ্বন্দ্ব
  ৩. কের কের দিন পরে কিছুকিছু কোলাহলে
  ৪. কেরা হাড়বীর ভাবা কানে চলে যায়
  ৫. আবার বিবলে উড়ে যায়
  ৬. এ জীবনে জীবন অহরহ শালিক কেবেছি

## কবিতা

শেখ ১৩৬১

২

আমাকে সে নিয়েছিল ঘেঁষে ;  
হলেছিল : 'এ নদীর জল  
কোথায় চোখের মতো স্থান বেঁটফল ;  
নব জ্ঞান বিচ্ছিন্নতা' থেকে  
নিঃসৃত হাওয়া পটুটি  
এই নদী টুপি ।'

'এই নাম কানসিফি বাকি ?'  
মাহাত্ম্যের সময় ;  
পতীর মেয়েটি এসে নিয়েছিল নাম ।  
অঁজো অঁমি মেয়েটিকে খুঁজি ;  
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে  
কোথায় যে চ'লে গেছে মেয়ে ।

সময়ের অক্লান্ত দান আর কালো  
বুনোনির কীক' থেকে এসে  
মাহাত্ম্য আর মন আর মাহাত্ম্যের ভালোবেসে  
সেই আসে মারী এক—তু চোখ-কলসানো আলো  
ভালোবেসে বোলো আমা মাসিকি বাকি  
না হ'লে কান হ'ত কানসিফি নদী ।

( 'দেশ'-এর সৌভাগ্য )

~~Handwritten text, heavily crossed out with multiple large 'X' marks. The text is in Devanagari script and appears to be a list or a set of instructions. Some legible fragments include:~~

~~2. ...~~

~~... (1) ...~~

~~... (2) ...~~

~~... (3) ...~~

~~... (4) ...~~

~~... (5) ...~~

~~... (6) ...~~

~~... (7) ...~~

~~... (8) ...~~

~~... (9) ...~~

~~... (10) ...~~

~~... (11) ...~~

~~... (12) ...~~

~~... (13) ...~~

~~... (14) ...~~

~~... (15) ...~~

~~... (16) ...~~

~~... (17) ...~~

~~... (18) ...~~

~~... (19) ...~~

~~... (20) ...~~

~~... (21) ...~~

~~... (22) ...~~

~~... (23) ...~~

~~... (24) ...~~

~~... (25) ...~~

~~... (26) ...~~

~~... (27) ...~~

~~... (28) ...~~

~~... (29) ...~~

~~... (30) ...~~

~~... (31) ...~~

~~... (32) ...~~

~~... (33) ...~~

~~... (34) ...~~

~~... (35) ...~~

~~... (36) ...~~

~~... (37) ...~~

~~... (38) ...~~

~~... (39) ...~~

~~... (40) ...~~

~~... (41) ...~~

~~... (42) ...~~

~~... (43) ...~~

~~... (44) ...~~

~~... (45) ...~~

~~... (46) ...~~

~~... (47) ...~~

~~... (48) ...~~

~~... (49) ...~~

~~... (50) ...~~

~~... (51) ...~~

~~... (52) ...~~

~~... (53) ...~~

~~... (54) ...~~

~~... (55) ...~~

~~... (56) ...~~

~~... (57) ...~~

~~... (58) ...~~

~~... (59) ...~~

~~... (60) ...~~

~~... (61) ...~~

~~... (62) ...~~

~~... (63) ...~~

~~... (64) ...~~

~~... (65) ...~~

~~... (66) ...~~

~~... (67) ...~~

~~... (68) ...~~

~~... (69) ...~~

~~... (70) ...~~

~~... (71) ...~~

~~... (72) ...~~

~~... (73) ...~~

~~... (74) ...~~

~~... (75) ...~~

~~... (76) ...~~

~~... (77) ...~~

~~... (78) ...~~

~~... (79) ...~~

~~... (80) ...~~

~~... (81) ...~~

~~... (82) ...~~

~~... (83) ...~~

~~... (84) ...~~

~~... (85) ...~~

~~... (86) ...~~

~~... (87) ...~~

~~... (88) ...~~

~~... (89) ...~~

~~... (90) ...~~

~~... (91) ...~~

~~... (92) ...~~

~~... (93) ...~~

~~... (94) ...~~

~~... (95) ...~~

~~... (96) ...~~

~~... (97) ...~~

~~... (98) ...~~

~~... (99) ...~~

~~... (100) ...~~

## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

৩

এক অঙ্ককার থেকে এসে  
অন্ত এক আধারের দিকে  
মুখ কেরাবার আগে—  
কয়েক মুহূর্ত কথা কাড় চিন্তা রয়েছে এ জীবনের  
দেখেছি সূর্যের আলো, নীচের বাতির বিজ্জ্বলণ,  
অঙ্ককার অঙ্কনা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,  
লোকবহু আলো নল শেল,  
ক্রান্তিহীন ত্রেন এরিয়েল,  
[ নীলিমায় এডোমেন হেলিকোপটারের  
এঞ্জিনের  
অনুসরণের  
আর এক বকর স্থর ; ]

হেমন্তের মধ্যরাতে  
দক্ষিণাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের  
রাশি রাশি কালো বিহ্যন্তের বিন্দু,  
ডানার ঝাপসা শুষ্করণ

—দেখেছি কেনেছি অনেক দিন—

মাসুকের সাথে  
মিলন বা অমিলের কঠিন\* বহুস্তস্তো নিয়ে  
সময়ের অজ্ঞেয় সাপহস্তীয়ে গিরে বীরে বীরে হৃদয়ের অন্ধ  
দেখেছি মানবদের\* ইতিহাসে\* বারবার হয় ।

নীলিমায় এডোম ইতিহাস ২. এডোমের ৩. অজিথ ৪. মাসুকের  
বিচরণ

ମନେ ହୁଏ ଯେନ ସାହସେର ସନ ଡବୁ କୋଷାକାର  
ହୁଏ କାଲୋ ବାଲୁଣୀର ଡେବ କ'ରେ କେଲେ  
ଠଲେହେ ନଦୀର ସତ—

ଚାରିଦିକେ ଜନତାର ନକାତର କୋଳାହଳ—

ସର ବାଞ୍ଛି ମାକେ ।

ପାଦିର<sup>୧</sup> ଓ ସାହସେର ବାଞ୍ଛ ପାରେର<sup>୨</sup> ଡିହ

ପାରେର<sup>୩</sup> କୁହେର ଡିହ ମସ—

ମୁହେ କେଲେ ଦୁବି ଅନାଦିର ନାମ କାଲୋ<sup>୪</sup>

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଲୋ ଆର ଅନ୍ଧକାର ଆସାର ନକର କ'ରେ ସନ<sup>୫</sup>

ଜାନମାମ ମୁହେ କେଲେ ହ'ତେ ଡାର ଦ୍ଵିହ ଜାନମାମେର ସତନ ।

୪

ତୋହାର ଆସି ଦେଖେହିଲ୍ୟାମ ଡେ

ନାମ କାଲୋ ସତେର ନାମରେ

କିନ୍ତାରେ ଏକ ଦେଶେ

ସାତେର ଦେଶେ—ଦିନେର ବେଳାର ଦେଶେ ।

ଏବନ ତୋହାର ଦେଖି ନା ଡବୁ ଆର

ନାତଟି ନାମର ଡେରୋ ନଦୀର ପାର

ସେବାରେ ଆହେ ମାତଟି ସତକୁହି

ଡାର ଡପାରେ ମେହ କି ଠାଲେ ଦୁବି

ବାଲେର ବାଞ୍ଛି ନିମିର ଡାଲୋବେଲେ ।

୧. ଶ୍ରବେର । ୨. ଶ୍ରବେର ୩. ଡିହେର

୪. ମୁହେ କେଲେ ମିତେ ଦୁବି ଆସି ନାମକାଲୋ

୫. ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶ୍ରବେର ନକ୍ର ଆସାର ନକର କ'ରେ ସନ

## কবিতা

খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২

ঘটের পাতার সে কার নাম লিখে  
[ গভীর তাবে ] ভালোবেসেছিল সে মাঝটিকে  
হরির নাম মর সে আনি জামি  
জল ভালে আর সময় ভালে—ঘটের পাতাখানি  
আর সে নারী' কোথায় গেছে ভেসে ।

৫

যড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে  
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই নকশীন মাটি ঘাসে  
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেমিকে যাবে না  
জন্ম পায়ের চিহ্ন সেমিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অত্যাশে ।

৬

রক্ত নদীর তীরে' কালো পৃথিবীর  
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোন কুকের একমুঠো আলো  
সনাতন\* শূন্দের অবেশনে দিন অহুসিন  
মাহুকের যে সঙ্কিত মানবতা আজ প্রায় শূন্য কুরালো ।  
বাহুভর করে সব মাহুদ.....  
যুগিকার মূল রেখে—লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়  
সহজ\* গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—  
জাঘল গাছের\* থেকে অকিনাশ বর্ষ লিখবে  
অবধা মবর বর্ষ\* ভালোবেসে কসবে ছায়ায় ?

১. বেঘে ২. রক্তাক্ত নদীর তীরে কোলাহলে ৩. অকিনাশ  
৪. জাঘল ৫. কুকের ৬. প্রেম

কবিতা  
সৌর ১৩৬১

চারিদিকে অন্ধ ক্রান্ত সাগরের<sup>১</sup> উজ্জল<sup>২</sup> হাসি  
অনন্ত প্রবাহমান রক্ত<sup>৩</sup> আর কল  
জীবনের কল্পমান—মরণের যে লাক্ষ্যমানি  
হুলে ওঠে আকস্মিকমারীহিমাচল  
সে সব অসত্য নয় সত্য নয়—কল নয় নৈশ্ফল্য নয়—  
বহুদিন হয়ে গেছে মানব ও মানবের<sup>৪</sup> মন  
নিমিত্তের তাগী হয়ে<sup>৫</sup> মাহুকের<sup>৬</sup> রক্তাক্ত ক্ষয়  
হরিভের কাছে এসে দিখবে<sup>৭</sup> অক্ষয় গুপ্তকল ।

৭

অদ্বুত আধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,  
ঝরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে মেখে তারা ;  
বাদের ক্ষয় কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—কল্পনার আলোড়ন<sup>৮</sup> নেই  
পৃথিবী<sup>৯</sup> অচল আজ তাদের দুঃস্বপ্নমর্শ ছাড়া ।  
বাদের সতীর আস্থা আছে আকো মাহুকের<sup>১০</sup> প্রতি  
এখনো বাদের কাছে<sup>১১</sup> আত্মবিক ব'লে মনে হয়  
মহৎ সত্য বা প্রীতি, কিংবা নিষ্ঠা<sup>১২</sup> অথবা সাধনা<sup>১৩</sup>  
বাকুল ও শেরালোর বাস্তব আর তাদের ক্ষয় ।

- 
১. চারিদিকে ক্রান্ত (অন্ধ । ক'স । দৃঢ় । হিংসা । কালো) সাগরের  
২. উজ্জল । বকবকে । বলমানো  
৩. রক্ত ৪. মাহুদ ও মাহুদের মন ৫. হয়ে ৬. মানবের  
৭. কনবে ৮. অবলেন ৯. সমাজ ১০. পৃথিবীর । জীবনের  
১১. চোখে ১২. নিষ্ঠা ১৩. দাবয়



## কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

৮

হৃদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের চেষ্টে  
যাকখানে আজ এই সময়ের কবির আলো  
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ  
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল ভ্রামলে ছড়ালো ।  
ফুলে গেছি গটফুটি—ফুলে গেছি কে যে সেই নারী  
আজকে হারিয়ে গেছে সব ;  
চারিদিকে গুঞ্জনিত হয়েছিল কি সব স্তম্ভীয় পদ্য  
যখনই আমার আশ্রয় বৃক্ষ আর আশ্রয়ের মতো নতোচাটী  
হয়ে ওঠে—মনে হয় কেন কোন হরিতের—নব হরিতের  
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাদুঘরের ভাষা  
কতদূরের আরো পূর জন্ম জন্মাস্তরে দুখোমুখি করে এসে অনাদি আলোর  
ভালোবাসা

সামাজিক অস্বহীন আকাশের নীচে  
জানিয়ে ভ্রামলনীল ব্যাধা হতে চায় ।  
আমি সেই মহাত্মক—লাক্যানাগর থেকে নিজে  
জানিয়েছি ফুটি অনাদির পূর্ব নীলিমায়  
পৃথিবীর ভ্রামবহ কোলাহল ভেসে করে অমিনাশ বর  
আনন্দ্যের আলোকের অঙ্ককার বিহীনতার  
অস্বহীন হরিতের সঙ্গীত লাক্যানাগর ।

[ঐক্যবানন্দ এই কবিতাভাষ্যের মধ্যে প্রথমটি 'পততিবা'র ৩ দ্বিতীয়টি 'বেল'-এ  
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো, সম্পাদকদের অসহযোগিতাবে ব্যবস্থা এখানে  
পুনর্মুদ্রণ করলাম । অন্তর্গত, আবহা বাহ্য দ্বিধা বস্তুই জানতে পেরেছি,

কবিতা  
সৌম ১০০১

এ-বাৎ কবির হত্যাকরেই আৰম্ভ হিলো, আদৰা তাঁৰ পাণ্ডুলিপি-খাতা খেকে উদ্ধাৰ কৰেছি।

শ্রীকমানন্দ কবিতা লিখতেন ছাত্ৰাৱস্থাৰ পাংলা এংগ্ৰহলাইক খাতাত, নক পেননিলে। তাঁৰ অন্ত্যাস হিলো দুপুত্ৰবেলাৰ লেখা, এং: ঘটনাটি মন:পুত্ৰভাবে শেষ হ'লে গৰে, যাএ অস্ত খাতাৰ কাল্পিত্তে তাঁৰ এতিগিলি তোলা। প্রতি কবিতাৰ ঘটনাৰ তাৰিখ সাধাৰণত উল্লেখ কৰতেন না, কিন্তু খাতাৰ মলাটে বাস, বন্ধৰেৰ উল্লেখ থাকতো। কবির অস্থল শ্রী মনোজানন্দ বাংলা নৌদত্তে এই বকৰ দুটি মূল ঘটনাৰ খাতা আদৰা বেখখাং হৰোপ পেৰেছি : একটিৰ তাৰিখ নবেম্বৰ ১৯৫১-আত্মহাৰি ১৯৫২, অস্তটি মে-জুন, ১৯৫৪। এই বিতীৰ খাতাৰ পর আৰ-কোনো খাতা পাওয়া দাৱনি, অস্তএং ব'বে নিতে হজে যে এতেই শ্রীকমানন্দ তাঁৰ মৰ্শনৰ কৰেকটি কবিতা লিখেছিলেন বা আৰম্ভ কৰেছিলেন। ৩, ১ ও ৮ নং কবিতা এই খাতা খেকেই উদ্ধত; এই ভিতটি, আদানৰ বিবেচনাং, অস্তত আত্মতিন্তভাবে শেষ হৰেছিলো। খাতাৰ তাৰিখ, এং: খাতাৰ পাতাৰ অৰহানেৰ পাদল্লৰ খেকে অস্তমান কথা যদি নিকুল হয়, তাহ'লে ৮ নং কবিতাটিই তাঁৰ শ্রীকমানন্দ মৰ্শনৰ ঘটনা।

শ্রীকমানন্দ আকবিক অৰ্ধেও মূল পাণ্ডুলিপিৰ ঘটতি হিলেন; তাঁং খাতাৰ পেননিলেৰ বাপ এস্ত জান এং: হত্যাকৰ এস্ত চোটা ও অল্ট বে কবিতাগুলিৰ পাঠ্যাকৰ কৰা আদানেৰ পকে সহজ হেনি। তবু, কবিতা-ঘটনাৰ এতিম্বাং মৰে পৰিচয়, এই কবির বাক-তব্বিৎ মৰে পৰিচয়, তাঁৰ উপর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধাৰ মলে হতটা মন্তব, আদানেৰ এতিগিলি তন্তটাই মটিক হৰেছে ব'লে আদানেৰ বিধান। নক, নকবোজন ও নংজিৰ বিতিৰ পাঠ্যাকৰ পাৰটিকাৰ মৰ্শ উল্লেখ কৰা হ'লে, ব্যক্তিকৰ তবু ৮ নং কবিতাটি। এই কবিতাটিৰ পাণ্ডুলিপি এস্ত অল্ট ও মনোজানন্দৰ বে আদানেৰ পকে দুটিমাত্ৰ উপায় হিলো : হয় এটিকে মংকলৰ খেকে বাহ দেৱা, নক পাণ্ডুলিপিৰ নীহংগিকা-মন্তল খেকে কবিতাটিকে পঠন ক'ৰে নেৱা। কবিতাটিৰ আকবিক মূলোৰ এতি মদানকলত বিতীৰ মৰাই আদৰা গ্রহণ কৰেছি। নিজেদেৰ বিচাৰবুধি ও কিবক অস্থলারে প্রত্যেকটি মংজিৰে পাণ্ডুলিপি খেকে উদ্ধাৰ ক'ৰে নিতে

## কবিতা

বর্ষ ১২, পৃষ্ঠা ২

হ'লো—অর্থাৎ, অনেক অংশে ও স্থানান্তর পাঠান্তরের দ্বারা থেকে থেকে নিজে হ'লো সেই শব্দভাসিক, যার সম্মুখেই পংক্তিটি কবিতা ও অর্থের দিক থেকে সম্বন্ধে সংগত এবং কবিতা চরিত্রসমূহে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। কল্যাণদাস এতে এমন একটিও শব্দ নেই যা জীবনানন্দ ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি পাঠান্তর হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এমন অনেক শব্দ যুক্ত হয়েছে।

জীবনানন্দ ইদানীং 'দূর প্যাপিগিনি' সমসাময়িক অনেক অপ্রকাশিত কবিতা মূল্য ক'রে লিখেছিলেন, গল্প চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তার কোনো-কোনোটি বিভিন্ন দাখলিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। লবঙ্গ হস্তো পুস্তকো দেখা হ'লে উল্লেখ করেননি : তাঁর কাব্যশরীরে এদের দৃষ্টিক সন্ধান, তাই, গবেষণার বিষয় হ'বে থাকলো। এই গুচ্ছের মধ্যে চন্দ্র কবিতাটি এই বকর পুস্তকো একটি রচনা, জীবনানন্দের হাতে দিবস স্বপ্নের অস্তিত্ব উল্লেখ্য। এই কবিতাটির একটি পাঠান্তর 'কল্পনা সাহিত্য' নামক দাখলিক সংকলনে (আদির ১৩৬১) প্রকাশিত হয়েছিলো : প্যাপিগিনি-পাতার এই একই চিত্র বা ভঙ্গিম্বা অবলম্বন ক'রে গল্প-গল্প করেকটি কবিতার ধন্যকার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু দুই দাখলিক দা প্যাপিগিনি রচনা হ'লে আরও নিঃসংশয় গ্রহণ করতে পারি যে—জুন ১৯৫৬-এর পাতা থেকে সংকলিত ৬, ৭ ও ৮নং কবিতা, এই তিনটি কবিতার অপূর্বতার দাবি আছে, যেন হয় কবি যেন এখানে একটি নতুন পর্যায়ের প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁর দ্বারা পর্যায়ের কবিতার দ্বার-দ্বারে একটি পংক্তির বিবর্তিতা লক্ষ্য করা যায়—আমলে তার আরও 'দূর প্যাপিগিনি' সম্বন্ধেই, সেই সময়েই 'অন্তকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'স্বপ্নের ঘোরে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি কোটি পূষাঘের আর্জনাঘের উৎসব' হয়ে তিনি 'অন্তকারের অনন্ত দৃষ্টি'র তিত্তর কিনে রেখে চেয়েছিলেন। তাই কিছুকাল পরে 'আদির বৈকুণ্ঠ' কবিতায় এই কথা দাখল বিজ্ঞপ হ'বে উঠলো :

অবাক হয়ে ভাবি, আর হাতে কোথায় কুণি ?

তল কেন নির্জন দেবদাস-ধীরের বকরের দ্বারা কেনে না—

পৃথিবীর সেই দাখলিক তল ?

তল হাতে বাৎসরিক করে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত

ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—

ମୋସ ୧୭୬୧

**‘‘गणकः—गणकः सः पूज्यः नैऋतः ॥१॥ सः ॥’’**

‘বহাগুখিণী’ ও ‘সাতটি ভায়ায় তিথি’-এর অনেক কবিতাতেই এই কথা  
বা বিজ্ঞপের আখ্যাত পড়েছে। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনায় দেখে। এটিকে একটি  
প্রধান মূল ধরনে বুল হইয়া। অবশ্য, একই সঙ্গে, অনেক সময় আখ্যাত হুতাও  
স্বর্ণ বইয়ে দেখেন তিনি—

**देवनागि अक्षरहर नाण**

তাঁর মৌল আন্তরিকতা বিকসে কোনো। দম্বেহের অবকাশ হেননি কখনোই।  
 তবু মনে হয় কিছুকাল হ'য়ে একটা বসন্তের মতো তিনি অতিত ছিলেন : বিশ্বাসের  
 সঙ্গে দাঁতবের সংগ্রাম, দুশা, ক্রান্তি, যন্ত্রণার সঙ্গে প্রবেশের। এই বসন্তের ক্ষণ  
 কবির সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও উপকারী হ'য়ে ওঠে, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত তার উপর  
 জরী হ'তে পারেন। এই শেষ তিনিই করিতেন। তারই লক্ষণ সন্ধ্যা। মনে হয় কবি  
 দম্বেহের পর পাণ্ডি পেয়েছেন, আত্মসংগেছেন আলোর, জীবনকে—হেন  
 নিয়ে নয়, বসন্তকৃত ক'রে নতুন করে বাটার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। তাই মধ্য  
 পর্যায়ের জটিলতা ফেটে গিয়ে এখানে প্রাথমিক স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে—আবো  
 মৃত্যুর, সন্ধ্যা একা অর্থহীন হ'য়ে : কিংবা এসেছে নতুন, উজ্জল চপকলে নির্ভর  
 ক'রে : ধানসিঁড়ি, কলসিঁড়ি, সুবাসা, সুন্দর ধান প্রকৃতির সম্মুখে এখানে থাকিরে  
 আছে 'মহাকবি', 'মৌন কবি'—দে-কবি হুসিঁড়ি, আত্মবাস, অসিঁড়ি, জীবনের  
 ব্যক্তি, বনজা, অনবরতকার প্রতীক। এই কবি আত্মবাসের পূর্বসংস্কৃতি—এই সেই  
 কবিরকল্প দেবতার গায়, কিন্তু এখানে তার অবতরুণের আলোক পাণ্ডিওনি  
 কীকে-কীকে অবিভক্ত করিত হচ্ছে। 'এক মূর্তি আলো', 'কবির আলো',  
 'সংসারের উজ্জল হানি', 'হুসিঁড়ির অন্ধর কলহ', 'নীল—মৌলীস ভাসল',  
 'হুসিঁড়ি—নব হুসিঁড়ির পাণ্ডি', 'অনাথ আলোর ভালোবাসা'—এক অন্ধ  
 নদীর মতো 'আলোর এক দিকের উজ্জল জীবনবাসের কবিতার ইতিপূর্বে  
 দেখা যায়নি। কলা বাহুল্য, এটা 'সিঁড়ি-সংগ্রাম' বা 'নব নির্ভর হাতে'র আলো  
 নয়, লুপ্ত সৌন্দর্যের জন্ত কোনো। আত্মসংগে নেই এখানে, আছে নতুন নদীর প্রতী

## কবিতা

খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২

আজ্ঞান। 'ইচ্ছাত গৌণের বিলুপ্তি কেহ' যে-আলো ছিলো পটে আঁকা  
হৃদিত পংলা, এখানে তা বাহুবের আকাশ কেহে ধরে পড়ছে, বাহুবের  
ধীমনের সঙ্গে সঙ্গত হ'য়ে হ'লে উঠে

আজ্ঞার আলোকেও অন্ধতাঃ অন্ধকার  
অন্ধবীর হৃদিতম অন্ধিত লাবণ্যসম্বর।

আজ্ঞা একেবারে বুলে মাননি এখনো, কিন্তু বাহুবের ওপর আধুনিক রূপে 'পদুম  
ও মেঘালের বাজে' পরিণত হ'লে—

বাহুঃ বহীঃ আঁকা জাহে আলো বাহুবের এতি  
এখনো জাহেঃ জাহেঃ বহুভাষিত হ'লে জাহে জাহে  
হহঃ নতঃ বা বীতি, জাহেঃ জাহেঃ অন্ধক নাকল—

কবি যে জানেবই একজন, এই নিষ্ঠীক ও হৃদু উল্লসিত্তেই ধীমনানন্দ  
শেষ উচ্চারণ জাহে হ'য়ে থাকলো।—১. ২.]

# কবিতার কথা।

(অংশ)

জীবনানন্দ দাশ

সকলেই কবি নহ। কেউ কেউ কবি। কবি—কেমনা ভাবে হৃদয়ে কল্পনায়  
এক কল্পনায় তিনত্রে চিত্রা ও অতিকল্পনার বস্তুর সাববস্তা রয়েছে এবং  
ভাবের পটভাষে অনেক বিশস্ত নতাবী বঁচে এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক  
জনত্বের নব নব কাব্য-বিকীরণ ভাবের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে,  
কিন্তু সত্যের সাহায্য করতে পারে না। বাস্তব হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার  
তিনত্রে অতিকল্পা ও চিত্রায় সাববস্তা রয়েছে তাই সাহায্য গ্রাপ্ত হয়; নানা  
হৃদয় চরিত্রের লক্ষ্যে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

কল্পতে পাঠ্য দায় কি এই লম্বাক কল্পনা-আজ্ঞা কোথ। বেদে আসে? কেউ  
কেউ বলেন, আসে পদ্যবাহুরে নিমটে খেঁচে। সে কথা যদি বীজের কবিতা হ'লে  
একটি দু'আর জটিল পাকতে গ্লান হীরের দুহি দিয়ে কেটে ফেলায়। যেহেতু সেট  
হীরের দুহি পবীষেপেত, কিংবা হুহুটো স্তম্ভের বস্ত চলাচলের হুট পড়া। তিনিদ।  
কিন্তু হাতের ভাষের এবং কাব্য পদ্যলোচনা-নন্দন্যর অন্তর অন্তর আঘর্ষণে  
মিশ্রককরা এট আশ্চর্য মিটকে—আদি হুহুট বাক্যে কণ্ঠে পাগতি—নাথার  
দায় পাত্রে বেলে বদান্তে চোটা করবেন। বাক্তিগতভাৱে এ সবকে আদি কি  
বিবাস কবি—কিন্তু পুচকাবে বিবাস করবার বস্ত কোন গুণিবতা বুঁতে পেরেছি  
কিনা এ প্রবন্ধে সে সবকে কোনো কথা ধরবে না আদি আদি। কিন্তু যেকা বলেন  
সম্পূর্ণ জাতনাবে—পৃথিবীর কিংবা বকীর বেনের বিশস্ত ও বস্তমান কালোবৈদ্যী  
তিন্তর চরক্যাবস্তে বীকিত হ'বে নিয়ে কবিতা। বচনা কথতে হবে ঠাহের এ  
বাকীর সম্পূর্ণ বাক্য আদি অন্তত উপলব্ধি কথতে পারলাম না। কারণ আদ্যকে  
অন্তত কথতে হয়েছে যে, বক্তব্যবিত্ত এই পৃথিবী, হাতের ও চরিত্রের আদ্যকে  
উচিত দুহুতর লচকন অহুতর ও এক এক লবর বেন বেদে দায়,—একটি-পৃথিবীর  
অন্ততর-ও-বক্তব্য একটি বোনের বস্তর বেন তলে ওঠে চলা এবং বীণে বীণে  
কবিতা জনের প্রতিভা ও আদ্যার পাওরা দায়। এট চরক্যের অতিকল্পা যে

## কবিতা

খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২

নবম আশায়েব ভাবকে ছেড়ে যায়, সে নব বুদ্ধিতে কবিতার ভাব হয় না, পত্ন  
বচিত হয়, যার চিত্তেব সমাজনিকা, সৌন্দর্যনিকা, নানাব্যকম চিত্তার ব্যাঘ্রাণ ও  
মতব্যাকের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেব সমস্তের আসে এবং সমস্তের  
বেশী ক'রে, কিন্তু তবুও যাদের প্রত্যাহ কণ্ঠস্বাণী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ  
পায় না, কিংবা নিরন্তরের বুদ্ধিবোধ করে তবু, এবং কুখ্যাই ভাব্যশব্দীয়েব আত্ম  
বুদ্ধি বেকার ।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মাহুষের সমস্তা বচিত  
অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য হয় না । তা হতে বাধা নেই । অনেক ছোট কাব্যই তা  
হয়েছে । কিন্তু সে সমস্ত চিত্তা, বাগ্ম্য, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক-কল্পিত  
হয়ে কবিতার কভানকে বহি দেহ দিতে বাধ কিংবা সেই বেহকে দিতে চায় যদি  
আত্মা তাহ'লে কবিতা হই হয় না—পত্ন নিবৃত্ত হই মাত্র—ঠিক বলতে গেলে  
পত্নের আকারে নিত্যত, মতবাদ ও চিত্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় তবু । কিন্তু আমি  
আসেই বলছি কবির প্রণালী অন্তরকম, কোনো প্রাক-নির্দিষ্ট চিত্তা বা মতব্যাকের  
অমার্ট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরন্ত  
ক'রে থাকে কতনাও আলো ও আবেদ ; কায়েই চিত্তা ও নিত্যত, প্রম ও  
মতবাদ প্রকৃত কবিতার চিত্তার মাহুষীর কটাক্ষের নিহনে নিদা, উপনিদা ও  
মত্নের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে বেন । লুকিয়ে থাকে ; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক  
জাদের সে সংস্থান অহুতম করে ; বুঝতে পারে যে তাবানমতিব চিত্তেব হয়েছ,  
অসংখিত শীতা দিচ্ছে মা ; কবিরায় চিত্তার আনন্দ পাওয়া যায় ; জীবনের  
সমস্তা বোলাজলের মুখিকাভমির চিত্তার শালিষের মত গ্রান না ক'রে সম্বৎ ফেন  
করে আদার মরীর চিত্তার মিকেলের দাদা বোলের মত :—সৌন্দর্য্য ও নিত্য-  
কল্পের বাধ পায় ।

এ না হ'লে আদর্য্য জিজ্ঞাসা ও চিত্তার অন্ত কেন পত্নগুলির কাছে যায় না,  
কল্পগুলির কাছে যায় না, কোলের কাছে যায় না, বাধ ও তারবির কাছে না  
দিয়ে ? জীবনের ও সমাজের ও জাতিব সমস্তার সমস্তে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—  
অব্যাপক বাধাকল্প, মাহাত্ম্য পাতি, পতিত অওহাবলালের নিকট যায় না কেন,  
বদীভবাবেৎ কাব্যের নিকট না দিয়ে ? বার্মানিক বার্মান'ব কাছে বাতলা উচিত,

ਸੰਨ ੧੯੭੧

ইংল্যান্ড বা কনিয়াস অর্থনীতি ও নব্যনীতিবিদ পুণী ও কলোনেস নিকট  
 বাতায় উঠিত—ইংল্যান্ডের কারোয় নিকট এমন কি এনিহট ইত্যাখিস কারো-  
 অচেচোর নিকটেও নয় ।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই। বানিকটা অত্যাধিক ক'রেই কেন, অথবা অত্যাধিক নয়—আমার কাছে অত্যন্ত দত্তা প'লে য়েন বহু : কাব্যের চিত্তের লোকনিকা। ইত্যাদি অর্থনাগীতেরের মত একান্ত ক'রে থাকে না। খান, কুল বা মানবীয় প্রকট সৌন্দর্যের দত্ত নয় ; তাহের সৌন্দর্যেরে সার্থক ক'রে কিছু তবুও সেই সৌন্দর্যের চিত্তের সোপানভাবে বিকৃত হেথা উপস্থাপ্য হইত যে অনিন্দিত্যনা মানবী বা মানবের সৌন্দর্যের আভার মত বস্তুপ্রাচীর প্রথম ও প্রধানভাবে দৃষ্ট করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অতঃপর তার চিত্তকে তৃপ্ত করে। যাহা এ কথা স্বীকার করেন না, যোগ বলতে চান যে কবিতার চিত্তের প্রথম প্রধান বর্ণনীয় বিভিন্ন কিংবা সৌন্দর্যের দিকে একান্ত হ'রে সৌন্দর্যের মতই প্রধান বিভিন্ন হইতে লোকনিকা বা বর্ণন বা বানানকর দত্তার উল্লেখ, তাহের আমি এই কথা বলতে চাই যে বাস্তব—সে যে অনৈতিহাসিক দত্তাবোধেই প্রথম হোত না কেন—একটা বিশেষ হল নষ্ট করুন বা বর্ণ বা বিজ্ঞানের হল নয়—যাকে বলা হইলো কাব্য ( বা নিষ্ঠ )—যার কল্পওলো জ্ঞাত পদ্ধতি ও বিকাশ আছে। যার আশ্রয়ে আশ্রয় এখন একটা কৃষ্টি পাই, বিজ্ঞান বা বর্ণন এখন কি কর্ণের আশ্রয়েও বা পাই না—এক বর্ণ বা বর্ণনের চিত্তের যে কৃষ্টি পাই কাব্যের চিত্তের অধিকতর তা পাই না ; পৃথিবীর দত্তাবোধের চিত্তের বাস্তব যদি এখন একটা বিশেষ হল বৈশিষ্ট্য নষ্ট করুন ( কিংবা বজ্রতা অব্যবহ কেউ বাস্তবের দত্ত নষ্ট করলো )—কি করে সেই বিচ্ছিন্নতার দিকট তার অনবিস্তৃত, অতিরিক্ত দাবী আশ্রয় করিতে পারি ? কিংবা সেই দাবী কবিতা যদি বেটোলে বা বেটোতে পারে, বাসে করে কবি তাহ'লে তার জ্ঞাত বর্ণ অতদূর নয় আর ; তার দ্বিতীয় দ্বিতীয় কোনো প্রয়োজন নেই। সে বা দিতে পারে, বর্ণও তা দিতে পারে। দত্তাবোধের, জ্ঞানসংস্কার দত্তাবোধ এখন কি কর্ণীবাও তা দিতে পারে। তাহ'লে কাব্যের দত্তাবোধ দ্বিতীয় কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি



## কবিতা

নং ১৩, পৃষ্ঠা ৪

কাব্যের বিবেক ইতিহাসটির প্রয়োজন হয়ছে । • • • ধর্ম বা লব্ধিসংস্কার  
বা স্বাভাবিক কবি ও মনোমগ্ন ভগ্নের অল্প কোনো বিকাশের চিত্রণ এট কল্পনার  
এক কল্পনার চিত্রণে চিত্রা ও অতিজ্ঞতার ঠিক এট যথার্থ লাগবত্ব নেই ।

হতে পারে কবিতা কীভাবে মানবিক লব্ধির উৎসাহ । কিন্তু উৎসাহের  
দানবিকের মত নয় ; যা উৎসাহিত হ'লো তা যে কোনো ভাবেই খেঁচকট চোক  
আলবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে চাপি দেবে । যদি তা না দেয়  
তাহলে উৎসাহিত লিখক হয়তো পুথোনে চিত্রার নতুন আশুতি, কিংবা হতে  
নতুন কোনো চিত্রা ( যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, ) কিন্তু তবুও তা  
কবিতা হ'ল না ; হ'ল কেবলমাত্র মনোবীজতানি । কিন্তু সেই উৎসাহিত—  
পুথোনের ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই মজার নতুন যদি আমার কল্পনাকে  
কুণ্ড করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে অনেক দিতে পারে তাহলে তার  
কবিতামত মূল্য পাওয়া গেলো ; আরো মানবিক মূল্য—যে লব্ধি কবি আসে  
আমি মনেছি—তার থাকতে পারে, আমার কীভাবে ভিতর তা আরো  
দানবিকটা জান বীজের মত ছড়াত্তে পারে, আমার অস্থিরতার পরিচি যাকিয়ে  
দিতে পারে, আমার দৃষ্টিশূলতাকে উচ্চ মঠের মত যেন একটা মৌন দুঃখের  
আবোধের আশ্রয় দিতে পারে ; এবং কল্পনার আভার আলোকিত হ'য়ে এ  
লব্ধি জিনিস মত বিশেষ ও মজারভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন  
প্রাণ—তাই মজার নতুনতম কল্পনাবিহীনতার বীজ-ও-আবেগের মত  
জলতে থাকবে । • • •

আমি মনে চাই না যে কাব্যের মত কীভাবে কোনো লব্ধি নেই ; লব্ধি  
করছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ একটভাবে নেই । কবিতা ও কীভাবে একই জিনিসেই  
ছুই বকর উৎসাহ ; কীভাবে মনে আমার লব্ধিচর বা যুক্তি তার ভিতর থাকবে  
নাম আমার লব্ধিচর বা জানি তা করছে, কিন্তু এই অঙ্গের অধ্যবহিত  
কীভাবে দিকে থাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মজার ইচ্ছাক্রমে  
লব্ধিভাবে কুণ্ড হয় না ; কিন্তু কবিতা যদি ক'রে কবির দ্বিবেক লাভনা  
পায়, তার কল্পনা কীভাবে দানবিক বোধ করে, পাঠকের ইচ্ছাক্রমে কুণ্ডি  
পায় । কিন্তু লব্ধিচর থাকবে মনে আমার বা যুক্তি তার লব্ধি পূর্ণ

## কবিতা শৌৰ ১৩৬১

তুমিও কাব্যের ভিতর থাকে না : আদৰ্শ এক নতুন স্তৰেণে প্রবেশ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেকে দিবে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত বীজ ছেকে দিবে এক নতুন প্রাণীনের কল্পনা করা যায়—তাহ’লে পৃথিবীর এই দিন, রাতি, মাহুত ও তার আকাঙ্ক্ষা এক নতুন পদক্ষেপে পদক্ষেপে পদক্ষেপে ছেকে দিবে এক নতুন যাবজ্জীবন কল্পনা করা ছেকে পারে না কাব্য ;—অথচ জীবনের নতুন দায় গোপনীয় হৃদয়-লানিত্ত সম্পূর্ণ নবত্ব : নবত্বের পূনৰ্জ্জ্বলতা ও নৃতনতা। নতুন ভিতর দ্বাৰে দ্বাৰে এমন নতুন পোনা যায়, এমন বর্ণ বেলা যায়, এমন আভাষ পাওতা যায়, এমন মাহুতের বা এমন অমানবীয় পদক্ষেপ লাভ করা যায়—কিংবা প্রকৃত বেলায় নতুন পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই নবত্ব তিনিমই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল :—এক স্তম্ভের ধরে মন, পদক্ষেপ হয়ে আবেগ অনেকদিন পথান্ত, হঠাৎ মাহুতের পদক্ষেপের শেষ আকর্ষণ যৌতালোকে পথান্ত কোথাও যেন ঘরে থাকে ; —এই পথেই অপরূপ উদ্ভাসনের ভিতরে এসে চতুর অহঙ্কৃত্যের জন্ম হয়,— নীহারিকা বেদন নবত্বের আকার হাজির করতে থাকে তেমনই বহুশব্দটির এসব হতে থাকে যেন জীবনের ভিতর :—এক সেই প্রতিফলিত অহঙ্কৃত্যের যেন বীয়ে বীয়ে উচ্চারণ ক’রে ওঠে যেন, হৃদয়ের জন্ম হয় ;—এই ধন ও হৃদয়ের পরিণত তুমি নয়, কোনো কোনো মাহুতের কল্পনা মনীষার ভিতর তাদের একান্ততা ঘটে— কাব্য জন্মলাভ করে।

কবিতা মূল্যত লোকনিকি নয়,—কিংবা লোকনিকিকে বলে গণিত ক’রে পরিচয়—না, তাও নয় : কবির সেবকর কোনো উচ্চত নেই। ‘কিঃ নিয়াম’ কিংবা ‘কলাকার কবিতা’—এক পৃথিবীর সমস্ত জেট কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিস্তৃতি, কিংবা তার নতুন কবিতার ভিতর সেবকর কোনো পদক্ষেপ প্রাপ্ত নেই। কবিতালাভ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র মনোভাব : তার পরিচয় বিবেচি ইতিপূর্বে। কিন্তু তুমিও কবিতার নতুন ব্যক্তি ও পদক্ষেপের নতুন অন্তত দুই দিক। প্রথমত জেট কবিতার ভিতর একটা ইতিমত পাকড়া যায় এই যে মাহুতের কলাকবিতা পদক্ষেপে বা পদক্ষেপকেই তুমি নয় এমন কি পদক্ষেপ অমানবীয় নতুনত্ব যেন তা তাগে—এক নতুন ক’রে পদক্ষেপ চাচ্ছে ; এবং এই নতুন

## তথ্য

বর্ষ ১২, পৃষ্ঠা ৫

যেন ১২শ অধ্যায়ের ৪৫ বন্ধিতে কোনো একটা স্থায়ী আনন্দের দিকে। এই ইচ্ছিত এত মেঘবর্ষিণ, গভীর ও বিরাট, অশ্রু এত দুঃখ যে ব্যক্তি, সম্রাট ও নৃত্যাতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইচ্ছিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপভূত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই অল্পই সময় অতীত ও বর্তমান স্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে রাষ্ট্রের চিত্রকে বসে যেই অবিকার করতে পারবে সত্যতার স্তম্ভ বেশি উপকার। কিন্তু ইটালি পারবিস্তা যেমন অন্তরঃ স্বাক্ষর হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিস্তরণ করেন স্রেষ্ঠকাব্য সেব্যকমভাবে বিস্তারিত হয়ঃঃ ভিন্ন নয়। • • •

আসল প্রশ্ন হচ্ছে শ্রিতের জন্য পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব ; কিন্তু সেই পরিবর্তন আনবে কে ? সেই পরিবর্তন হবে কি কোনোদিন ?—যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা মাজকের এই ছিলাল চিত্রের বসে জনসাধারণ থাকবে না আর ? যাতে এলিজাবেথের সময়েই ইংলণ্ডে কিংবা ব্রতা দাক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব স্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গল-পাঠক সে দলের গভীর বোকা হয়ে থাকবে ? তাহলে সেলেও হাসি পায়। কিন্তু তাহালাও ভিন্ন নয় হতো। এখন যেহি তুঁ তৃতীয় শ্রেণীর সমীক্ষণিত্রী ও চিত্রণিত্রী তুঁ নয়, এলিজাবেথ উচ্চতর শিত্রীরাও দিকে দিকে বীভূত হচ্ছে তখন কিজানি করতে ইচ্ছা হয় যেমন শ্রেণীর ভবি নির্বাসিত হয়ে হয়েছে কেন ? কিন্তু যখন যেহি প্রবাক্ষিত শতাব্দী কোনো এক দারুণ হস্তী-জননী বসে যেন দৃষ্টিবসিত ষাডাল শতাব্দীর প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর দুটপাখ ও বহমান করে কেন্দ্রে তখন যেন হয় যে কোনো দুঃখ, পুত্রোনা যে ও ইচ্ছ-পুষ্টির দিককে বা, পুত্রোনা প্রবীপকে যে অদৃষ্ট হাত বহু সন্তানের ভিতর নিয়ে নিয়ে প্রবীপকেই যেন পরিবর্তন করে কেনে, তার এই দায়িত্বতা ও সম্বন্ধীনতার গভীর ব্যবহার যেন দৃষ্টিবের বীক্ষিতের জন্য তুঁ—সকলের জন্য নয়—অনেকের জন্য নয়।

কিন্তু তুঁও সকলের জন্যে পরিবর্তন হবে কি ? হবে ? কে আনবে ? কহিলে কি শিকার অবিনায়ক দাকতে হবে ? পৌষ্যপ্রবাসে পাবিত করে

## কবিতা

শৌখ ১৩৬১

বিবিক্তাময় তৈরি করতে হবে ? প্রসাদোদ্ভাৱিত করতে হবে ? চিত্রকটক সাজতে হবে জীৱনের লক্ষ্যে ও হৃদয় সাধনার উদ্দেশ্যে ? যদি কোনো শেষ বৈজ্ঞানিক ইচ্ছাকালে আকস্মিক এই লক্ষ্যভাৱ ঘোড় ফুৰে যায় তাহ'লে কবিতা কিছুই করতে হবে না আৰু ; তাৰ নিত্যৰ প্রতিভাৰ নিকট তাকে বিস্ময় থাকতে হবে শুধু কতিপয়ৰ হাতে তাৰ কবিতাৰ হান অৰ্পণ করে ; যে কতিপয় হওতো করে কবে যেতেও যেতে পারে—হাতথৰে হস্ত তাৰ পুত্ৰোন্মো অগোচৰ অশ্লোকেৰে তিতৰ আৰু থাকতে থাকে না বলে । • • •

কিছু লচাত'ৰ মেঘ ও উজ্জলিতৰ যতি পুনৰোধন না হটে, বিনি কৃত্তীৰ জেইয় কবি নৱ, অস্ত-এ বপাস্তগলিলে হাতৰ আঘাতের কেনেও দাচিহ্ন। কবীদেৱ লহাজুতি ঘাৰ ওত এতটুকু নেট তিনি কি কবিতা ? তিনি প্রতিভাৰ সাধনাৰ ভিত্তরে চলে যাবেন—সবৰে বন্ধৰে দুঃখৰ—জন্তাৰ হোতেৰে তিতৰে কিছৰেন—নিৰালৰ অসত্বিতা; ক বেখাদন কবিতা-মনীষাৰ প্রতিভা; বিধে আঘাত কৰা বহুকাৰ নটন ক'লে স্তম্ভি কবিতাৰ ওত সেট চোৰি কবিতাৰ,—আঘাত চলে যাবেন, হওতো উদ্ভব লক্ষ্যৰ লগে ক'লে নিৰে, প্রতিভাৰ সাধনাৰ তিতৰ :—সেই কোন আঘাত কবিতাৰ নিকটে বেন, নিৰ্জীৱ গোত্রে ও গাঢ় বীণাঘাৰ বিস্তৰ কোনো অবিভিৰ নিকট ।

তাৰ প্রতিভাৰ নিকট কবিতাৰ বিস্ময় থাকতে হবে,—হওতো কোনো এক-বিন পৃথিবীৰ স্বেচ্ছ কবিতাৰ সবে তাৰ কবিতাৰুত প্রয়োজন হবে সমস্ত চৰাচৰেৰ সমস্ত জীৱেৰ ওপৰে দুহাটীৰ অৰ্পণৰ কালোৰে যেতে দুবনেৰ ওত ।

( 'কবিতা', যিৎসৱ লক্ষ্যসামান্য লক্ষ্য, বৈশাখ, ১৩৬১ )

## জীবনী-পঞ্জী

**জন্ম** : ১৮২২ ( ৬ ফাল্গুন, ১৩০৪ )

**শিক্ষা** : বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ। বি. এ., ইংরেজি অনার্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ১৮৮২। এম. এ., ইংরেজি সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮১।

**কর্ম** : অধ্যাপনা, কলকাতা সিটি কলেজ ( ১৮৮২-৮৮ ), হাওড়া কলেজ, বরিশা ( ১৮৮০-৮১ ), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল ( ১৮৮৭-১৮৮৮ ) ; কলকাতার 'বঙ্গোপ' বৈনিকসমাজের সাহিত্যবিভাগের সম্পাদনা ( ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ) ১৮৮৭। অধ্যাপনা, বড়সপুর্ন কলেজ, ১৮৮১-৮২, বরিশা কলেজ, ১৮৮৩, হাওড়া গার্লস কলেজ, ১৮৮৩-৮৪।

**বিবাহ** : ১৮৮০ : শ্রীমতী লাক্ষ্মী দেবী ( কন্যা : শ্রী ক্ষুদ্রী বাম, পুত্র : শ্রী নবরামচন্দ্র বাম )

**গ্রন্থ** : কবিতা : পালক, এম. সি. পত্রিকা-এর লম্বা, ১৮৮৮ ; কুসুম পাণ্ডুলিপি, ভি. এম. লাইব্রেরি, ১৮৮৮ ; ধনলতা সেন, কবিতাকবর, ১৮৮২ ; মহাপুত্রী, পুণ্যনা লিমেটেড, ১৮৮৮ ; লাক্ষ্মী দেবীর কবিতা, শুভ মহাবল আও শুভ, ১৮৮৮ ; ধনলতা সেন, মিসনেট প্রেস, ১৮৮২ ; স্রেষ্ঠ কবিতা, লাক্ষ্মী, ১৮৮৮ ; নিবিল-বহু-বীজ-সাহিত্য সংকলন কর্তৃক 'ধনলতা সেন' ( মিসনেট প্রেস সংকলন )-কে পূর্বভারত-প্রকাশ : ১৮৮৩ ; কলকাতা সেনেট হল কবি-সংকলনে ব্যবহৃত কবিতা-পাঠ : ১৮৮৮।

কলকাতার ট্যাক্সি দুর্ঘটনার আঘাতগ্রস্তি : ১৮ অক্টোবর, ১৮৮৮ ; বহু, নতুন পণ্ডিত হাসপাতাল, কলকাতা : ২২ অক্টোবর, ১৮৮৮।

[ কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রে পড়ার সময়, তাছাড়া যিকোনো বৈকে, বিবর্তিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। পছন্দের পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ভিক্টর, হে-হটমোনে যিনি কেটে, হাটের নিচে ছুটিটাকে একটু ওঠিয়ে কখনো খেঁচে,

## কবিতা

শৌৰ ১৩২১

আকস্মিক ভাৰতে-ভাৰতে চ'লে কেঁচন । খুঁৱ কৰ লোকে চিন্তে পাকজো  
ইনিই জীৱনৰ দাপ । দেখা হ'লে একটু লাফুৰ চাপা হাসি হাস্তেন, যা  
অন্তমনত ক'ৰা কলহেৰে ছুচাৰ মিনিট, হাসিবিহাৰী এভিনিউ-দ্যাক্তাউনেৰ  
মোকে থাকিয়ে ।

১০ অষ্টোবৰ, দুহস্মতিবাৰ লক্ষ্য । আমবা কেউ সেদিন মোকেন কাছাকাছি  
হিসুৰ না । পৰদিন একটু কি দুটি বাংলা বন্ধেৰ কাগজে বন্ধটা ছাপা  
হোলো, অনেকেই চোখে পড়েনি । কোনো কোনো ল'ৰাৰপৰে আৰো পৰে ।  
কোথাও বা একেদৰেই না ।

মোকেন কাছাকাছি বাতা পেরিৰে লক্ষ্যৰ পৰ থাকি স্মিহলেন, দুহতে  
পাৰেননি পশ্চিম খেকে ট্যাবটা অমন কৃত্ত বেগে দুটে এনে বাতা বেবে ।  
সাতাৰ লোকজনেবাই ট্যানি ক'হে ওকে অচৈতন্ত অবস্থাৰ লক্ষ্যৰে পশ্চিম  
হাসপাতালে পৌছে হেন । এবং থাকিৰ বহুখা খেকে একমো লক্ষ দুহে  
মটনাটা হটলেও ওৰ থাকিতে ঐ-বহু পৌছৰ জায় অনেক পৰে, হাসপাতাল  
খেকে । বুকেও অনেকগুলো পাৰুৰ, কঠাৰ হাড়, এবং কোমৰেৰ নিচে একখানা  
পা চূৰ্ণ হযেছিল ।

সবই ক'ৰা হযেছিল, চিকিৎসাৰিচাৰ আৰুত বা ক'ৰা হেতো । কিন্তু  
ইতিমধ্যে ওৰ আৰুত দুপক্ষপে নিউমোনিয়া দেখা হেহ, বেটা আৰোগ্য না-ক'ৰা  
পৰ্বত চূৰ্ণ অহি পুনৰায় ল'ৰাৰপৰ ক'ৰা লক্ষৰ ছিল না । এই নিউমোনিয়া শেষ  
পৰ্বত আৰোগ্য ক'ৰা যায়নি ।

ওৰ থাৰা লক্ষ্যৰিচ ক'ৰি এবং লাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতাৰ থাৰা তল  
লেনক, এবং ওৰ কবিতাৰ কৃত্ত পাঠক, ওৰা আৰ প্ৰত্যেকেই উচিত খন নিহে  
হাসপাতালে ওকে দেখত স্মিহলেন । ভাৰত-পতা তল হাসৰা  
লাছাকাছি লক্ষ্যৰ পানে উল্লিখিত থাকতেন । লাহাৰিই দেখা হেতো চাকুল  
চোবদুৰ ছোটোখাটো একটু কল হাসপাতালেৰ বাহাৰায় দীৰবে থাকিয়ে  
যায়েন ।

১২ অষ্টোবৰ থাত লাকে এদাৰোটাৰ কৃত্ত হোলো । পৰদিন লক্ষ্য  
হাসবিহাৰী এভিনিউ নিহে দীৰবে ওৰ হেহ কেওকাতলা লক্ষ্যৰাটে নিহে

## কবিতা

বর্ষ ১৩, নংখ্যা ২

নেলায় আঘাত। তাঁকে ধরা জানতেন, ভালোমানুষকে, খাঁকা কবুতেন, তাঁর  
এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি মোকদমাতীর্থ হল।

ছুটপাতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জানতে চাইলেন একজন—‘কে সেলেন।  
পেছিয়ে বেতে-বেতে শুনলাম—‘জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ।’ ‘কী কবুতেন।  
‘কবি ছিলেন।’ বলতে-বলতে তাঁর দাঁড়িয়ে আশির্ষের বানে উঠে পড়লেন  
কখনও

## **গ্রন্থপঞ্জী**

( • উল্লিখিত গ্রন্থ বর্তমানের স্থানসমূহ )

• **কবিতা পালক** । ১৩০৪ । প্রকাশক 'ঐক্যবীক্ষণ' পত্রিকা, ২০১২এ  
 দ্বাৰ্শিক যোজনা, কলিকাতা । ক্রাউন ৮ পেন্সি, ১০+১০ ।  
 কালজের বীণাই । কবিতার সংখ্যা ৩৫ । উৎসর্গ : '—সম্মানার্থে—' ।  
 লেখকের কৃষিকা : 'কবিতা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রকাশী, বঙ্গবাহী, কল্যাণ,  
 কলিকাতা, প্রগতি, বিকলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । বাকীগুলি  
 মুদ্রণ । ঐক্যবীক্ষণ দ্বারা । কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন, ১৩০৪ ।'

• **দুন্দুপ পাণ্ডুলিপি** । অগ্রহায়ণ ১৩০৩, ভাদ্র ১৩০৬ । 'প্রকাশক :  
 ঐক্যবীক্ষণ দ্বারা' । বাহুল্যে ভি. এম. লাইব্রেরির নাম, টিকানা সূচিত আছে ।  
 দুই টাকা । কালজ ৮ পেন্সি, ১০+১০১ । কবিতার সংখ্যা ১৭ । উৎসর্গ :  
 'দুন্দুপ বঙ্গবাহী' । কালজের বীণাই, ক্রাউন ৮ পেন্সি । প্রকাশক :  
 অনিষ্টকর কল্যাণ । লেখকের কৃষিকার অংশ : 'আমি ব'বহুত পথে আমার  
 দ্বিতীয় কবিতার বই দ্বারা হ'ল । এর নাম "দুন্দুপ পাণ্ডুলিপি" এর পরিচয়  
 দিলে । এটি বইয়ের পথ কবিতাই ১৩০২ থেকে ১৩০৬ সালের মধ্যে গঠিত  
 হয়েছে । • • • আমি বঙ্গবাহী দ্বারা প্রকাশিত : আমি নেই—প্রগতি, দুন্দুপ,  
 কল্যাণ—এই বইয়ের আর পথ কবিতাই নেই পথ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল  
 একদিন । নেই পথের অনেক অগ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে  
 —কবিতা দুন্দুপ পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই অনেক দ্বারা একটুও কম  
 নয়—কিন্তু সত্যি আমার কাছে তাই দুন্দুপের হ'লে কেটে হইল । আশ্বিন  
 ১৩০৩ । ঐক্যবীক্ষণ দ্বারা' ।

• **কলিকাতা দেশ** । পৌষ ১৩০২, ভাদ্র ১৩০২ । কবিতাকবনের 'এক  
 পদ্যের একটি' প্রকাশিত অগ্রহায়ণ । প্রকাশক : ঐক্যবীক্ষণ দ্বারা । চার  
 আনা । ক্রাউন ৮ পেন্সি, ১০ । কবিতার সংখ্যা ১২ । কালজের কল্যাণ ।  
 প্রকাশক : দুন্দুপ দ্বারা ।

• **দ্বন্দ্বপুষ্করী** । ১৩০১ । 'পুষ্করী মিহিটো, সি ১৩ পদ্যের একটি,



## কবিতা

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২

কলিকাতা হইতে নত্যাশ্রমঃ বঙ্গ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বেক টাকা।  
মুদ্রাল ৮ পেজি, ৮+৪০। কবিতার সংখ্যা ৩৪। (‘কলকাতা সেনের ১২টি  
কবিতা অন্তর্ভুক্ত।) উৎসর্গ : ‘প্রেমোন্মত্ত কিং সন্তস তটোচাৰ্য্য প্রিয়স্বয়ম্’। বোর্ড,  
ক্যাডেট সংশ্লিষ্ট। লেখকের কৃষিকা : ‘“বহাপুৰিষী”র কবিতাগুলো ১৩০০  
থেকে ১৩৪৫-৪৬-এর ভিত্তর রচিত হয়েছিল; বিভিন্ন পাবলিক পত্রে যেহিহেতু  
১৩৪২ থেকে ১৩৪০-এ। কলকাতা সেন ও অন্ত কয়েকটি কবিতা দ্বাৰ হইতেছিল  
‘কলকাতা সেন’ বটজিতে। বাকী নয় কবিতা আৰ প্রথম বইয়ের ভিত্তর দ্বাৰ  
শেল। ১৩৪১ জীবন, জীবনানন্দ দাশ’।

সাতটি ভাষার ভিত্তির। অগ্রহাণ ১৩৪৫। রচনাকাল ১৩০৫-১৩৪০।  
‘প্রকাশক : আতাশ্চাৰ্য্য বহমান’। নামগত : ‘গুণ বহমান আও গুণ কলিকাতা’।  
আতাই টাকা। ভিতাই ৮ পেজি, ৬+৮০। বোর্ড, প্রচ্ছদপট : নত্যাশ্রম  
দ্বাৰ। কবিতার সংখ্যা ৪০। উৎসর্গ : ‘বহাপুৰিষী কবির বন্ধুস্বয়ম্’।

কলকাতা সেন। আৰ ১৩৪২। রচনাকাল ১৩০২-১৩৪৬। দুই টাকা।  
‘প্রকাশক দিলীপকুমার গুণ সিংসনেট প্রেস ১০১২ এলসিন বোত কলকাতা ২০’।  
ভিতাই ৮ পেজি, ৪২। বোর্ড, প্রচ্ছদপট : নত্যাশ্রম দ্বাৰ। কবিতার সংখ্যা  
৩০। ( কবিতাসমূহ ‘কলকাতা সেন’র ১২টি এবং ‘বহাপুৰিষী’তে প্রথম প্রদিত  
২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত। )

জীবনানন্দ দাশের প্রোষ্ঠ কবিতা। বৈশাখ ১৩৪১, যে ১২৫৪। পাচ  
টাকা। ‘প্রকাশক ঈশোয়েন্দ্রনাথ বহু, নাতানা, ৪৭ নম্বৰচন্দ্ৰ অ্যাভিনিউ,  
কলকাতা ১৩’। মুদ্রাল ৮ পেজি, ১৫৬। বোর্ড, ‘প্রচ্ছদচিত্র ঈশোয়েন্দ্রনাথ  
কর্তৃক অঙ্কিত’। কবিতার সংখ্যা ৭২ ( কল্পা পালক, ৩, কল্পা পাতুনিদি, ১০,  
কলকাতা সেন, ২, বহাপুৰিষী, ১৩, সাতটি ভাষার ভিত্তির, ১২; ইতিপূৰ্বে প্রবে  
অগ্রকাশিত, ১৪; ইতিপূৰ্বে অগ্রকাশিত, ৪ )। লেখকের কৃষিকার আৰ : ‘এই  
সংকলনের কবিতাগুলো ঈশুৰ কিংসন মুদ্রাশাখ্যার আদাৰ পাচখানা কবিতার  
বই ও অন্তান্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে নকল করেছেন, তাঁর  
নিৰ্বাচনে কিংসন ভক্ত্যার পৰিচয় পেয়েছি। বিভাস-গায়নে বোটাশুটিভাষে রচনার  
কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। কলকাতা, ২-১. ৪. ১২৫৪, জীবনানন্দ দাশ’।

কবিতা  
সৌম ১৩৬১

**‘কবিতা’র প্রকাশিত ভীষ্মানন্দর কবিতার তালিকা**

( • চিহ্নিত কবিতা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত স্থানি )

বর্ষ ১

- সংখ্যা ১, আখিৰ ১৩৩২ কুহাব আছে ( আবার প্রৈটেছি যরা নির্ভর করুন মার্ট ) গ্রন্থ গ্রন্থ :  
দুসর পাত্তিসিপি
- সংখ্যা ২, সৌম - বহনকর সেহ ( কাহার বহন ধরে আছি নব ধর্মিকেরি ) বহনকর সেহ :  
কবিতাকর
- কুচি বহন পথে ( আবার বহন কুচি পথে একদিন জাহ নাবে )  
ব. সে : ( ক. ভ. )
- • কুচি নামে ( ভাবা জেও কুচি কুচি পথে দেল বানের উপরে )
- কান ( কটি মেহুলাতার মতো বহন নবুজ আসোত ) ব. সে : ( ক. ভ. )
- সংখ্যা ৩, ঠিক - কাহার মার ( কটীও কাহার মার ছিল কান )  
আছি বহি বহন ( আছি বহি বহন বহন )
- কান, টিল ( কান টিল, সোমাসি ভাবা টিল )
- সংখ্যা ৪, আখিৰ - কান্ধালা ( কাহারে নব ঘেঁকে নতায় আবারে )  
দুসো টিল ( সৌম দুসর পাত্তা উড়ে বার )

বর্ষ ২

- সংখ্যা ১, আখিৰ ১৩১৩ বহ নির্ভর হাতি ( আবার আকাশে অকতার ) ব. সে : ( ক. ভ. )
- পিকার ( কোর—আকাশের হা )
- ‘বহি অকর সেহ’ ( বহি অকর হাতি : কোমবিকের হাতি ) বহাপুখিবি
- • কটী ( বহি অকর কোম কু—পাইবাবলায় হাতি )
- কাহার বহন কু কোম করে ( কাহার বহন কু ) ব. সে :  
নিবন্ধেই গ্রন্থ
- সংখ্যা ২, সৌম - সিদ্ধসার ( হই এক দুসর কু কোমের সিদ্ধ কোম ) বহাপুখিবি
- কামিলাকা নামে ( একবার অকর সিদ্ধ হই ) বহাপুখিবি :  
পরিবর্তিত কান পিডালোত
- বহ ( পাত্তিসিপি কানে য়েবে দুসর কু—পাইবাবলায় আছি )
- হাতিপতা ( কবির কিতরে কুচি—কাহারে কোমিলায় কিতরে )  
ব. সে : ( ক. ভ. )

## କବିତା

ସର୍ବ ୧୨, ନମ୍ବର ୨

|                    |                                                |           |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|
| ନମ୍ବର ୧, ଟାଇପ      | କାବ୍ୟମାତ୍ର ( ଶ୍ରୀକବ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ) | ସହାୟକାବି  |
| "                  | ବିକାଶ ( ନାୟାବିନି ଏକତା ବିକାଶର କାଳ ) ସ. ନେ :     | ( କ. ଡ. ) |
| ନମ୍ବର ୨, ଆକାଶ ୧୦୦୦ | ଆଦିର ଦେବତା ( ଆଦିର ବାଦାମ ଗଳ : )                 | ସହାୟକାବି  |
|                    | ସୁନ୍ଦର ( ଆକାଶର କୋଷାଳା, —କବ୍ୟର ନାମ )            | -         |

### ସର୍ବ ୩

|                    |                                                                                                                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ନମ୍ବର ୧, ଆକାଶ ୧୦୦୦ | ୩ ବୈଦିକା । ( ବୈଦିକା, ଅବିଦ୍ୟା ଦେବତା କୁମି ) ନାଟକ ତାହାର ଚିନ୍ତା : ନାଟକିକ ନାମ 'ଆକାଶମାତା' ( ଦେବତା, ଅବିଦ୍ୟା ଦେବତା କୁମି ) |             |
| "                  | କିନ୍ତୁ ଏକ ( କିନ୍ତୁ ଏକ ନାଟକର ନାମ )                                                                                 | ସ. ମ.       |
| "                  | ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା କାଳ ( ଏକକାଳ ନାଟକର ନାମ )                                                                              | "           |
| "                  | ନାଟକ ( ବାକ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କୁମି ନାଟକ )                                                                                   | ନା. ଡ. ଡି.  |
| ନମ୍ବର ୨, ଟାଇପ      | ବିତ ଗାତ ( ଏହି ନାଟ ବିତ ଗାତ ଆକାଶର ନାମ )                                                                             | ସ. ମ.       |
| "                  | ୦ ବାଟାବିତ ( ବାଟାବିତ ନାମ ନାଟକର ନାମ )                                                                               |             |
| "                  | କବ୍ୟର କବିତା ( କବ୍ୟର କବିତା ଏକ ନାମ ନାମ ) ସ. ନେ :                                                                    | ( ନି. ଡି. ) |
|                    | ବିଦ୍ୟା ଦେବତା ( ଦେବତା ଏକକାଳ ବିଦ୍ୟା ନାମ ) ସ. ମ.                                                                     |             |
|                    | କବ୍ୟମାତ୍ର ( ଏକକାଳ ବିଦ୍ୟା ଦେବତା ଦେବତା ନାମ ) ସ. ନେ :                                                                | ( ନି. ଡି. ) |
| ନମ୍ବର ୩, ଟାଇପ      | କାବି ବାକ୍ୟ ଆକାଶ ଏକକାଳ ( ନାମ ଦେବ ନାମକାଣୀ କାଳ )                                                                     | ସ. ମ.       |

### ସର୍ବ ୪

|                    |                                                                                            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ନମ୍ବର ୧, ଆକାଶ ୧୦୦୦ | ଆକାଶର ଏକ ନାଟକ ( ବାଟାବିତ, କୁମି ଆକାଶ )                                                       | ସ. ମ.      |
| ନମ୍ବର ୨, ଟାଇପ      | ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ( ଦେବତା ଦେବତା ନାମ )                                                           | ନା. ଡ. ଡି. |
| "                  | ୦ ଦେବ ବିଦ୍ୟା ଦେବତା ବିଦ୍ୟା—କୋଷାଳା ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ( ଦେବ ଦେବ ଦେବତା ନାମ ନାମ, —ଆଦି ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ) |            |
| "                  | କୋଷାଳା ( କୋଷାଳା ଏକ ବିଦ୍ୟା ନାମ )                                                            | ସ. ମ.      |
| ନମ୍ବର ୩, ଟାଇପ      | ୦ ବିଦ୍ୟା ( ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା, ଦେବ ନାମ ଏକ ବିଦ୍ୟା ନାମ )                              |            |
| ନମ୍ବର ୪, ଆକାଶ ୧୦୦୦ | ୦ ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ( ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ନାମ ନାମ )                                             |            |
| "                  | ବିଦ୍ୟା ( ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ନାମ ଦେବତା କୁମି )                                      | ସ. ମ.      |
| "                  | ବିଦ୍ୟା ( ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା )                                   | ସ. ମ.      |

### ସର୍ବ ୫

|                    |                                              |  |
|--------------------|----------------------------------------------|--|
| ନମ୍ବର ୧, ଆକାଶ ୧୦୦୦ | ୦ ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ( ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ) |  |
|--------------------|----------------------------------------------|--|

## ବିବିଧ

ନୌବ ୧୭୭୧

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଆଦିତ୍ୟ ୧୭୭୦ • ବୁଢ଼ା ( ବାଉଁଶ ଡିଙ୍ଗର ଦିଆ ବାଜା ଦିଅ ବୋଲି କହେ )

• ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡିଙ୍ଗର ( ବୁଢ଼ିଏ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଡିଙ୍ଗର )—ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨, ଡାକିବ • ଡେବର ( ଆଉ ଡାକିବ କହେ କହ )

• ଡିଙ୍ଗର ( ଡିଙ୍ଗର ବୋଲିବ ବୋଲି ଡିଙ୍ଗର ଡାକିଲେକ୍ତର )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩, ମୌନ ୧୭୭୧ • ଦିଙ୍ଗର ( ଡାକିଲେ ବା ବୁଢ଼ା ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪, ଡିଙ୍ଗର • ଡାକିଲେକ୍ତର, ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ କେବେ )

• ଡାକି ( ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର )

• ଡେ ଡିଙ୍ଗର ( ଡେ ଡିଙ୍ଗର, ଡେ ଡିଙ୍ଗର ଡିଙ୍ଗର ଡିଙ୍ଗର )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫, ଡାକିବ ୧୭୭୧ ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର )

ନ. କୁ.

### ବର୍ଷ ୬

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଆଦିତ୍ୟ • ୧୭୭୧-୭୨ ଡାକିବ ( ଡାକିବ ଡିଙ୍ଗର କେବେ କେବେ )

ମୌନ • ଡାକି ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ ଡାକିଲେକ୍ତର )

ନା. କୁ. ଡି.

### ବର୍ଷ ୭

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଆଦିତ୍ୟ ୧୭୭୦ • ଡାକି ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ କେବେ )

• ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର ଡାକିଲେକ୍ତର )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨, ମୌନ • ଡେ ଡାକି ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ )

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩, ଡାକିବ ୧୭୭୧ ଡାକିବ ( ଡାକିବ ଡାକିବ କେବେ କେବେ )

ନା. କୁ. ଡି.

### ବର୍ଷ ୮

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଡାକିବ • ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ )

ନା. କୁ. ଡି.

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨, ମୌନ • ଡେ ଡାକି ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ )

### ବର୍ଷ ୯

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ମୌନ ୧୭୭୧ ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ ) ନା. କୁ. ଡି.

### ବର୍ଷ ୧୦

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଆଦିତ୍ୟ ୧୭୭୧ ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ )

ନା. କୁ. ଡି.

### ବର୍ଷ ୧୧

ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧, ଡିଙ୍ଗର ୧୭୭୧ • ଡାକିଲେକ୍ତର ( ଡାକିଲେକ୍ତର କେବେ କେବେ କେବେ )

## କବିତା

ସର୍ବ ୧୦, ନଂ. ୩୩ ୧

### ସର୍ବ ୧୫

- ନଂ. ୧, ଡିସେ ୧୯୫୦ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାସ ( ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାସର ଦୁଇ ଦେକ ନବୀର ଉଲ୍ଲେଖ )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )
- ନଂ. ୨, ଡିସେ ୧୯୫୦ ଗୁଣ୍ଡ ( ଆଦ୍ୟାଦେ ବୌଦ୍ଧୋ ନା ଦୁହି ସହସିନ )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )

### ସର୍ବ ୧୬

- ନଂ. ୧, ଆସି ୧୯୫୦ ହୃଦୟ ( ଏକଦିନ ଗ୍ରାସ ହେଲେ ଆସି )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )
- " ନିଶିବେଶ ଗାଳିଗାଳି ( ନିଶିବେଶ ଗାଳିଗାଳି ଶେଷେ ଆସି )  
"
- " ଦୁହି ( ନବକ୍ତର ଗାଳିଗାଳି ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟ ଗାଳିଗାଳି )  
"
- ନଂ. ୨, ଆସି " • ଆଦ୍ୟାଦେ ଏକଟି କବି ବାଣ ( ଆଦ୍ୟାଦେ ଏକଟି କବି ବାଣ )  
"
- " ବାଣ କାଟି ବାଣେ କେଶ ( ବାଣ କାଟି ବାଣେ କେଶ ବାଣେ କେଶ )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )
- " ଗାଳିଗାଳିବେଶ ( ଗାଳି ଆସି ଗାଳିଗାଳି ଗାଳିଗାଳି )  
"

### ସର୍ବ ୧୭

- ନଂ. ୧, ଆସି ୧୯୫୦ ଆଦ୍ୟ ( ଏକଦିନ ଗ୍ରାସ ହେଲେ ଆସି )  
କେଶ କବିତା
- ନଂ. ୨, ଡିସେ " • ବାଣ ( ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
"
- " • ଗାଳି, ଦୁହି ( ଗାଳି, ଦୁହି ସେହି ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
"
- ନଂ. ୩, ଆସି ୧୯୫୦ Disposition ( ବାଣେଶ : ଗାଳି ଗାଳି ବାଣ ) ( ଦୁଇ କବିତା : ବାଣେଶ ।  
ନା. ଶ୍ରେ. ସି. )
- Darkness ( ଦୁଇ କବିତା : ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାସ । ବାଣେଶ : ଗାଳିଗାଳି ବାଣ )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )

### ସର୍ବ ୧୮

- ନଂ. ୧, ଡିସେ ୧୯୫୦ • ଏକଟି ବାଣେଶ ( ଏକଟି ବାଣେଶ ବାଣେଶ )

## ‘ବୈଶାଖ’ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କବିତା ଗାଳିକା

### ସର୍ବ ୧,

- ୧୯୫୦ ବାଣେଶ ( ଏକଦିନ ଗ୍ରାସ ହେଲେ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
ସ. ସେ । ( ସି. ଶ୍ରେ. )

### ସର୍ବ ୨,

- ୧୯୫୦ ବାଣ ( ଗାଳି ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
ନା. ଶ୍ରେ. ସି.

### ସର୍ବ ୩,

- ୧୯୫୧ ବାଣିକୀ ( ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
ନା. ଶ୍ରେ. ସି.
- ବାଣେଶ ବାଣେଶ ( ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )

### ସର୍ବ ୪

- ୧୯୫୧ ବାଣିକୀ ( ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ ବାଣେଶ )  
ନା. ଶ୍ରେ. ସି.





**KAVITA — Vol. 19, No. 2. December, 1934.**

*Yearly Rs. 4/- or 6s. 6d. or \$ 1.50.*

*This issue Rupee 1.5/-*

এই সংখ্যা দেড় টাকা

১৯৩৫

**Published quarterly at Kavitsakhana, 202 Rashbehari  
Avenue, Calcutta 29, India**

**Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE**

**Assistant Editor : NARESH GUHA**